মারকাটারি সংলাপ, দুর্দান্ত গান ইতিহাস করে দিয়েছে শোলেকে। এবার পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ওই ছবি নিয়ে লেখালেখি প্রচ্ছদে।
▸▸ ১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 24 November 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 185

বাংলার বিধানসভা উপনির্বাচন

ছয়ে ছক্কা

আপনাদের এই আশীর্বাদ আমাদের আগামীর চলার পথে আরও সক্রিয়ভাবে মানুষের কাজ করার উৎসাহ দেবে। মানুষই আমাদের ভরসা।

দ্রোহের ঝাঁঝ ফিকে বাংলায়

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : ৬-এ ৬।

পাঁচটি আগেই ছিল। বাকি একটাতেও ঘাসফুল ফুটল উপনির্বাচনে। উত্তরবঙ্গের মাদারিহাটে গড় হারাল পদ্মফুল। আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের পর এই উপনির্বাচন ছিল শাসকদলের অ্যাসিড টেস্ট। সেই পরীক্ষায় শুধু সাফল্য নয়, বিরোধীদের দুরমুশ করে দিল তৃণমূল। আরজি করের প্রভাব পড়া পরের কথা, উলটে গত লোকসভা নির্বাচনের থেকেও তৃণমূলের ভোটের হার বাড়ল।

আরজি করের নিহত, ধর্ষিতা চিকিৎসকের বাড়ি থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটারের মধ্যে নৈহাটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ২০২১ সালের তুলনায় তৃণমূল প্রার্থী বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। আরজি করের ঘটনায় রাজ্যে নাগরিক আন্দোলনের নেপথ্যে অতিসক্রিয় বামেদের ভরাডুবি ঘটেছে। ৫টি আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বরং মুখ বাঁচিয়েছে বামফ্রন্ট সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হাড়োয়া কেন্দ্রে ওই দলের প্রার্থী বিজেপিকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন।

বিজেপি অবশ্য প্রকাশ্যে উপনির্বাচনের ফলকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সাফাই দিয়েছেন, 'উপনির্বাচনের ফল বরাবরই রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে যায়। তাছাড়া উপনির্বাচনে তৃণমূল ব্যাপক ছাপ্পা ভোট করিয়েছে।' তারপর তাঁর আস্ফালন, '২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়ে আমরাই ক্ষমতায় আসব।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ

এরপর চোদ্দোর পাতায়

মাদারিহাটে উচ্ছেদ পদ্ম, সিতাইয়ে ঘাসফুলই

বীরপাড়া ও সিতাই, ২৩ নভেম্বর : চা বলয়ে জমি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল শাসকদলের। বিপরীতে উত্তরবঙ্গের মাটি কঠিন হয়ে গেল বিজেপির পক্ষে। দলের একদিনের গড় মাদারিহাটে খাতা খুলল তৃণমূল। তাও বড় ব্যবধানে। তৃণমূলের জয়প্রকাশ টোপ্পো ২৮,১৬৮ ব্যবধানে জয়ী হলেন ৭৯,১৮৬ ভোট পেয়ে। বিজেপির রাহুল লোহারের ঝুলিতে গেল ৫১,০১৮ ভোট।

সিতাই অবশ্য ভরসা রাখল বসুনিয়া পরিবারে। তৃণমূল সাংসদ জগদীশ রায় বসুনিয়ার স্ত্রী সংগীতা রায় ঘাসফুল প্রতীকে জিতলেন লক্ষাধিক ব্যবধানে। জামানত জব্দ হল বিজেপি, বাম ও কংগ্রেসের। ফলে কোচবিহার জেলায় বিজেপির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ি ভেটাগুড়িতেই গো-হারা হারল বিজেপি।

দলীয় দীপকও তাঁর বাড়ির বুথে পরাজিত হয়েছেন। সেখানে তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১১৩। অথচ সংগীতা পেয়েছেন ৪৩৫টি ভোট। সিতাইয়ে সংগীতার প্রাপ্ত মোট ভোট ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৮৪।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বিধানসভা নির্বাচন

মহারাষ্ট্র

এনডিএ ২২৮
- বিজেপি ১৩২
- শিবসেনা (শিন্ডে) ৫৫
- এনসিপি (অজিত) ৪১

ইন্ডিয়া জোট ৪৭
- শিবসেনা (উদ্ধব) ২১
- কংগ্রেস ১৬
- এনসিপি (শারদ) ১০

(ঠাকরে পরিবারের নিয়ন্ত্রণে আর থাকল না শিবসেনা)

ঝাড়খণ্ড

ইন্ডিয়া জোট ৫৬
- ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ৩৪
- কংগ্রেস ১৬
- আরজেডি ৪
- সিপিআই-এমএল ২

এনডিএ ২৪
- বিজেপি ২৩
- এলজেপি ১

অন্যান্য ১

সিতাই
- **সংগীতা রায়** (তৃণমূল) **১৬৫৯৮৪** জয়ী
- দীপককুমার রায় (বিজেপি) ৩৫৩৪৮
- হরিহর রায় সিংহ (কংগ্রেস) ৯১৭৭
- অরুণকুমার বর্মা (ফরওয়ার্ড ব্লক) ৩৩১৯

মাদারিহাট
- **জয়প্রকাশ টোপ্পো** (তৃণমূল) **৭৯১৮৬** জয়ী
- রাহুল লোহার (বিজেপি) ৫১০১৮
- পদম ওরাওঁ (আরএসপি) ৩৪১২
- বিকাশ চম্প্রমারি (কংগ্রেস) ৩০২৩

মেদিনীপুর
- **সুজয় হাজরা** (তৃণমূল) **১১৫১০৪** জয়ী
- শুভজিৎ রায় (বিজেপি) ৮১১০৮
- মণিকুন্তল খামারি (সিপিআই) ১১৮৯২
- শ্যামলকুমার ঘোষ (কংগ্রেস) ৩৯৫৯

মাদারিহাট কেন্দ্রে তৃণমূলের জয়ের পর সবুজ আবিরে মাখামাখি। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নৈহাটি
- **সনৎ দে** (তৃণমূল) **৭৮৭৭২** জয়ী
- রূপক মিত্র (বিজেপি) ২৯৪৯৫
- দেবজ্যোতি মজুমদার (সিপিআই-এমএল) ৭৫৯৩
- পরেশনাথ সরকার (কংগ্রেস) ৩৮৮৩

হাড়োয়া
- **রবিউল ইসলাম** (তৃণমূল) **১৫৭০৭২** জয়ী
- পিয়ারুল ইসলাম (আইএসএফ) ২৫৬৮৪
- বিমল দাস (বিজেপি) ১৩৫৭০
- হাবিব রেজা চৌধুরী (কংগ্রেস) ৩৭৬৫

তালডাংরা
- **ফাল্গুনী সিংহবাবু** (তৃণমূল) **৯৮৯২৬** জয়ী
- অনন্যা রায় চক্রবর্তী (বিজেপি) ৬৪৮৪৪
- দেবকান্তি মহান্তি (সিপিএম) ১৯৪৩০
- তুষারকান্তি যন্নিগ্রাহী (কংগ্রেস) ২৮২২

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে শাসকেই আস্থা

মুম্বই ও রাঁচি, ২৩ নভেম্বর : ক্ষমতাসীন জোটই জিতল মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে। প্রথমটিতে মহাযুতি, দ্বিতীয়টিতে 'ইন্ডিয়া'কে দু'হাত ভরে সমর্থন জানাল জনতা। উভয় রাজ্যেই মুখ থুবড়ে পড়েছে বিরোধীরা। মহারাষ্ট্রে শোচনীয় হাল কংগ্রেস, শিবসেনা (ইউবিটি), এনসিপি (এসপি) জোটের। শিবসেনা ও এনসিপি-কে (অজিত) সঙ্গে নিয়ে ফের মারাঠা রাজ্যে ক্ষমতাসীন হতে চলেছে বিজেপি।

ঝাড়খণ্ডে আবার 'ইন্ডিয়া'র কাছে ধরাশায়ী এনডিএ। শাসক জোটে আছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, কংগ্রেস, আরজেডি, বামেরা। বিজেপি ছাড়া এনডিএ-তে আছে আজসু ও এলজেপি (রামবিলাস)। সোমবার থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে মহারাষ্ট্র দখলে এনে চাঙ্গা বিজেপি শিবির। ঝাড়খণ্ড দখলে রাখলেও মহারাষ্ট্রে ভরাডুবির কারণে 'ইন্ডিয়া' জোটে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা।

লোকসভার উপনির্বাচন

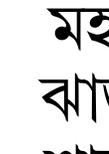

প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা
(কংগ্রেস)
ওয়েনাড (কেরল)
*(*দাদার মার্জিন পার)*

মহারাষ্ট্রে বিজেপির বিপুল সাফল্য এসেছে আরএসএসের হাত ধরে। সর্বশেষ পাওয়া খবরে মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি আসনের মধ্যে মহাযুতি জিতেছে ২৩৪টিতে। এমভিএ জিতেছে মাত্র ৪৮টি আসনে। মহারাষ্ট্র বিধানসভা দখলে ম্যাজিক সংখ্যা ১৪৫। ঝাড়খণ্ডের ৮১টি আসনের মধ্যে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা একাই জিতেছে ৩৪টিতে। কংগ্রেস ও আরজেডি জিতেছে যথাক্রমে ১৬ এবং ৪টিতে। সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের ঝুলিতে ২টি আসন।

সেখানে বিজেপি জিতেছে মাত্র ২১টি আসনে। তাদের শরিক আজসু ও এলজেপি (রামবিলাস) জিতেছে একটি করে আসনে। ঝাড়খণ্ডে ম্যাজিক সংখ্যা ৪১। মহারাষ্ট্র জয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সুশাসন এবং উন্নয়নকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'একসঙ্গে থাকলে আমরা আরও উচ্চতায় পৌঁছোব। মহারাষ্ট্রের প্রগতির জন্য আমরা চেষ্টার কসুর রাখব না।'

ঝাড়খণ্ডে এবার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকে সবাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল বিজেপি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

টক টু মেয়রে আধিকারিকদের নির্দেশ দিচ্ছেন গৌতম দেব। শনিবার।

নির্দেশেও মিটছে না সমস্যা

অন্দরে ষড়যন্ত্র দেখছেন গৌতম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে, অভাব-অভিযোগ শুনে সেগুলি সমাধান করার জন্যই 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন গৌতম দেব। প্রতিটি কর্মসূচিতেই প্রচুর অভাব-অভিযোগ তুলে ধরছেন সাধারণ মানুষ। সেইমতো সমস্যা মেটাতে আধিকারিকদের তৎক্ষণাৎ নির্দেশও দিয়েছেন মেয়র। কিন্তু সমস্যা না মেটায় মানুষ আবার ফোন করে মেয়রকে অভিযোগ জানাচ্ছেন। তাতেই বিরক্ত গৌতম। সেইসঙ্গে পাচ্ছেন ষড়যন্ত্রের গন্ধও।

শনিবার টক টু মেয়র চলাকালীন গৌতম সচিব অনাবিল দত্তকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এসব সমস্যা মেটাতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? কারা এসব করছে দেখুন। আমাদের বিপাকে ফেলার জন্য এটা কোনও প্রক্রিয়া চলছে না তো? এর মধ্যেই একটা পর্যালোচনা বৈঠক ডাকুন। আমি সব দপ্তরের সব আধিকারিককে নিয়ে বসতে চাই।' পরে মেয়র আবার বলেছেন, 'যে সমস্ত কাজ দু'একদিনেই সমাধান করে দেওয়া যায় সেইগুলি মাসের পর মাস পড়ে থাকছে। মানুষ বারবার ফোন করে একই সমস্যার কথা বলছেন। এটা কেন হবে? আমি কাজ চাই।'

শনিবার টক টু মেয়রে বিভিন্ন সমস্যা জানিয়ে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে প্রচুর মানুষ ফোন করেছেন। কোথাও রাস্তা অর্ধসমাপ্ত, কোথাও একজনের বাড়ি ঘেঁষে অন্যজনের অবৈধ নির্মাণ, কোথাও আবার একজনের হোল্ডিং নম্বর ব্যবহার করে অন্য কেউ ট্রেড লাইসেন্স বানিয়ে নিয়েছেন। বিজেপির দখলে থাকা ৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে আবার বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা এবং ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট নিয়ে মেয়রের কাছে নালিশ করা হয়েছে। রাজাহাউলিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে একজনের মৃত্যুর পর পুলিশ নিরপরাধ লোকজনকে অযথা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করছে বলেও অভিযোগ এসেছে। সমস্ত অভিযোগই সময় নিয়ে শুনেছেন মেয়র। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন ১১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এক মহিলা ফোন করে অভিযোগ করেন, 'আমার হোল্ডিং নম্বর ব্যবহার করে একজন বেশ কিছু লাইসেন্স বের করেছে। অনলাইনে এসব লাইসেন্স তৈরি হয়েছে। আমার অজান্তে এসব কীভাবে হল?' মেয়র আগামী সোমবার সমস্ত নথি নিয়ে পুরনিগমের সচিবের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেন তাঁকে। তারপরই অভিযোগকারী বলেন, 'আমি ২০২৩ সালের ১৮ মে পুরনিগমে সমস্ত কিছু জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তারপরও কিছু কাজ হয়নি। পুরনিগম শুধু নোটিশ করেছে, আর কিছু করেনি।' এই ঘটনা শুনে চটে যান মেয়র।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সন্দেহে কর্তারা
- টক টু মেয়রে কোনও অভিযোগ পেলে তা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন গৌতম
- অনেক ক্ষেত্রেই আধিকারিকরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন না বলে অভিযোগ আসছে
- গৌতমের সন্দেহ, তাঁকে বা তৃণমূলকে অপদস্থ করতে কেউ বা কারা ষড়যন্ত্র করতে পারে
- বিষয়টি আরও গভীরে গিয়ে খতিয়ে দেখবেন মেয়র

শপিং মলের সামনে হামলার চেষ্টা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : আইনজীবীর ওপর হামলা চালানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাত প্রায় পৌনে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে মাটিগাড়ার একটি শপিং মলের সামনে। ওই মল থেকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে বেরোচ্ছিলেন আইনজীবী অনুপ সরকার। অভিযোগ, আচমকা এক তরুণ তাঁর গাড়ি আটকে মোবাইল ফোন কেড়ে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেন। এমনকি তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দিতে থাকেন। ঘটনায় রাতেই মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অনুপ। রাতেই অভিযুক্ত সরোজ সুব্বাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ঘটনার পর মাটিগাড়ার ওই এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নামী ওই শপিং মলের কাছে এই কাণ্ড ঘটলেও কেন তা পুলিশের নজরে এল না, তা শহরে চর্চায়।

শপিং মলটির সামনে রাস্তার কাজ চলায় কিছু জায়গায় বোল্ডার ফেলা রয়েছে। যে কারণে সেখানে গাড়ির গতি অনেকটাই কম থাকে। ওই আইনজীবী যখন গাড়ি চালিয়ে বেরোচ্ছিলেন, সেই সময় সামনে কয়েকজন চলে আসেন, যার মধ্যে সরোজ ছিল। অভিযোগ, হঠাৎ তিনি গাড়ির বনেট চাপড়াতে শুরু করেন। অনুপ প্রতিবাদ করে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ওই তরুণ গালিগালাজ করতে থাকেন। অনুপ সেইসময় মোবাইল বের করে ভিডিও করতে থাকেন। তাতেই ক্ষেপে যান সরোজ। আইনজীবীর মোবাইল কেড়ে নিয়ে তা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেন। এরপরই রাস্তার পাশ থেকে একটি পাথর হাতে তুলে নিয়ে আইনজীবীর দিকে তেড়ে যান বলে অভিযোগ। যদিও সেই সময়ই আশপাশের কয়েকজন সরোজকে আটকে দেন। ভিডিওতেও যা ধরা পড়েছে। যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি।

অনুপ বলছেন, 'মদ্যপ ওই তরুণ আমার দিকে তেড়ে আসে। শপিং মলে কোনও সংস্থায় সম্ভবত কাজ করে। এভাবে যে কেউ হামলা চালাতে পারে, তা কল্পনা করিনি। রাত যত বাড়ছে এই শপিং মল এবং আশপাশের এলাকার চরিত্র বদলে যাচ্ছে। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত।' তাঁর প্রশ্ন, 'আমার বদলে কোনও ব্যক্তি পরিবার বা বাচ্চা নিয়ে থাকলে কী হত?'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পাত্র চাই

■ সাহা, 24/5'-4", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.A. in Bengali, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী বা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 6294314994, 7501613160. (C/113551)

■ একমাত্র কন্যা, কায়স্থ, ৩১, দেবারিগণ, সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, ৫'-২", এমকম পাশ, (সিইউ) গভঃ ব্যাংকে (পিএনবি) কর্মরতা হেড ক্যাশিয়ার পদে। বাড়ি শিলিগুড়ি ও কলকাতা। ৩১-৩৫, চাকরিরত পাত্র চাই। (M) 9434075926, 9832017826. (C/113540)

■ কুলীন কায়স্থ, নরগণ, 28/5'-3", Convent Educated, M.A., B.Ed., Pvt. School Teacher, বাবা Rt. Central Govt. কর্মী, স্লিম, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/ইঞ্জিনিয়ার, কায়স্থ/ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 7063241756, 6297849696 (8.30 - 10.30 P.M.). (C/113515)

■ কায়স্থ, 27+/5'-4", স্থায়ী রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী, পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 33, শিলিগুড়ি নিবাসী উচ্চপদস্থ স্থায়ী সরকারি কর্মচারী পাত্র কাম্য। (M) 7908310981. (C/113388)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী পাল, 32/5'-2", M.A., B.Ed., ইং-মিডিয়ামে শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি/MNC/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9851376650. (C/113347)

■ পাত্রী ২৯+, ফর্সা, দেবারিগণ, M.Sc.+B.Ed., শিলিগুড়িতে বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা, সরকারি/বেসরকারি কায়স্থ পাত্র চাই (স্থানীয় অগ্রগণ্য)। (M) 9434351128. (C/113304)

■ 29+/5'-2", M.A. পাশ, সরকার, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। (M) 9002518594. (C/113507)

■ পাত্রী কায়স্থ (সরকার) 30+/4'-10", ফর্সা, উচ্চশিক্ষিতা, সুশ্রী, বেসরকারি শিক্ষিকা। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 7584098341, 9830224072 (W/A). (C/111979)

■ বয়স 28, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিত, সুন্দরী, Pvt. স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর 34 মধ্যে সুপাত্র চাই। (M) 8538046995 (9 P.M. - 10 P.M.). (C/113381)

■ পাত্রী কায়স্থ, ২৭+, MBA, উচ্চতা ৫'-৮", শিলিগুড়ি ও তৎসংলগ্ন নিবাসী হায়দরাবাদ-এ কর্মরত পাত্র কাম্য। 9434151857. (C/113394)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, সুশ্রী, ৩৩+/৫'-২", M.A. পাত্রীর জন্য সুচাকুরে সরঃ/আধা সরঃ পাত্র (ব্রাহ্মণ) চাই। শিলিঃ/জলঃ অগ্রগণ্য। সত্বর বিবাহ। (M) 9474584393. (C/113396)

■ সাহা, সুন্দরী, ৩২/৫'-২", SSC শিক্ষিকা, SSC শিক্ষক/সঃ চাকরি, ৩২-৩৫ বয়সের Gen. পাত্র চাই। 9679020738. (P/S)

■ রাজবংশী, SC, 35, সঃ চাকরিরতা। সঃ চাকরিজীবী জেনারেল কাস্ট পাত্র চাই। বয়সে ছোটো চলবে। (M) 7076784540. (C/111983)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, পিতা Ex. Officer, 31/5'-1", B.Com. (H), সুশ্রী কন্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 7031027900 (সাক্ষাতে দেখাশোনা কাম্য)। (C/111986)

■ 27+/5', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.Sc. (Phy.), B.Ed., পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9593640030. (C/113430)

■ মাথাভাঙ্গা নিবাসী, নমশূদ্র, ২৮/৫'-২", M.A., D.El.Ed., পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7479165780. (C/113430)

■ পাত্রী 28/5'-5", M.Sc., Ph.D. Last year, উপযুক্ত পাত্র চাই। 8967768374. (C/113512)

■ পাত্রী সাহা, 26+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed., শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/113436)

■ মাধ্যমিক পাশ, 36/5', নমশূদ্র পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, 45-এর মধ্যে পাত্র চাই। Ph : 9434307829, সময় : 6-9 P.M. (C/113525)

■ সাহা, 30/5'-3", B.A. পাশ, ফর্সা, সাহা, চাকরি বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য হতে হবে, 32-37'এর মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 9083100052. (D/S)

■ পাত্রী কায়স্থ, 34/5', B.Com. (H) DFA পাত্রীর জন্য কায়স্থ উপযুক্ত পাত্র কাম্য, দেবারিগণ বাদে। (M) 8972471498. (D/S)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, উচ্চশিক্ষিতা, সঃ ব্যাংক অফিসার পদে কর্মরতা, 34/5'-4", মেষ, দেব, ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সি। উপযুক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রণ্য। ঘটক/দালাল নিষ্প্রয়োজন। Mob No. 8617056882, 8617050257. (C/113438)

■ কায়স্থ, মাঙ্গলিক, 32/5', M.A., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, একমাত্র কন্যা, ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 8617827008. (C/113513)

■ কায়স্থ বোস, দেবারিগণ, 24 বছর/5'-1", B.A. (অনার্স), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুমুখশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র চাই। (পাত্রী মাঙ্গলিক)। (M) 9832010815, 9832499227. (C/113438)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, 29/5'-4", শিলিগুড়িতে রেলে কর্মরত। পিতা-মাতা সঃ চাঃ। সঃ কর্মী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9733091878. (C/113518)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, ৩১/৫'-৫", M.A. (Eng.), ফর্সা, সুন্দরী (অল্পদিনের বিবাহিত) পাত্রীর জন্য কায়স্থ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7431807030. (C/113520)

■ পাত্রী ঘোষ, B.Tech., 30/5'-3", শিলিগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যার জন্য চাকরিরত অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9434633710 (11 A.M. - 8 P.M.). (C/113522)

■ কোচঃ শহর নিবাসী, সঃ প্রাঃ শিক্ষিকা, Eng. M.A., 5'-1"/28 y, দাস, পিতা-মাতা সঃ চাকুরে। এই পাত্রীর জন্য কোচঃ, আলিঃ, জলঃ, 33 মধ্যে অধ্যাপক/হাইস্কুল শিক্ষক/রেল/ব্যাংক/সঃ চাকুরে পাত্র চাই। (M) 7001805814. (C/113527)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ বোস, বয়স ৩৩, শ্যামবর্ণা, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোঃ 9475089762. (C/113528)

■ রাজবংশী, 29+/5'-1", B.A. পাশ, D.El.Ed., উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 8116692832. (C/111892)

■ কায়স্থ, ফর্সা, ২৬/৫'-২", নরগণ, B.A.(H), D.El.Ed., পাত্রীর সঃ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। APD, COB, JPG, SLG পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 9775425929. (A/K)

■ বসাক, ২৩/৫'-৮", M.A., Sans. (Hons.), প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9749500698. (A/B)

■ WB, জলপাইগুড়ি, ব্রাহ্মণ, ফর্সা, সুন্দরী, ৩১/৫', M.A., বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা (ইলাসট্রেটর/গ্রাফিক ডিজাইনার), পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী পাত্র চাই। ৯৪৩৪২৪২০৮০, ৯৪৭৪৬২৯৭৬৬. (C/112882)

■ Gen., 41+, রাঃ সঃ চাকরিরত (স্থায়ী), 45-48 মধ্যে জলপাইগুড়িবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। SC বাদে। (M) 9531631086. (C/112879)

■ ২৭/৫'-৮", M.A., B.Ed., D.El. Ed., Tet পাশ, ফর্সা, স্লিম। জলঃ/শিলিঃ-র মধ্যে সঃ চাকরি পাত্র চাই। 8250691836. (C/112880)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, ৩০/৫'-৩", ইংরেজিতে M.A., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Mob No. 8918580355. (C/113538)

■ নমশূদ্র, 30+/5', M.Sc. (Math), B.Ed., শ্যামবর্ণা, পঃ বঃ সরকারের স্মল সেভিংস ডেভেলপমেন্ট অফিসার পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী যোগ্য পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 6297611087. (C/111988)

■ কায়স্থ, 38+/4'-9", H.S. (ব্যাক), ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 8167581218. (B/B)

■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 27/5'-4", M.A., নরগণ, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিরত কায়স্থ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। কোনও বিবাহ সংস্থা যোগাযোগ করিবেন না। 7001278070. (C/113542)

■ কুণ্ডু, 27/5'-1", M.A., পাত্রীর সরকারি অফিসার, ডাক্তার, হোলসেল ব্যবসায়ী শিলিগুড়ির পাত্র কাম্য। (M) 6296007814. (C/113311)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", (১০ দিনের ডিভোর্সি), এমএ পাশ, নিঃসন্তান। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 8967665684. (C/113312)

■ ফর্সা, সুশ্রী, 32+/5'-4", M.A. Pol. Sci., কায়স্থ পাল পাত্রীর জন্য শিলিগুড়িস্থিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 9832466923. (C/113315)

■ স্বর্ণবণিক, 27/5'-3", B.A., তুফানগঞ্জ নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য কোচবিহার জেলার মধ্যে সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। মোঃ 8927497166. (D/S)

■ পাত্রী জলপাইগুড়ি নিবাসী, বণিক, 30/5', বিএসসি কেমেস্ট্রি (H), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 42, সঃ/বেঃ চাকুরে উত্তরবঙ্গের পাত্র কাম্য। (M) 8159967734, 9064161913 (WP). (C/112883)

■ কুলীন কায়স্থ, 32+/4'-9", শ্যামবর্ণা, B.A.Pass, পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ফোন নং- 8207278991. (C/112886)

■ 29/5', M.A., D.El.Ed., বারুজীবী, দেবগণ, কর্কট রাশি, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7501437038. (C/111900)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৮, স্টেট গভঃ কর্মচারীকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও পেনশন পান। এইরূপ অবিবাহিতা পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 8101254275. (C/113450)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স ৩১, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, এইরূপ পাত্রীর জন্য অনূর্ধ ৪০ বছরের যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/113450)

■ রাজবংশী সম্প্রদায়ের, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর বয়সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/113450)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর বয়সি, M.A. in ইংলিশ, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী। পিতা সরকারি আধিকারিক ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/113450)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৭, ফর্সা, সুন্দরী, M.Com., প্রাইভেট হাইস্কুল-এর শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী অথবা ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/113450)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8101254275. (C/113450)

■ নমশূদ্র, 26+/5', B.A., শিলিগুড়ি নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9564308599. (C/113451)

■ পাত্রী গন্ধবণিক, বয়স 25, উচ্চতা ৫'-১", শিক্ষাগত যোগ্যতা M.A., B.A., D.El.Ed., পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9832477351, 9641337983. (S/N)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, ২৪ বছর, উচ্চতা ৫'-১", সঃ নার্সিং পাশ (বেঃ সঃ কর্মরতা), সংগীতজ্ঞা, সুদর্শনা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে, সুদর্শন পাত্র কাম্য। (M) 9733134431. (C/113559)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 25/5'-3", B.Sc. পাশ, গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই (ইস্যুহীন)। (M) 9733066658. (C/113452)

■ কায়স্থ, 24/5'-3", M.Sc. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9593965652. (C/113452)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-6", সরকারি চাকুরে, দেবারিগণ, তুলা রাশি, বৃশ্চিক লগ্ন, পাত্রের চাকুরে পাত্রী চাই। 6290381747, 8902184868. (M/G)

■ পাল, 33/5'-5", M.A., WB প্রাথমিক শিক্ষক, শিলিগুড়ি। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9832669263. (C/113509)

■ 37/5'-8", Brahmin, Manager, Nationalised Bank, Divorce, no issue, North Bengal, needs bride 28-32, fair, unmarried/divorce, issue less, house working, no caste bar. 7001910501. (K)

■ ঘোষ, 33+/5'-4", B.Tech., কলকাতায় পোস্টিং, Software Engineer পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9091875568. (C/111984)

■ সাহা, ৩৮+/৫'-৮", হাইস্কুল শিক্ষকের (H.S.) জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mob : 7602816129. (C/113514)

■ পাত্র 32 বছর বয়স, 5'-11", বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক (60 বছর পর্যন্ত), কায়স্থ, সুপ্রতিষ্ঠিত, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুদর্শন, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 7319473421. (C/113526)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী সম্প্রদায়ের, ৩২ বছর বয়সি, শিক্ষিত, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (BSNL), পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/113450)

■ বয়স 36+, উচ্চতা 5'-1", M.A., B.Ed., পেশা গৃহশিক্ষকতা, পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। ফোন- 9641868541. (C/113306)

■ পাত্র 43, উচ্চতা 5'-2", নেশাহীন, নিজস্ব প্রিন্টিং প্রেস, 35 অনূর্ধ, দিনহাটা-কোচবিহার সংলগ্ন পাত্রী চাই। মোঃ 9749477498, যোগাযোগ : 2 P.M. - 8 P.M. (C/113308)

■ পাত্র কায়স্থ, 37/5'-6", B.Com. পাশ। বিদেশে বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। পাত্রী কাম্য। 9933357298 (WP), 9832475558. (C/113524)

■ পাত্র পাল, ৩৪/৫'-৬", রাজ্য সরকারের স্থায়ী কর্মী UDA (Upper Divisional Assistant) কলকাতায় কর্মরত। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত H.S. শিক্ষক, এক দিদি H.S. শিক্ষিকা ও বিবাহিত। ৩১-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ ও চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। দিনহাটা। (M) 9883438469. (D/S)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিজ বাড়ি, গাড়ি, B.A. Pass, CARP কর্মরত, বাবা-মা, 2 ছেলে। 32+/5'-6", সাহা, সুদর্শন, ঘরোয়া, সুশ্রী, মার্জিত, অনূর্ধ ২৮ পাত্রী কাম্য। কাস্ট বাধা না। মোঃ 9434496333. (C/113441)

■ পাত্র 48, উচ্চতা 5'-3", নেশাহীন, হাইস্কুলের ভোকেশনাল ইনস্ট্রাক্টর-এর স্থায়ীপদে কর্মরত। দিনহাটা, কোচবিহার সংলগ্ন 35 অনূর্ধ পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 2 P.M. - 8 P.M., মোঃ 9749477496. (C/113309)

■ জলঃ নিবাসী, M.A., B.Ed., UP TET, কায়স্থ, সুদর্শন, নেশাহীন, 37/5'-8", হোটেল ম্যানেজার, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিত, ফর্সা, মধ্যবিত্ত/দরিদ্র পাত্রী কাম্য। 7031047412. (C/112873)

■ সাহা, 31/6', কোচবিহার, BDS, নিজ চেম্বার, ফর্সা পাত্রের জন্য সাধারণ ঘরের ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9474018721. (C/111895)

■ দেবনাথ, 44+/5'-5", মাধ্যমিক পাশ, ব্যবসা/কৃষি, সুদর্শন। কামাখ্যাগুড়ি নিবাসী। ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলবে। (M) 9609735937. (C/111890)

■ ধূপগুড়ি মাস্টার কোয়ার্টারপাড়া নিবাসী, কায়স্থ, বয়স 36, উচ্চতা 5'-3", মাধ্যমিক ফেল, ইলেক্ট্রিশিয়ান পাত্রের জন্য উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8250842644. (A/B)

■ বসাক, 35/5'-5", MCA, বেঃ চাকরি, একমাত্র পুত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি জেলা অগ্রগণ্য। (M) 7047844874. (A/B)

■ 32+/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক) (6 P.M.-10 P.M.). (C/111987)

■ কায়স্থ, 32/5'-6", B.Tech. Civil, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী, ফর্সা, সুপাত্রী চাই। (M) 8207093110. (C/112871)

■ কায়স্থ, ৩১, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, পিতা পেনশনার, মাতা হাইস্কুলের ক্লার্ক। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 7384386399 (জলঃ)। (C/112875)

■ যাদব ঘোষ, 43/5'-5", সুপ্রতিষ্ঠিত দোকানে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (জলঃ)। Mob : 7076050125. (C/112876)

পাত্রী চাই

■ দত্ত, 34/5'-8", M.A., সুদর্শন, উচ্চমধ্যবিত্ত, Govt. Clerical পদে কর্মরত (৬০ বৎ স্থায়ী চুক্তিভিত্তিক) পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা ও ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9547723669. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, 38+/5'-5", B.A., মিউনিসিপ্যালিটিতে কর্মরত ও নিজস্ব বিজনেস, নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। Ph.No. 6294183557, যোগাযোগের সময় : 10 A.M. to 8 P.M. (শনিবার ও রবিবার)। (C/113537)

■ বারুজীবী, 36+/5'-7", পলিঃ পাশ, মা পেনশনার, দিদিরা বিবাহিতা, শেয়ার ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের মধ্যে ঘরোয়া, 28-32, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী কাম্য। (M) 9474591975. (C/111989)

■ কাঃ, অবিবাহিত, ৪২+/৫'-৮", মাধ্যমিক, দাবিহীন, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর পাত্রের জন্য কায়স্থ, ঘরোয়া, সুশ্রী, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব ৪০ পাত্রী কাম্য। (M) 7557859365. (B/B)

■ মাহিষ্য, সরকার, 32/5'-7", ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি কলেজ-এর লেকচারার। শিক্ষিত, স্লিম, সুন্দরী, অনূর্ধ ২৮ পাত্রী কাম্য। (M) 7001270462. (S/N)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, ফর্সা, সুশ্রী, অবিবাহিত, অনূর্ধ 33 পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে Caste bar নেই। Mob : 9002983458. (C/113550)

■ শিবমন্দির নিবাসী, M.Sc., B.Ed., রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, 34/5'-7", পাঞ্জাবে সৈনিক স্কুলে কর্মরত। একমাত্র পুত্রের জন্য মধ্যবিত্ত, স্নাতক, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। (M) 9563237739. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, 42, ডিভোর্সি, দেবারিগণ, 30 উর্ধ্ব পাত্রী চাই। ব্লক অফিসে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী। ছোট পরিবার, মা ও ছেলে। অসবর্ণ চলবে। (M) 9434687482. (S/M)

■ স্নাতক, ৩০/৫'-৬", চা বাগানের স্টাফ, ব্রাহ্মণ, হাসিমারা নিবাসী পাত্রের জন্য অনূর্ধ ২৭, উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা উপযুক্ত পাত্রী চাই। সত্বর যোগাযোগ : (মোবাইল) ৯৯৩৩১৬৬৭৬১. (C/113547)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৫'-৯", কেঃ সরকারি কর্মচারী। ২৬-২৯ বয়সের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট অ-কাশ্যপ, অ-দেবারি (শিলিগুড়ি বা সংলগ্ন অগ্রগণ্য) ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। সন্ধ্যা ৬টা-রাত্রি ৯টা। মোঃ 9434221839. (C/113549)

পাত্রী চাই

■ নমশূদ্র, প্রাঃ শিক্ষক (2021), 35+/5'-5", M.A. (Eng.), B.Ed. & D.El.Ed., শ্যামবর্ণ, ডালখোলা। সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ফোন- 8906274427. (C/113557)

■ বৈদ্য, 35+/5'-5", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র সন্তান, কাঠমাণ্ডু ও বিরাটনগরে নিজস্ব বাড়ি, দোহাতে কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 27, সুশ্রী, বিদেশে থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। (M) 7439964912. (C/113448)

■ কায়স্থ, 40/5'-7", শিক্ষিত, 34, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ফোন- 8348907295. (C/111991)

■ কোচবিহার নিবাসী, ৩০ বর্ষীয়, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য সুশিক্ষিত পাত্রী চাই। 9593322001.

■ কায়স্থ, 40/5'-7", সরকারি পাত্র-এর জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, কায়স্থ পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহ। Ph.No. 8972016079. (C/112890)

■ কায়স্থ, 28/5'-5", H.S., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা এবং প্রোমোটার, পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7583926673. (C/112889)

■ ক্ষত্রিয় রাজবংশী, 33/5'-5", B.Tech., ব্যাংকে কর্মরত, শিলং, Asstt. Manager, সুদর্শন, বাবা পেনশন প্রাপক। স্লিম, সুন্দরী, ফর্সা, যোগ্যতাসম্পন্না পাত্রী কাম্য। অসবর্ণে আপত্তি নেই। নিবাস দিনহাটা এবং কলকাতা। (M) 7477474307, 7685971564. (C/111898)

■ ব্যানার্জি ব্রাহ্মণ, 34/5'-4", মাধ্যমিক পাশ, ব্যবসা করে, কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 8637800440. (C/112888)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান, বিপত্নীক, জন্ম ১৯৭৮, সেন্ট্রাল গভঃ-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিক পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। আলোচনাসাপেক্ষে সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/113450)

■ বয়স ৩৯, কোচবিহার-এর বাসিন্দা। স্টেট গভঃ-এর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার (RFO)। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/113450)

■ কায়স্থ, বৃশ্চিক, দেবগণ, 36+/5'-10", প্রাঃ স্কুলে কর্মরত একমাত্র পুত্রের জন্য অনূর্ধ ৩০, শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া (ন্যূনতম ৫'-৪") পাত্রী চাই। (M) 9609981888. (C/113450)

■ জন্ম ১৯৮৮, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, M.Tech. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া)। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। (M) 7596994108. (C/113450)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর বয়সি, হিন্দু, বাঙালি, ব্রাহ্মণ, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9330394371. (C/113450)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, MBBS, গভঃ হাসপাতাল-এর চিফ মেডিকেল অফিসার পদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/113450)

■ বারুজীবী (দাস), M.A., 33/5'-3", বেসরকারি চাকরি, মাতৃ-পিতৃহীন পাত্রের জন্য ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9563392097. (C/113451)

■ তিলি পাল, 30/5'-6", নরগণ, মাঙ্গলিক, B.Tech., সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9002460893. (C/113451)

■ ঘোষ, 33/5'-8", M.Tech., রেলে উচ্চপদে কর্মরত, নেশাহীন ভদ্র পরিবারের সুপাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7003763286. (C/113452)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5'-3", B.Tech., রেলে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের সুদর্শন পাত্রের জন্য চাঃ বা ভালো ব্যবসায়ী পাত্রী কাম্য। (M) 9432076030. (C/113452)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী তাম্বুলি ৩১/৫'৮" দেবারি ধনু B. Tech PGDM (IISWBM), Masters (IIT Kanpur), চাকরি Product MNC Kol পাত্রের উপযুক্ত স্বর্ণ/অসবর্ণ শিক্ষিত অনূর্ধ ২৯ পাত্রী চাই। মো : 9434424039 (M- 112616)

■ বৈদ্য 29/5'5" MBA মালদা নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। M- 7001044191 (M-ED)

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র, দেবগণ, 38/5'-11", MCA, System Analyst, বর্তমানে আসমের চাবাগানে কর্মরত, পিতা উচ্চপদে কর্মরত, মাতা গৃহিণী, কলিতে নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে, পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। যোগাযোগ : Mobile/WApp : 9435484526. (C/113376)

■ Govt. A gazetted Lecturer, M. Tech, 36/5'9" পাত্রের জন্য সরকারি চাকুরিরতা/সুশিক্ষিতা উভিদ পাত্রী অগ্রগণ্য। M- 8942809056 (M-112618)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 28/5'-2', BE, Jr. Engr., স্বঃ/অসঃ Govt. অফিঃ/ইঞ্জিঃ/প্রফেঃ পাত্র কাম্য। 9832076985. (C/113533)

■ কায়স্থ, সরকার, ৫'-৬", সুশ্রী, ফর্সা, M.A. পাত্রীর, ২২, মেয়ের জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 6294139487. (K)

■ M.A. পাশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, 5'-3", General, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, ৩৫-এর মধ্যে পাত্র চাই। কোচবিহার জেলা প্রাধান্য। (M) 9434826014. (P/C)

■ পূর্ববঙ্গীয় রাজবাড়ি কায়স্থ ঘোষ, M.Com., 26/5'-3", সুশ্রী, নম্র, ভদ্র পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ির মধ্যে ফোন করবেন। 7719347252. (C/113438)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৮", আইনজীবী পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 9434411534, 9735070908. (C/A)

■ ঘোষ, Gen., 30+/5'-4", (B.Sc. Nursing), সরকারি নার্স, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 8945951563, 9851663813. (S/N)

■ কায়স্থ, দেবগণ, মাস্টার ডিগ্রি, 29+/5'-3", সুশ্রী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের মধ্যে 30-34, রেল/ব্যাংক/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9775939275. (C/111990)

■ কায়স্থ, 29/5'-2", National Chanel-এ News Media-তে কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি উচ্চপদে কর্মরত পাত্র চাই। যোগাযোগ-7908478924. (C/111992)

■ ব্যানার্জি, 28+/5'-5", শিক্ষিতা, সুন্দরী, WB Excise-এ কর্মরতা, Geo. (Hons.), B.Ed., পরিবেশবিদ্যায় এমএ পাঠরতা, 32-এর মধ্যে সরকারি চাকরিরত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। ফোন : 7908948535, 9932166418. (S/N)

■ পাত্রী বোস, ৫'/৩০ বছর, ফর্সা, সুশ্রী, B.Sc. পাশ, কর্পোরেটে চাকরি করে। শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রাইভেট সংস্থায় চাকরি করে। ৩৫/৩৬-এর মধ্যে এরূপ পাত্র যোগাযোগ করবেন। 9474035666. (C/113451)

পাত্রী চাই

■ পাল, 33+/5'-5", H.S., ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে কর্মরত, মালবাজারে নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা সুপাত্রী কাম্য। (M) 8346978757. (B/B)

■ EB, বৃশ্চিক, দেবারি, 32/5'-6", BE, Kol. IT কর্মরত, এক ছেলে, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ৩১ মধ্যে শিক্ষিত, চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। 8918947176, অভিভাবকরা যোগাযোগ করবেন। (K)

■ বারুজীবী, M.A., B.Ed., 35+/5'-7", নরগণ, গৃহশিক্ষক ও ব্যবসা, একমাত্র পুত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8927704655. (S/C)

■ পাত্র কায়স্থ, 39/5'-7", দিল্লি, Prof., ডিভোর্সি পাত্রের শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। বিধবা পাত্রী চলিবে। (M) 8010070197. (D/S)

■ পাত্র বসাক, 34, মাধ্যমিক পাশ, 5'-9", শিলিগুড়ি নিবাসী, ড্রাইভার, নিজস্ব অটো এবং ছোট ডেকোরেটর ব্যবসা আছে। কায়স্থ, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9832842616. (C/113310)

■ পাত্র 38, নিজস্ব Business, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী চাই (Divorce হলেও চলবে)। (M) 9832466526. (C/113534)

■ আলিপুরদুয়ার জেলা নিবাসী, 34/5'-6", ইঞ্জিনিয়ার, দিল্লিতে বর্তমানে কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। মোঃ 8145192738. (C/113440)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 34/5'-8", M.A., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, 24-30, সুযোগ্য, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9547145467, 7679725717. (C/112870)

■ নমঃ, ৩৩/৫'-৮", বিএ, একমাত্র পুত্র, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9832070616. (C/112877)

■ জেঃ, 34/5'-11", M.A. (Incom.), নিজস্ব দোকান (ফার্মেসি), বাড়ি জলপাইগুড়ি শহর, একমাত্র পুত্র, সুশ্রী পাত্রী চাই। মোঃ 9735939325. (C/112881)

■ কায়স্থ, 44/5'-2", ইং-মিডিয়াম টিউশনি+ব্যবসা, যে কোনও বর্ণের পাত্রী চাই। ডিভোর্সি চলবে। (M) 7001086821 (জলঃ)। (C/112878)

■ পাত্র আদ (H.C), 31+/5'-6", বৈশ্য সাহা। 28 বঃ নীচে, দেবগণ, 5'-4", অবিবাহিতা, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9609943404. (C/112868)

■ হলদিবাড়ি (কোচবিহার) নিবাসী, 28+/5'-9", উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8250163090 (6 P.M.-9 P.M.), শুধুমাত্র অভিভাবকেরা যোগাযোগ করিবেন। (C/112869)

■ জলপাইগুড়ি, কায়স্থ বোস, একমাত্র পুত্র, 36/5'-10", B.Tech. (ECE), M.Music, Pvt. Eng. H.S. স্কুল শিক্ষক, Pvt. Tutor ও সংগীতজ্ঞ। শিক্ষিতা ও সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9064577190, 9563262399. (C/112874)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি (ইস্যুলেস), উচ্চপদস্থ রাজ্য সরকারি চাকরি। ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, (35-40)-এর মধ্যে অবিবাহিতা, স্নাতক পাত্রী চাই। (M) 9775158050. (C/113437)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 5'-8", বয়স 39+, B.A. পাশ, Music Teacher, সুপাত্রী কাম্য। (M) 7001184708. (C/113451)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com., MBA (1st Class), 30/5'-10", General Caste (রুদ্র পাল), L.I.C Dev. Officer, পিতা Retd. Bank Manager, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত ফর্সা, সুন্দরী, Graduate পাত্রী চাই। বয়স 23-27 বছরের মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। চাকরিরতা চলবে। যোগাযোগ সরাসরি। (M) 6297811505. (C/113553)

■ কর্মকার, M.A., 35+/5'-6", ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের B.A. পাশ, সুশ্রী, ভদ্র পরিবারের পাত্রী কাম্য। (M) 9749379189. (S/C)

■ কায়স্থ, 34+/5'-4", সরকারি Bank Officer, B.Tech., পিতা Retd. রেলকর্মী, মাতা গৃহবধূ, নিজ বাড়ি, উপযুক্ত পাত্রী চাই, শিলিগুড়ি অগ্রাধিকার। (M) 8918262426 (রাত্রি 8-10 P.M.). (C/113298)

■ ক্ষত্রিয় দে, কাশ্যপ, মেষ, দেবগণ, ৬', ২৯ বঃ, কেমিস্ট্রি অনার্স, নিজ কোচিং সেন্টার, নিজ বাড়ি শিলিগুড়ি। একমাত্র পুত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা, কায়স্থ, মাহিষ্য পাত্রী কাম্য। 9832365169. (C/113377)

■ দাবিহীন, সেন, আলিম্যান গোত্র, 32, BCA & ITI পাশ, নিজস্ব দোকান, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া ও সুশ্রী পাত্রী কাম্য। বর্তমানে ফ্ল্যাট বাড়িতে ভাড়া। সৎসঙ্গী পরিবার অগ্রগণ্য। 8016917573 (9 A.M. - 12 P.M.). (C/113558)

■ কায়স্থ দাস 35/5'9", রায়গঞ্জ, এক্সসার্ভিসম্যান, পিতার একমাত্র পুত্র, B.Sc, ঠিকাদার + প্রাইভেট টিউটর পাত্রের জন্য সুশ্রী ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7001660382 (M-112618)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885.

পাত্র-পাত্রীর আরও শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন ৪-এর পাতায়

আমার উত্তরবঙ্গ

CBC 19101/13/0027/2425
সতর্ক থাকুন
বিনিয়োগ প্রতারণা থেকে
আপনার টাকাকে দ্রুততার সঙ্গে দ্বিগুণ করার চেষ্টায়
বিভিন্ন যাচাইবিহীন অ্যাপ/ ওয়েবসাইট যা সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন গ্রুপ/ বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া যায় তা বিপদের দিকে পরিচালনা করতে পারে।
বিনিয়োগ করুন বিবেচনার সঙ্গে
এসইবিআই নিবন্ধিত অ্যাপগুলির মাধ্যমে
গৃহ মন্ত্রালয় MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Indian Cyber Crime Coordination Centre
চিন্তা করা বন্ধ করুন, সত্বর ব্যবস্থা নিন
অভিযোগ দায়ের করুন
www.cybercrime.gov.in অথবা কল করুন ১৯৩০ তে
অগ্রিম সংকেতের জন্য 'সাইবার দোস্ত' অনুসরণ করুন।

দার্জিলিংয়ে প্রথমবার সুইডিশ রক ব্যান্ড

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : দার্জিলিংয়ে প্রথমবার 'দ্য ফাইনাল কাউন্টডাউন' গানে ঝড় তুলতে সুইডিশ রক ব্যান্ড 'ইউরোপ' আসছে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সামনে রেখে পাহাড়ের বুকে এই ব্যান্ডকে দার্জিলিং মেলো টি ফেস্ট-এ দেখা যাবে। জনপ্রিয় এই রক ব্যান্ডের গান শুনতে ইতিমধ্যে ফ্যানেরা কাউন্টডাউন শুরু করেছেন। সুইডিশ রক ব্যান্ড পাহাড়ে গান করতে এলে এখানের ফোক গানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। ফলে সংস্কৃতি আদানপ্রদানে পর্যটনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে পর্যটন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

পর্যটন বিশেষজ্ঞ তথা অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের (অ্যাক্ট) কনভেনর রাজ বসু বলেন, 'যে কোনও জায়গায় সংস্কৃতির উপর পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন অনেকটা নির্ভর করে। সুইডিশ ব্যান্ড দার্জিলিংয়ে প্রথমবার কনসার্ট করতে আসছে। এটা পর্যটনের জন্য ভালো দিক। কারণ ইংলিশ রক মিউজিকের প্রতি নতুন প্রজন্মের বড় অংশের আগ্রহ রয়েছে। দার্জিলিংয়ে এই ফেস্টিভালে রক ব্যান্ডের কনসার্ট রয়েছে জেনে বাইরে থেকে অনেকে দেখতে আসবে। পাশাপাশি সুইডিশ ব্যান্ডের শিল্পীরা দার্জিলিংয়ের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।'

বিশ্ববাসীর কাছে পাহাড়ের পর্যটনশিল্পকে তুলে ধরতে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। যেখানে পাহাড়ের সংস্কৃতি, হস্তশিল্প, খাবার ও পোশাক সবকিছু তুলে ধরা হবে। দ্বিতীয়বর্ষের দার্জিলিং মেলো টি ফেস্ট-এ খাবার, ট্রেকিং, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, পোশাক ও হস্তশিল্পের বিভিন্ন সম্ভার আছে। এই ফেস্টিভালে অংশগ্রহণ করতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অংশগ্রহণকারীরা এসেছেন। এছাড়া বিশ্বখ্যাত 'ইউরোপ' ব্যান্ডের অনুষ্ঠান থাকছে। সংগীতচর্চায় যে পাহাড়ের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে তা বিভিন্ন সময় বোঝা গিয়েছে।

চলতি বছর মে মাসে দার্জিলিংয়ের জনপ্রিয় নেপালি রক ব্যান্ড 'মন্ত্র' আমেরিকার ১০টি শহরের কনসার্টে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। সম্প্রতি রোহিণীতে আয়োজিত 'পাইন ট্রি ফেস্টিভাল'-এ দেশের বিভিন্ন জায়গার সংগীতশিল্পীরা রক গানে ঝড় তুলেছেন। বিশেষত পাহাড়ে ইংলিশ রক ব্যান্ডের ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে।

ডিসেম্বরের ১৮-২২ এই পাঁচদিন দার্জিলিং মেলো টি ফেস্ট-এ বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান চলবে। ১৯ নভেম্বর চৌরাস্তাতে রাত আটটায় 'ইউরোপ' ব্যান্ডের কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে। সুইডিশ এই ব্যান্ডের কনসার্ট নিয়ে পাহাড়ের 'মন্ত্র' ব্যান্ডের গিটারবাদক প্রজ্ঞা লামার বক্তব্য, 'পাহাড়ের রক ব্যান্ডের গান শোনার আগ্রহ নতুন প্রজন্মের অনেকে রয়েছে। দার্জিলিংয়ের মাটিতে এবার সুইডিশ ব্যান্ডের গান শোনার সুযোগ হবে। পাশাপাশি এই ফেস্টিভালে আমাদের কনসার্টও হবে। পাহাড়ি ফোক ও সুইডিশ সুরে এই ফেস্টিভাল অন্য মাত্রা আনবে বলে আমরা আশাবাদী।'

> সুইডিশ ব্যান্ড দার্জিলিংয়ে প্রথমবার কনসার্ট করতে আসছে। এটা পর্যটনের জন্য ভালো দিক। কারণ ইংলিশ রক মিউজিকের প্রতি নতুন প্রজন্মের বড় অংশের আগ্রহ রয়েছে। বাইরে থেকে অনেকে দেখতে আসবে। পাশাপাশি সুইডিশ ব্যান্ডের শিল্পীরা দার্জিলিংয়ের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।
>
> **রাজ বসু** কনভেনর
> অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম

সুইডিশ ব্যান্ডের কনসার্ট পাহাড়ে হবে জেনে ইতিমধ্যে অনেকে দার্জিলিংয়ের আসার জন্য হোটেল বুকিং করেছেন বলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজকরা জানিয়েছেন। আয়োজকদের তরফে বিশান গুরুং জানান, ফেস্টিভালের মূল আকর্ষণ ইউরোপ ব্যান্ড। এই অনুষ্ঠান নিয়ে অ্যাক্টের পাশাপাশি দার্জিলিং পুলিশের তরফে প্রচার করা হচ্ছে।

ডিসেম্বর মাসে পাহাড়ে বড়দিন উদযাপনের পাশাপাশি মেলো টি ফেস্ট-ও পর্যটকদের ঘুরতে আসার কারণ হয়ে উঠেছে। এধরনের অনুষ্ঠান যে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আরও বেশি আকর্ষণ করবে তা নিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ীরা নিশ্চিত। ইতিমধ্যে জোরকদমে এই অনুষ্ঠানের প্রচার শুরু হয়েছে।

শীতে যাত্রী সুরক্ষায় পদক্ষেপ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৩ নভেম্বর : শীতে কুয়াশায় ট্রেনের নিরাপদ যাতায়াত এবং যাত্রীদের সুরক্ষিত রাখতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। ট্র্যাকের দৃশ্যমানতা ও সুরক্ষা, ওএইচই (ওভারহেড সরঞ্জাম), টিআরএস (ট্র্যাকশন রোলিং স্টক) ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে ধারাবাহিকভাবে তাঁরা পর্যবেক্ষণে রাখছেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'শীতে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ট্রেন যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা দিতে ও তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অত্যাধুনিক বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

অল্প তাপমাত্রায় রেল ও ওয়েল্ড বিফলতা প্রতিরোধ করতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে প্রয়োজন অনুযায়ী লং ওয়েল্ডেড রেলের (এলডব্লিউআর) ও কন্টিনিউয়াসলি ওয়েল্ডেড রেল (সিডব্লিউআর) ডি স্ট্রেসিংয়ের পাশাপাশি রেল জয়েন্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও লুব্রিকেশন করা হচ্ছে। আরএফ/ডব্লিউএফ রেল ফেইলার/ওয়েল্ড ফেইলারপ্রবণ স্থানগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। গাইডলাইন অনুযায়ী জিপিএস সক্রিয় নিরীক্ষণ সহ শীতকালীন পেট্রলিং মজবুত করা হয়েছে।

উদ্যোগ

- ট্র্যাকের দৃশ্যমানতা ও সুরক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে তাঁরা পর্যবেক্ষণে রাখছেন
- অল্প তাপমাত্রায় রেল ও ওয়েল্ড বিফলতা প্রতিরোধে লং ওয়েল্ডেড রেলের ও কন্টিনিউয়াসলি ওয়েল্ডেড রেল ডি স্ট্রেসিং করা হবে।
- রেল জয়েন্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও লুব্রিকেশন করা হচ্ছে

এছাড়া শীতকালে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তাপমাত্রা তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ ও রেকর্ড করা হচ্ছে। কুয়াশার সমস্যা সামলানোর জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ট্রেনচালকদের রিয়েল টাইম ন্যাভিগেশন সহ অ্যাডভান্সড ফগ পাস ডিভাইস স্থাপন করেছে। ট্রেন রুফ, আন্ডার গিয়ার উপকরণ, লোকোমোটিভ এবং রোলিং স্টকের সুরক্ষামূলক পরিদর্শন উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। যাতে ত্রুটিগুলি আগে শনাক্ত করে বিপদ কমানো যায়।

সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করতে আলট্রাসনিক ফ্ল ডিটেকশন ও আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে বাধাহীন যোগাযোগ এবং পরিচালনমূলক নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সিগন্যালিং সিস্টেমগুলি আপগ্রেড করা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে যাতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা সম্ভব হয় সে কারণে ফ্রন্টলাইন কর্মচারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিয়মিত মকড্রিলের মাধ্যমে জরুরিকালীন প্রস্তুতি শক্তিশালী করা হয়েছে। সবমিলিয়ে কঠোর সুরক্ষা প্রোটোকলের সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শীতকালে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়াতেও যাত্রীদের সুরক্ষা ও উন্নত পরিষেবা দেওয়াকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতির কাজ চলছে। শনিবার।

ডিসেম্বরেই গুঁড়ো চায়ের ই-নিলাম

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের একমাত্র শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে গুঁড়ো চায়ের (ডাস্ট টি) আলাদা ই-নিলাম ব্যবস্থা শুরু হবে। ইতিমধ্যে টি বোর্ডের তরফে এব্যাপারে সবুজ সংকেত মেলার পর প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত কাজ শেষের পথে। এর ফলে নিলাম ব্যবস্থা আরও চাঙ্গা হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে। শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনশাল বলেন, 'এতদিন গুঁড়ো ও সাধারণ চা একসঙ্গে নিলাম হত। ফলে একেকটি নিলাম প্রক্রিয়া শেষ হতে প্রায় তিনদিন সময় লেগে যেত। সেটা এখন কমে দু'দিনে দাঁড়াবে বলে ধারণা।'

নিলামকেন্দ্র সূত্রে খবর, ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের ৫০তম নিলাম থেকে নয়া ব্যবস্থা কার্যকরী হয়ে যাবে। এরপর থেকে সারাবছর দু'ধরনের নিলাম আলাদাভাবে চলবে। শিলিগুড়িতে প্রতি বুধবার করে নিলাম হয়। সেখানে অনলাইন নিলামের যে ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে তা ইংলিশ মডেল নামে পরিচিত। গুঁড়ো চায়ের নিলামও ওই মডেলেই হবে। এজন্য অনলাইনে তথ্য আপলোড সহ আনুষঙ্গিক অন্য কাজ সম্পূর্ণ করতে শনি ও রবিবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সার্ভার ও অ্যাপ বন্ধ থাকবে।

শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রের মাধ্যমে মূলত সিটিসি চা বিক্রি হয়। এর বাইরে অল্প অর্থডক্স ও গ্রিন টি-ও নিলামে ওঠে। ডুয়ার্স, তরাইয়ের সবক'টি বড় বাগানের পাশাপাশি বটলিফ ফ্যাক্টরি তাদের উৎপাদিত চা বিক্রির জন্য ওই নিলামকেন্দ্রে পাঠায়। ডুয়ার্স, তরাই মিলিয়ে বড় বাগানের সংখ্যা প্রায় ২০০ ও বটলিফ ফ্যাক্টরিও ২০০-র কিছু বেশি। বছরে সেখানে মোট নিলামে ১৪০-১৫০ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা ওঠে।

> এতদিন গুঁড়ো ও সাধারণ চা একসঙ্গে নিলাম হত। ফলে একেকটি নিলাম প্রক্রিয়া শেষ হতে প্রায় তিনদিন সময় লেগে যেত। সেটা এখন কমে দু'দিনে দাঁড়াবে বলে ধারণা।
>
> **মহেন্দ্র বনশাল** চেয়ারম্যান
> শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র

সূর্য ঢাকল মেঘের আড়ালে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : সকালের মিঠে রোদের পর বেলা বাড়তেই চড়া রোদ। গত কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ায় এটা হয়ে উঠেছিল দস্তুর। 'আর কবে শীত', প্রশ্ন ছিল রায়গঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ির। শনিবার সকালে চোখ মেলার পর ধারণা প্রায় একই ছিল। তবে বেলা গড়াতেই সূর্য ঢাকা পড়ে যায় মেঘের আড়ালে। বইতে শুরু করে হালকা হাওয়া। তাপমাত্রা কমতে বেশি সময় লাগেনি। এরমধ্যে কোথাও কোথাও দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়েছে শরীরে। তারপর থেকে অপেক্ষা শেষের আশায় উচ্ছ্বাস শীতপ্রেমীদের।

আবহবিদদের ব্যাখ্যায়, 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ভোলবদল ঘটেছে আবহাওয়ায়। আগামী তিনদিন এমন পরিস্থিতি থাকবে।' আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'ঝঞ্ঝার প্রভাবে পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বৃষ্টিপাত হতে পারে ডুয়ার্সের একাংশে। তেমনটা হলে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমবে।'

সান্দাকফুতে তুষারপাতের পরেও সমতল শিলিগুড়ির আবহাওয়ার তেমন বদল ঘটেনি। যা নিয়ে বৃহস্পতিবার অনেকের গলায় আক্ষেপের সুর ছিল। শনিবার দ্বিতীয় দফায় ছাঙ্গু এবং নাথু লা সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তুষারপাতের পর পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে গিয়েছে সমতলের আবহাওয়া। সকালের রোদ উধাও হতেই এদিন দুপুরে তুষারকণা আছড়ে পড়ে নাথু লা, ছাঙ্গুতে। আবহাওয়ার যা পরিস্থিতি, তাতে সান্দাকফুতে তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এদিন দার্জিলিংয়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল মাত্র ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গ্যাংটকে ১৩.৩। বিকেলের পর দার্জিলিংয়ের ম্যাল কিংবা চৌরাস্তায় তেমন লোকজন দেখা যায়নি। যে পর্যটকরা এখন দার্জিলিংয়ে রয়েছেন, তাঁরা খোঁজ নিচ্ছেন সান্দাকফু বা ফালুটে তুষারপাতের সম্ভাবনা কতটা। ছাঙ্গুর তুষাপাতের খবরে সিকিমে পর্যটকদের আনাগোনা বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

সমতলেও পারদে পতন দেখা গিয়েছে এদিন। মালদার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কোচবিহারের সর্বোচ্চ ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শিলিগুড়ির ২৭.৪। ঝঞ্ঝাটি শক্তিশালী হওয়ায় কারণে এমন পরিস্থিতি, বলছেন আবহবিদরা। যথারীতি রাতের তথা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চড়চড় করে কমেছে।

আগামী তিনদিন এমন পরিস্থিতি বজায় থাকার সম্ভাবনায় তাপমাত্রা আরও কিছুটা হ্রাস পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এরমধ্যে যদি এক পশলা বৃষ্টি হয়, তবে শীতের আমেজ আরও জমজমাট হতে পারে। গত কয়েকদিন ধরে যাঁরা শীতের খোঁজ করছিলেন, তাঁদের মুখে এদিন দুপুরে চওড়া হাসি।

পড়ন্ত বিকেলে। *শনিবার জলঢাকা নদীর তপসিতলা-গিলাডাঙ্গা ঘাটে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।*

দানার ঝাপটায় নৌকাডুবিতে এখনও নিখোঁজ তিন

স্বামী-ছেলের ফেরার অপেক্ষা

বৈষ্ণবনগর, ২৩ নভেম্বর : এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও দানা ঝড়ের প্রকোপে নৌকাডুবিতে নিখোঁজদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। একদিন তারা ফিরবে, এই আশায় এখনও স্বপ্নের জাল বুনছে তাঁদের পরিবার। সরকারিভাবে উদ্ধার কাজ বা খোঁজখবর নেওয়া আগেই বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এতদিন পরও কেউ উদ্ধার না হওয়ায় হতাশ নিখোঁজদের পরিবার পরিজনরা। যদিও তাঁরা এখনও আশায় রয়েছেন। নিখোঁজদের জন্য তাঁরা ১২ বছর ধরে অপেক্ষা করবেন। জানাচ্ছেন তারা চৌধুরী ও অঞ্জলি সরকার। তাঁদের বক্তব্য, উদ্ধার কাজ আরও কিছুদিন চালালে ভালো হত। যদিও প্রশাসনের তরফে গঙ্গা-পদ্মা নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষদের বলা হয়েছে, নিখোঁজদের কোনও খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা প্রশাসনকে যেন জানানো হয়।

গঙ্গা এখন স্বাভাবিক ছন্দে বইছে। ওপাশে বাংলাদেশ। দানার প্রকোপে গঙ্গায় হারিয়ে যাওয়া তিনজন বাংলাদেশে গিয়ে থাকতে পারেন বলে ব্লক প্রশাসন ও স্থানীয়রা আশঙ্কা করছেন। গঙ্গার উপর নির্ভর করে এলাকার মানুষদের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়। হাজার হাজার নৌকা চলছে নদীবক্ষে। গত ২৩ অক্টোবর আচমকা ঝড় উঠলে গঙ্গায় নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। নিখোঁজরা হলেন দেবব্রত সরকার, তাঁর ছেলে দীপ সরকার ও সুরজ চৌধুরী। ওই নৌকার আরও দুই সওয়ারি নারদ চৌধুরী আর দুখু মণ্ডল নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। নারদের ছেলে সুরজ। বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওনাপুর -শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি তাদের। বিকেলের দিকে আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। তখনও পাঁচজন নৌকায় চেপে মাছ ধরছিলেন।

নিখোঁজ সুরজ চৌধুরীর এক আত্মীয় তথা প্রাক্তন প্রধান তপন চৌধুরী শনিবার জানান, 'আমরা এখনও অপেক্ষায় রয়েছি। কয়েক বছর আগেও নৌকাডুবির ঘটনায় দু'জন নিখোঁজ হয়েছিলেন। এখনও তারা নিখোঁজ। তবুও আমরা অপেক্ষায় রয়েছি।'

নিখোঁজ দেবব্রত সরকারের স্ত্রী ও দীপ সরকারের মা অঞ্জলি সরকার জানান, 'ছেলে-স্বামীকে যে এভাবে হারাতে হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না। আমাদের একমাত্র ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বামী নিজেও হারিয়ে গেল। এখন আমার না স্বামী আছে, না ছেলে। কোনওমতে দিন যাচ্ছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন অমৃতসর-এর এক বাসিন্দা

পাঞ্জাব, অমৃতসর - এর একজন বাসিন্দা রাজীব কুমার - কে 17.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 72D 26185 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "স্বপ্ন দেখা সবার জন্য খুবই সাধারণ ব্যপার যেখানে আমরা সবাই কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমাদের জীবনকে পরিচালনা করার জন্য ধনী হতে চাই। ডিয়ার লটারি স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে কোটিপতি হওয়ার আশ্চর্যজনক একটি পদ্ধতি প্রদান করে। এমন একটি অনন্য সুযোগ প্রদান করার জন্য আমি ডিয়ার লটারির সত্যিই প্রশংসা করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্বনির্ভরতার পাঠ ফালাকাটার তমালিকার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৩ নভেম্বর : নিজে কিছু করার তাগিদে শিলিগুড়িতে গিয়ে মেহেন্দি পরানো শিখেছিলেন। তবে মেহেন্দি যে তাঁর জীবনের রং পালটে দেবে তা ফালাকাটা মশল্লাপট্টির বাসিন্দা তমালিকা তালুকদার এখন বুঝতে পারছেন। তমালিকা এখন একজন প্রফেশনাল মেহেন্দি আর্টিস্ট। তাঁর হাত ধরে শতাধিক তরুণী স্বনির্ভর। ফালাকাটা ছাড়া কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মাথাভাঙ্গা ও অসম থেকে অনেকে তমালিকার কাছে মেহেন্দি পরানো শিখতে আসছেন। তমালিকার কথায়, 'ভূগোল বিষয়ে এমএ, বিএড করেছি। কিন্তু এসএসসি হচ্ছে কই। তাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে প্রফেশনাল মেহেন্দি আর্ট শিখি। এখন বেশ কয়েক বছর ধরে মেহেন্দি পরানো শেখাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমার থেকে ১০০ জনের বেশি তরুণী মেহেন্দি শিখে তাঁরাও স্বনির্ভর।'

ফালাকাটা পুর শহরের মশল্লাপট্টির বাড়িতে তমালিকার বেড়ে ওঠা। ছোট থেকে তিনি মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। তাই ভূগোল বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও বিএড করার পর চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু তাঁর বিএড পাশের পর থেকে এখনও পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নিজে কিছু করার তাগিতে তিনি শিলিগুড়িতে প্রফেশনাল মেহেন্দি আর্ট শিখতে যান। সেখানে বেশ কয়েকদিন কাজ শিখে বাড়িতে এসে অনুশীলন শুরু করেন। প্রথমে প্রতিবেশী মহিলাদের হাতে মেহেন্দি পরানো শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি পেশাদার হিসাবে কাজে নেমে পড়েন। তাঁর কাছে মেহেন্দি পরানো শিখে এখন অনেকে স্বনির্ভর। এমনকি তাঁরাও অন্যদের স্বনির্ভর হওয়ার পাঠ দিচ্ছেন। তাঁদেরই একজন জলপাইগুড়ির জিলি পাল। তিনি বলেন, 'আজকাল একেবারে কম ইনভেস্টে ভালো আয় করার অন্যতম উপায় প্রফেশনাল মেহেন্দি আর্ট। আমি তমালিকা তালুকদারের থেকে শিখে নিজে শেখাচ্ছি। যা আয় হচ্ছে তাতে আমাদের সংসার চলে যাবে।' মাথাভাঙ্গার পূজা দত্ত জানান, বিয়ের সময় মেহেন্দি পরানোর চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে। তমালিকা ম্যাম একেবারে নিখুঁতভাবে কাজ শিখিয়েছেন। এখন নিজে শেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে মেহেন্দি পরাচ্ছি।

বাড়িতে মেহেন্দি পরানোর ক্লাস নিচ্ছেন তমালিকা তালুকদার।

তমালিকার কাছে বিভিন্ন ধরনের মেহেন্দি পরানো শেখার সুযোগ আছে। এর মধ্যে বেসিক টু ব্রাইডাল ১১ দিন, অ্যাডভান্স ১৩ দিনের ও পোট্রেট ১৫ দিনের কোর্স করা যায়। ক্লাস করার জন্য তমালিকার কাছে গুজরাট, আহমেদাবাদ থেকে মেহেন্দি আসে। এছাড়া অনলাইনে অর্ডার করে তিনি মেহেন্দি নিয়ে আসেন। এখন অফলাইন ক্লাসের পাশাপাশি অনলাইন ক্লাসের চাহিদা আছে। বিয়ের মরশুম চলছে। সেখানে তমালিকার পাশাপাশি তাঁর ছাত্রীদের মেহেন্দির যে কদর হবে তা বলাই যায়।

পাকা ঘর থাকলেও ২৭৬ বাগানে আবাস

রাজ্য সরকার চেষ্টা আবাস যোজনায় চা শ্রমিকদের নামের তালিকা বানিয়ে সুষ্ঠুভাবে তাঁদের জন্য ঘর তৈরি করা। তবে সুপার চেকিংয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ের স্ক্রুটিনিতে ধরা পড়ছে শ্রমিকদের ঘরে অনুপস্থিতি, তালাবন্ধ ঘর ইত্যাদি। এই সব সমস্যায় যোজনার তালিকায় নাম চূড়ান্ত করা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। সমস্যা মিটবে কি?

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : পাকা শ্রমিক কোয়ার্টার থাকা সত্ত্বেও বাংলা আবাস যোজনায় পাকা বাড়ি পাচ্ছেন পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের সাড়ে তিন লক্ষাধিক চা শ্রমিক। কারণ প্রশাসন থেকেই তাঁদের বাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, আবাস যোজনার সুপার চেকিং-এ তালিকায় নাম থাকা অনেক চা শ্রমিককেই তাঁদের বাড়িতে গিয়ে না পাওয়ায় চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে জেলা প্রশাসনকে। অন্যদিকে, চা সুন্দরী প্রকল্পে যে সমস্ত চা শ্রমিকের নামে পাকা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের আবাস প্রকল্পে বাড়ি দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে জেলা প্রশাসন সংশয়ে রয়েছে।

উত্তরবঙ্গজুড়ে বাংলা আবাস যোজনায় এখন সুপার চেকিং-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের স্ক্রুটিনি চলছে জেলা স্তরে। কিন্তু বিভিন্ন চা বাগান থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সমীক্ষকরা একাধিকবার গিয়ে তালিকায় নাম থাকা উপভোক্তাকে তাঁর কাঁচা বাড়িতে পাচ্ছেন না। বাড়ি তালাবন্ধ থাকায় সেই নামকে চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না। এমনকি উপভোক্তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন কাউকেও সেই বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সমীক্ষকরা জানতে পারছেন, সেই উপভোক্তা বাইরে কাজে গিয়েছেন। এই রিপোর্ট সুপার চেকিং-এর পর জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছেন সমীক্ষকরা। চলতি মাসেই ২৭ কিংবা ২৮ তারিখ ব্লকে ব্লকে উপভোক্তাদের নামের তালিকা টাঙিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা। তার আগে জলপাইগুড়ি জেলার বন্ধ থাকা সেই ঘরগুলির বেশিরভাগ উপভোক্তাকে না পাওয়া গেলে চূড়ান্ত তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এদিকে, পাকা বাড়ি থাকলে আবাস যোজনায় ঘর মিলবে না, এই শর্ত থাকা সত্ত্বেও দার্জিলিংয়ের ৪৬টি, কার্সিয়াংয়ের ২৯টি, কালিম্পংয়ের ৬টি, আলিপুরদুয়ারের ৬১টি, জলপাইগুড়ি জেলার মাল মহকুমায় ৫৬টি এবং জলপাইগুড়ি সদর মহকুমায় ৩৩টি চা বাগান মিলিয়ে মোট ২৭৬টি চা বাগানের শ্রমিকরা যাঁরা শ্রমিক কোয়ার্টারে বাস করেন, তাঁরা আবাস প্রকল্পে পাকা বাড়ি পাচ্ছেন।

এব্যাপারে, জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'চা বাগানের জমি বাগান মালিকের নামে লিজে নেওয়া আছে। সেই জমিতে পাকা কোয়ার্টারে শ্রমিকরা থাকলেও সেই কোয়ার্টারের মালিক শ্রমিকরা নন। তাই শ্রমিকরা আবাস যোজনার আওতায় এসেছেন। আমরা চলতি মাসেই আবাসের উপভোক্তাদের তালিকা ব্লক অফিসে টাঙিয়ে দেব। কারও অভিযোগ থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে জানাবেন। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। তারপর উপভোক্তারা ডিসেম্বর থেকে ঘর তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা পাবেন।'

অন্যদিকে, জেলার মানাবাড়ি চা বাগানে শতাধিক চা শ্রমিককে চা সুন্দরী প্রকল্পে পাকা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই। যদিও শ্রমিকরা কেউ যাননি সেই বাড়িতে। অথচ সেই শ্রমিকরা চাইছেন, তাঁদের বর্তমান শ্রমিক কোয়ার্টারের জমিতেই আবাস যোজনার পাকা বাড়ি করে দেওয়া হোক। আবাস প্রকল্পে পাকা বাড়ি থাকলে তাকে ঘর দেওয়া যাবে না, এই শর্তে এখন কী কর্তব্য, তা নিয়ে প্রশাসন সংশয়ে রয়েছে। এব্যাপারে জেলা প্রশাসন রাজ্যের কাছে পরামর্শ চাইছে বলে খবর।

জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা এলাকায় সুপার চেকিংয়ে সদর মহকুমা শাসক।

সমস্যা যেখানে

- সমীক্ষকরা উপভোক্তাকে তাঁর কাঁচা বাড়িতে পাচ্ছেন না
- বাড়ি তালাবন্ধ থাকায় সেই নামকে চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না
- সমীক্ষকরা জানতে পারছেন, সেই উপভোক্তা বাইরে কাজে গিয়েছেন
- এই সমস্ত উপভোক্তার চূড়ান্ত তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল
- যাঁরা চা সুন্দরী প্রকল্পে পাকা বাড়ি পেয়েছেন, তাঁরা আবাস যোজনায় ঘর পাবেন কি না, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে

কেরিয়ার কাউন্সেলিং

মানিকগঞ্জ, ২৩ নভেম্বর : কাঁটাতারের ওই প্রান্তে ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাসকারী পিছিয়ে পড়া তরুণদের চাকরিমুখী করতে উদ্যোগ নিল বিএসএফ। তারই অঙ্গ হিসেবে শনিবার কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে এই তরুণদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দক্ষ ফ্যাকাল্টি দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এদিন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেরা খেকিডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সেই কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন করা হয়। ৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের চাবগা বিওপির উদ্যোগে এমন উদ্যোগে খুশি সীমান্ত এলাকার পিছিয়ে পড়া তরুণরা।

৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের বড়বরি আউট পোস্ট চাবগা এলাকায় বেড়ার ভেতরে সিপাইপাড়া, খেদিডাঙা, খুদিপাড়া, অনন্তপাড়া, বাঙালপাড়া ও হিন্দুপাড়া নামে ৬টি গ্রাম রয়েছে। এই এলাকার মানুষের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। এই ছয়টি গ্রামে প্রায় ৯০০ মানুষের বসবাস। কিন্তু এখন পর্যন্ত এইসব গ্রামের মাত্র ১ জন সরকারি চাকরি পেয়েছেন। কমান্ডান্ট সঞ্জয়কুমার সিং এদিনের কর্মসূচি পরিচালনা করেন। বিএসএফের ৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের সহকারী কমান্ডান্ট মনোজ কুমার বলেন, 'সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হয়ে রাত ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত কর্মসূচি চলে। সেখানে ওইসব গ্রামের ৪০ জন তরুণের পাশাপাশি বিশিষ্ট প্রবীণরাও উপস্থিত ছিলেন।'

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
ADMISSION TO POSTGRADUATE DIPLOMA COURSE IN TEA MANAGEMENT
Applications are invited from candidates having Bachelor's Degree in any discipline, obtained under 10+2+3 system for admission one year Postgraduate Diploma in Tea Management (PGDTM) Course. For details visit University's Website www.nbu.ac.in
Advt. No. 72/R-2024 Dated : 24.11.2024
Registrar (Addl. Charge)

Tender Notice

e-NIT No:03/WBSRDA/DD/2024-25 (1st Call) of the Executive Engineer, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division Vide Memo No. : 1359/WBSRDA/DD, Date : 20.11.2024

(E-Procurement)

Details of e-NIT No:01/WBSRDA/DD/2024-25 (1st Call) of the Executive Engineer, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division, Dated: 20.11.2024 may be seen in the office of the undersigned between 11.00hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website http://wbtenders.gov.in (under the following organization chain- 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT//WBSRD//DAKSHIN DINAJPUR DIVISION') on 21.11.2024 at 12.00 hrs.

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

আজ টিভিতে

গুড মর্নিং আকাশে গান শোনাবেন তন্ময় রায় অ্যান্ড ফ্রেন্ডস। সকাল ৭ আকাশ আট

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.৪৫ শুধু তোমারই জন্য, সন্ধ্যা ৭.৫৫ কি করে তোকে বলবো, ১১.০০ ফাটাফাটি

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মায়ের আশীর্বাদ, বিকেল ৩.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, সন্ধ্যা ৬.০০ বাবা তারকনাথ, রাত ৮.৫০ বন্দী, রাত ১২.০০ এফআইআর নম্বর ৩৩৯/০৭/০৬

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বন্ধু, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ গ্যাঁড়াকল, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মায়ের আঁচল

ভিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাঘ বন্দী খেলা, সন্ধ্যা ৭.৩০ প্রতিদান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জ্যোতি

অমর প্রেম রাত ৯ জি বাংলা সিনেমা

রক্ষা বন্ধন দুপুর ১.৫৩ অ্যান্ড পিকচার্স

মালামাল উইকলি রাত ১০.৪৯ জি বলিউড

টেলিভিশনে প্রথমবার সেন্টিমেন্টাল দুপুর ২.৩০ স্টার জলসা

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন ব্যবসার জন্যে টাকা জোগাড় করতে বেশ পরিশ্রম করতে হবে। মেয়ের চাকরি পাওয়ার খবরে স্বস্তি পাবেন। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অহেতুক অপমানিত হতে পারেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি পাবেন। কোমর ও হাঁটুর যন্ত্রণা ভোগাবে। রাস্তায় খুব সতর্ক হয়ে চলুন।

বৃষ : এ সপ্তাহে নতুন এক ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। চালু ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত চাইতে যাবেন না। নিজের ভুলেই কোনও পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। জমি ও বাড়ি কেনার জন্যে খুব বেশি তাড়োজোড় করার প্রয়োজন নেই। চোখের অসুখে সমস্যা। প্রেমে শুভ।

মিথুন : অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করায় সমস্যা হতে পারে। হারানো সম্পর্ক ফিরে পাওয়ায় স্বস্তি। জমি, বাড়ি, কোনাবেচার জন্য তাড়াতাড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে কিন্তু ভুল করবেন। সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

কর্কট : এ সপ্তাহে ব্যবসার জন্য নতুন পরিকল্পনা করতে হবে। দূরের প্রিয়জনের সহায়তা পেয়ে খুশি হবেন। সপ্তাহের শেষদিকে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সংসারের ছোট সদস্যটির শরীর নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতে পারে।

সিংহ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মানিয়ে চলুন। কর্মসূত্রে দূরে যেতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। নতুন ব্যবসা নিয়ে বেশ সমস্যা হতে পারে। ছেলের চাকরির সংবাদে আনন্দ। নতুন সম্পর্ক নিয়ে সমস্যায়। পেটের অসুখে সমস্যা।

কন্যা : ব্যবসার জন্যে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ায় স্বস্তি পাবেন। মেয়ের বিবাহ ঠিক হওয়ায় আনন্দ। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। এ সপ্তাহটি অধ্যাপক ও সংগীতশিল্পীর জন্য শুভ। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করবেন। দূরের কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসায় উন্নতি।

তুলা : আপনার সন্দেহবাতিক কারণে দাম্পত্যে অশান্তি থাকবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে এখন বাড়তি বিনিয়োগ না করলেই ভালো। কাউকে অযথা উপদেশ দিতে যাবে না। যানবাহন কেনার আগে বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। ঘাড়ের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে।

বৃশ্চিক : ব্যবসার জন্য ঋণ করতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে সামান্য উদ্বেগ। নতুন জমি কিনতে গেলে অবশ্যই অভিজ্ঞ প্রিয়জনের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় হবে।

ধনু : প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সহায়তায় পারিবারিক ঝামেলা মিটবে। শরীরের দিকে লক্ষ দিন। কোনও হিংস্র জন্তুর কামড়ে অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা। জমি কিনতে যাওয়ায় বাধা আসতে পারে। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা কাটবে।

মকর : দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি না হওয়ায় হতাশা। পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। ক্রীড়া ও রাজনীতিকরা এ সপ্তাহে নতুন সুযোগ আসা করতে পারেন। আগুন ও বিদ্যুতের ব্যবহার খুব সাবধান। জমি কেনার সহজ সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

কুম্ভ : বহুজাতিক সংস্থায় চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় প্রচুর অর্থব্যয়। বেশি চাইতে গেলে সমস্যায় পড়বেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কাছ থেকে শুনে কিছু বলতে গেলে সমস্যা তৈরি হবে।

মীন : ব্যবসার কারণে ধার করতে হতে পারে। পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে বেশ লাভবান হবেন। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি। সন্দেহের বশে কাউকে কোনও কিছু বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মেয়ে চাকরি পাওয়ার সংবাদে খুশি হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। পরিচিত কেউ ঠকাতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ৩ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর ২০২৪, ৮ অঘ্রান, সংবৎ ৯ মার্গশীর্ষ বদি, ২১ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৬।১, অঃ ৪।৪৭। রবিবার, নবমী রাত্রি ১১।৫৮। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ১২।৪০। বৈধৃতিযোগ দিবা ৩।৩৪। তৈতিলকরণ দিবা ১১।১২ গতে গরকরণ রাত্রি ১১।৫৮ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১২। ৪০ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ১২।৪০ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১১।৫৮ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ১০।৪ গতে ১২।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ১।৪ গতে ২।৪৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১১।৫৮ গতে মাসশ্রাদ্ধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৮ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।৫৪ গতে ২। ৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ৯।১৯ মধ্যে ও ১২।০ গতে ১।৪৭ মধ্যে ও ২।৪১ গতে ৬।২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৬ গতে ৪।৮ মধ্যে।

পাত্র চাই

- ব্রাহ্মণ, English M.A., B.Ed, উচ্চতা= 5'4", বয়স=31 (৩১), ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, সরকারি অফিসার, অনূর্ধ্ব ৩৬ মাঙ্গলিক পাত্র কাম্য। Phone : 7001460991 (M- 112617)
- পাত্রী বসাক 25/5'2" B.Sc Pass ফর্সা পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা উচ্চপদস্থ চাকুরে পাত্র কাম্য। অভিভাবক ছাড়া যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। ফোন নম্বর - 8250756504 (M- 112550)
- কুলীন, কায়স্থ, 33, মাঙ্গলিক, 5'2" B.A, B.Ed, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী Retd. পিতার একমাত্র কন্যা মালদহ। শিক্ষিত দায়হীন অর্থনৈতিক দুর্বল, Creative বিষয়ে আগ্রহী সুপাত্র চাই। M- 9749977243 (M- 112549)
- মালদা নিবাসী দাস 33+/5'3" M.A., B.Ed ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। M- 8927944491 (M- ED)
- বারুইপুর, পাত্রী কায়স্থ, 5'2", 32 B.Sc, B.Ed ফর্সা সরকারি চাকুরি পাত্র কাম্য। M- 9475210655 (M- 112610)
- পাত্রী SC, 34, B.A, সুন্দরী, গান জানে। পাত্রীর সাথে পাত্রীর মা থাকবে। রায়গঞ্জ নিকটস্থ সুপাত্র কাম্য। শীঘ্র শুধু রেজিস্ট্রি বিয়ে। 7679365141 (M- 112618)
- EB মাহিষ্য 28 বছর, 5'1", Comp Eng, সিংহ রাশি, দেবারীগণ, B'lore-এ MNC কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য B'lore-এ কর্মরত সঃ/অসঃ পাত্র কাম্য। Mob - 8670821443 (M-112619)

পাত্র-পাত্রীর আরও বিজ্ঞাপন ২-এর পাতায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

সৌঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সিনেমা

Now showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
BOHURUPI
(Bengali)
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
Dolby Digital

TUITION

- Maths, Sc., IT., ব্যাচে/বাড়ি গিয়ে পড়ানো হয়। (CBSE/ICSE/WB)। (VI-XI) মিলনপল্লি। M : 9832034289. (C/113313)
- শিলিগুড়ি রথখোলায় Class 4 ছাত্রীর জন্য Eng. Med. Math Teacher চাই। 7586960327. (C/113548)

স্পোকেন ইংলিশ

- ইংরেজি দ্রুত শেখার/স্বচ্ছন্দে বলতে শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। ক্লাসে/ডাকযোগে। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/113450)

গোয়েন্দা

- বিয়ের আগের বা পরের যে কোনওরকম সন্দেহের তদন্ত বা প্রিয়জন বা কোনও কর্মচারীর উপর নজর রাখতে বা কোনও আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/113451)

ব্যবসা/বাণিজ্য

জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল ইয়ুথ

- সেন্টারের অধীনে কম্পিউটার/হোটেল ম্যানেজমেন্ট/বিউটিসিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইজি দিচ্ছি (প্রথম ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ)। যোগাযোগ করুন প্রসাদ-8919058186, www.jnnyc_cet.org (K)
- সৌরবিদ্যুৎ আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। Solar নিয়ে কাজ করতে এবং Vikram Solar-এর ডিলারশিপ নিতে আগ্রহী ব্যক্তি/কোম্পানি যোগাযোগ করুন। Darshan Solar- Siliguri, 8670488441/ 9434019805. (C/113539)

বিক্রয়

- শিলিগুড়ি মধ্য শান্তিনগরে 2 কাঠা 2 ছটাক জমির উপর ঘর সহ বাড়ি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ - 8250096938. (C/113456)
- আলিপুরদুয়ার মহাকালধাম ডুয়ার্স সুইটস-এর কাছে 2 BHK Flat বিক্রি আছে। Mob : 8653671165. (C/113555)

বিক্রয়

- সাহুডাঙ্গি আশ্রমের পূর্বপাশে ২ ১/২ কাঠা জমি সহ টিনের নতুন পাকা বাড়ি বিক্রয় হবে। যোঃ 9064083906. (C/113561)
- 600 sq.ft/400 sq.ft/350 sq.ft shop for sale at Hill Cart Road, Siliguri. Contact : 9609033129.
- Sale flat 2 BHK 850 SF D.B. Para 3 Min to NTS More with 02 5 star rated fitted AC, Inverter, Aquaguard, Fan, light, Moddular Kitchen, Wooden wall Cabinets with 01 AC Polo Car (2004) good condition. 3rd floor without lift spacious comfortable staircases. 9434174943/ 8637518577. (C/113314)
- সুভাষপল্লিতে ৪ কাঠা জমির উপর ৩ তলা বাড়ি বিক্রয়, (F.S. 77' ও 35') দাম : ৩ কোটি, (আলোচনা সাপেক্ষ)। M : 8509040772. (C/113532)
- পৌনে ৫ কাঠা জমি বাড়ি সহ বিক্রয় আছে আশ্রমপাড়া শিলিগুড়িতে। ফোন - 9832378848. (C/113523)
- Flat for sale 1st floor Hatimore, Siliguri. M : 9883264400. (C/113455)
- মণ্ডলঘাট, কামারপাড়া, জলপাইঃ পাকা রাস্তার পাশে 28 D জমি বিক্রয়, মূল্য ৫ লাখ। M : 8016196115/ 9800476058. (C/112892)
- 2.25 katha land with 3 Storied House for sale at South Deshbandhu Para. M - 7076462095. (C/113450)
- রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭ ১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮'/ রাস্তা ও ৮'/ রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রি হবে। (M) 9735851677. (C/113445)
- শিলিগুড়ির গোপাল মোড়ে 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয় গ্যারাজ নেই। M : 9775569909. (C/113554)
- জলপাইগুড়ি পুরাতন পাণ্ডাপাড়ায় 5 কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ - M : 8001022111. (C/112884)

বিক্রয়

- রেডি টু মুভ 2 BHK নিউ ফ্ল্যাট বিক্রয়। প্রথম ফ্লোর লিফট পার্কিং আছে। দাম শুরু ৩৩ লাখ। শাস্ত্রীনগর এরিয়াতে নেয়ার ইসকন মন্দির। No. 8343834316, 8343834315. (C/113543)
- শিলিগুড়ি, জলেশ্বরী বাজার ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিকট ২ ১/২ কাঠা, ৫ কাঠা, ৭ কাঠা খতিয়ান জমি সত্বর বিক্রয় হবে। প্রতি কাঠা ৭ লক্ষ। Ph. 9434889390. (C/113451)

ক্রয়/বিক্রয়

- বোলপুর, শান্তিনিকেতনে মনোরম পরিবেশে ছোট, বড় প্লট/বাংলোর জন্য যোগাযোগ করুন- 9038440741/ 9432525285. (C/113556)

জমি বিক্রয়

- **বড়াগাঙ্গ, খড়িবাড়ি, জেএল নং 62, দাগ নং 846, 1 একর 99 দশমিক জমি বিক্রয়। ফোন নম্বর : - 9002710978. (C/113454)**

জ্যোতিষ

- আলোড়ন... বিখ্যাত বৈদান্তিক তান্ত্রিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশারদ (প্রঃ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী) গুরুজির সান্নিধ্যে বহু ছেলে মেয়ের, গ্রহদোষ কাটিয়ে বিবাহে আবদ্ধ হইয়া সুখী সংসার করিতেছেন, অনেক অবাধ্য ছেলে মেয়ে সুষ্ঠু হয়ে, পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছেন, কেউ ব্যবসায় মনোযোগী হয়েছেন। মাঙ্গলিক এবং কালসর্প দোষ খণ্ডনের উত্তর- পূর্ব ভারতের একমাত্র বিশেষজ্ঞ। সংসারে অথবা অশান্তি, অবৈধ সম্পর্ক নিধনের জন্য আপনার একমাত্র বিশ্বস্ত স্থান। অগ্রিম যোগাযোগ- 94340-43593 শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়, গ্রিনভ্যালিতে নিজস্ব চেম্বার।
- সনাতন ও কৃষ্ণমূর্তি জ্যোতিষ শিখে সার্টিফিকেট নিয়ে প্র্যাকটিস করুন। অভিজ্ঞ ডঃ গৌতম আচার্য্য (M) 9749396806. (C/112885)

জ্যোতিষ

- কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবস্মিথ শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/- (C/113449)
- শ্রীপার্থ শাস্ত্রী, প্রহদশা সম্বন্ধীয় যে কোনও সমস্যা সমাধানে সিদ্ধহস্ত। ফোনে সম্পূর্ণ প্রতিকার জানুন। বুকিং - 8509350910. (C/113541)

আজ ও কাল জলপাইগুড়ি শ্রীদেবাচার্য্য 9434317391/9163667741

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

- রাজস্থান 21/12, 25/1/25, কেরালা, 5/2, কাশ্মীর 28/3, 17/4, অরুণাচল 16/4, দুবাই 23/2/25, হিমাচল+অমৃতসর 22/3 ও যে কোনওদিন আন্দামান। 9733373530. (K)

কোচবিহার ট্রাভেল

- ইজিপ্ট ২২/১২, ভিয়েতনাম- ৪,২৫/২, সিঙ্গাপুর- মালয়েশিয়া- ২১/৩, শ্রীলঙ্কা-১০/৩, জাপান- ২/৪, সাউথ আফ্রিকা- ১২/৬, কেনিয়া- ২৮/৭, ইউরোপ- ২৮/৯, কাশ্মীর -২২, ৩১/৩, ৯/৪। M : 7797473127. (C/113307)

ভাড়া

- 1 BHK Flat G-Floor ভাড়া দেবো- শিলিগুড়ি কলেজপাড়া, ফোন - 8250693343. (C/113451)

ভাড়া

- Gate Bazar, SBI Bank-এর নীচে G. Floor (150 ৬520) বঃ ফুট দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। 8944092699. (C/113305)
- কোচবিহার বিএস রোড (উত্তর), ১,৫০০ স্কোয়ারফিট (কমার্শিয়াল) গ্রাউন্ডফ্লোর (রাস্তার ধারে) ভাড়া দেওয়া হবে। পার্কিং আছে। ব্যাংক (এটিএম সহ), রেস্টুরেন্ট, শো-রুম অগ্রাধিকার পাবে। দূরভাষ- ৭৯০৮৭০৯০৮৭. (C/113101)
- Behind Siliguri Hospital next building of Canara Bank 1900 sq.ft. ground floor flat 19, Ashutosh Mukherjee Road, Siliguri for office rent. 9382338296. (C/113299)

কর্মখালি

- মুম্বইতে বাঙালি মিষ্টির দোকানে অনূর্ধ্ব 35 সেলসম্যান (12 পাশ) ও হেল্পার চাই। বেতন : 10-15K. থাকা, খাওয়া ফ্রি। 8169557054. (K)
- Authorized dealer TATA Motors Commercial Vehicle (North Bengal Auto Dealer LLP)-তে sales-এ কাজ করার জন্য এলাকাভিত্তিক লোক নেওয়া হচ্ছে। অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বাইক বাধ্যতামূলক। আলিপুরদুয়ার : শামুকতলা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, ফালাকাটা, দলগাঁও, কালচিনি এবং ধুপগুড়ি। কোচবিহার : তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা, হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ। ইন্টারভিউ-এর তারিখ 26-11-2024 এবং 27-11-2024. যোগাযোগ : 8240626234, 7477716001, ইমেইল : snm.debkumar@gmail.com, prakritidas.nbad@gmail.com
- প্রতিদিন পুরো বাড়ি দেখাশোনা, পরিষ্কার রাখা ও অন্যান্য কাজ পরিচালনা করার জন্য মহিলা চাই এবং হাউস কেয়ারটেকার পুরুষ চাই। পরিশ্রমী, শৃঙ্খলা, দায়িত্বশীল এবং নির্ভরযোগ্য প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন : 9434059042, 9434064212. (C/113451)
- নামী হোটেলের জন্য অফিস Cook, Helper and Manager চাই, শিলিগুড়ি। Ph : 8250363326. (C/113451)

কর্মখালি

- ব্যক্তিগত ছেলে সহায়ক চাই। উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স-২০-এর মধ্যে, সর্বসময়ের জন্য থাকতে হবে। মার্জিত, নম্র, ভদ্র, নেশাবিহীন হতে হবে, থাকা- খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে, ভালো বেতন। যোগাযোগ-9434043593, সেবক রোড, শিলিগুড়ি।
- Workshop Manager, Supervisor, Insurance Advisor, Accountant, Receptionist, Tele Caller, Front Desk, Office Boy, Senior Technician, Helper, Spare parts Representative required for Suzuki Showroom. Min. 2 yrs. work exp. Burdwan Road, Siliguri. (M) 7872377007. (C/113452)
- শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারের কাজের জন্য 50-এর উর্দ্ধে মহিলা প্রয়োজন। (10 to 6) P.M. (M) 9832492627. (C/113452)
- Required 2 computer teachers for sarada Vidyamandir, Hemtabad, Uttar Dinajpur. Candidates with B.C.A/M.C.A/Diploma in computer can walk in interview on 30/11/2024 (Saturday) at 11.00 A.M., e-mail : schoolccsp@gmail.com, Cont. 91263-36407, 9641510602, 9851769254. (C/113453)
- ইলেকট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/- যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/113456)
- Wanted Computer Teacher for Youth Computer at Bidhannagar. 9832661888. (W) (C/113457)
- Required Computer teachers for Fulbari High School, Interview : 28/11/2024 (Thursday), 1 P.M. & other Govt. aided/Private Schools in Siliguri, (Bengali/Hindi mid), Interview : 02/12/2024 (Monday), 11 A.M. & Islampur, Alipurduar, Barobisha. Eligibility : Diploma/Degree in Computer. Email : schoolccsp@gmail.com, Cont. 91263-36407, 9641510602, 9851769254. (C/113453)

কর্মখালি

- ওষুধের দোকানের জন্য প্রকৃত কাজ জানা লোক চাই। শিলিগুড়ি। Ph : 7908307159. (C/113452)
- কম্পিউটার জানা ক্যাশিয়ার, বয়স 30-50, (বেতন 15 হাজার+) চাই। মাল্টিলেভেল জুয়েলার্স অ্যান্ড কোং, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/113453)
- Required 2 Computer Teachers for Sarada Sishu Tirtha, Rupahar, Raiganj. Candidates with B.C.A/M.C.A/Diploma in computer can walk in interview on 29/11/2024 (Friday) at 2.00 P.M. e-mail : schoolccsp@gmail.com, Cont. 91263-36407, 9641510602, 9851769254. (C/113453)

TEACHER WANTED

- Little Kids English Medium School ICSE Curriculum South Ambedkar Colony, Siliguri, Darjeeling, Ward No.-1 Requirement for Teacher Post Graduate & H.S. Pass C.V. Compulsory. Interview : 25.11.24, 2 P.M. Contact : 8101073109/ 7364091307. (C/113455)

TEACHERS REQUIRED

- A renowned school in Malda requires experienced educators for the following positions- Librarian, Chemistry, Economics, Accountancy and Business Studies & also for Primary & pre-primary section. Mail your CV within seven days. Email address: recruitment@umschools.edu.in. (M/ED)

কর্মখালি

COMPUTER TEACHER

- Required 2 Computer teachers for Sri Sri Nitya Kamalananda Sarada Sishu Mandir in Dhupguri, candidates with Diploma/Degree in computer can walk in interview on 27/11/2024 (Wednesday) at 11.00 A.M., e-mail : schoolccsp@gmail.com, Cont. 91263-36407, 9641510602, 9851769254. (C/113453)

VACANCY

- Requirements of PGT-Physics, PGT-Chemistry for a CBSE 10+2 Affiliated school in Islampur, Uttar Dinajpur. Please submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or in WhatsApp No. +918617428281.

সরলা মাইক্রোফাইন্যান্সে ক্রেডিট অফিসার চাই

- Salary, Incentive (Monthly, Special & yearly) + PF + Medical + Insurance + Gratuity. Graduate/H.S., ১৮-৩০ বছর, নিজস্ব মোটর সাইকেল, শাখা অফিসে থেকে কাজ, ইচ্ছুক প্রার্থীরা বায়োডাটা সহ ৩০শে নভেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বর ২০২৪ অফিসে যোগাযোগ করুন। মালদা : ৭০৪৪৮৯৭৭২/৫৪, শিলিগুড়ি : ৭০৪৪৮৯৭৯৪৮, ৭৫৯৫০৫২১৬০, ৯৬৯৪৪২১৩০৭। (K)

SHYAM STEEL
invites resumes for role of
SR. SALES OFFICER
@ North Bengal / Sikkim for organisational sales
SALARY : NEGOTIABLE. Only candidates with exp. of min 5 years in similar industry / project sales to apply.
APPLY northbengalsteels@gmail.com, biswajit.saha@shyamsteel.co.in

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে উৎসর্গ

এবারে উপনির্বাচনে মেদিনীপুর কেন্দ্রে জয়লাভ করলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজয় হাজরা। ৩৩ হাজার ৯৯৬ ভোটে জয়ী এই প্রার্থী জানান, তাঁর এই জয় তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করছেন। ধন্যবাদ জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

মেট্রো বিভ্রাট

সাতসকালেই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে থমকে গেল মেট্রোর চাকা। দমদম থেকে ছাড়া মেট্রো শোভাবাজার ঢুকতেই বিভ্রাট হয়। যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। আধ ঘণ্টা বন্ধ ছিল ডাউন লাইনে মেট্রো চলাচল।

গাঁজা উদ্ধার

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে এক চিকিৎসকের গাড়ি থেকে ১২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। ওই গাঁজা সেখানে কী করে এল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ফের নিম্নচাপ

ক্রমশ ঘূর্ণাবর্ত পরিণত হচ্ছে নিম্নচাপে। সেই কারণে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করল প্রশাসন। কবে ও কোথায় এই নিম্নচাপের প্রভাব পড়তে পারে তা এখনও নিশ্চিত নয়।

‘জমিদারদের জবাব’, মত মমতা ও অভিষেকের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : আরজি কর আবহে বিধানসভা উপনির্বাচনে এরাজ্যের ৬টি আসনেই বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। বেলা গড়াতেই ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যায়। তারপরই কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে আক্রমণ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার না দেওয়ায় আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে রাজ্যের উপভোক্তারা বঞ্চিত হয়েছেন। সেই কারণে রাজ্য সরকার ওই উপভোক্তাদের নিজের তহবিল থেকেই আবাস যোজনার টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘জমিদারি মনোভাব’-এর জন্যই রাজ্যের উপভোক্তারা বঞ্চিত হয়েছেন বলে বারবার দাবি করেছেন মমতা ও অভিষেক। শনিবার ৬ কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ের পর বিজেপিকে ‘জমিদার’ কটাক্ষ করে পোস্টে মমতা ও অভিষেক রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন মমতা তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মা-মাটি-মানুষকে জানাই প্রণাম। আপনাদের এই আশীর্বাদ আমার আগামীর চলার পথে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার উৎসাহ দেবে। মানুষই আমাদের ভরসা। আমরা সবাই সাধারণ মানুষ। এটাই আমাদের পরিচয়।’ এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর লেখায় উঠে এসেছে ‘জমিদার’ প্রসঙ্গ। মমতা লেখেন, ‘আমরা জমিদার নই, মানুষের পাহারাদার। এটাই আমাদের পরিচয়। মানুষের আশিস আজীবন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে থাকবে।’

জমিদার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেকের পোস্টেও। তিনি লিখেছেন, ‘উপনির্বাচনের ৬টি আসনেই জয়লাভের জন্য তৃণমূল প্রার্থীদের শুভেচ্ছা। বাংলাকে অসম্মান করার জন্য নিজেদের স্বার্থে সংবাদমাধ্যম ও কলকাতা হাইকোর্টের একাংশ এবং জমিদারদের তৈরি করা আখ্যান ভেস্তে দিয়েছে তৃণমূল।’ এই প্রথম মাদারিহাটে জয় পেয়েছে তৃণমূল। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি দখলে ছিল আরএসপির। ২০১৬ ও ২০২১ সালে এই কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন বিজেপির মনোজ টিগ্গা। তিনি সাংসদ হয়ে যাওয়ায় এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছে। সেখানে তৃণমূল জয়ী হওয়ায় মাদারিহাটের মানুষকে আলাদা করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক। তিনি লিখেছেন, ‘মাদারিহাটের মানুষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। আমাদের প্রথমবার সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন আপনারা। গণতান্ত্রিকভাবে বাংলা বিরোধীদের হারিয়ে আমাদের ওপর ভরসা রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে আমরা মাথানত করছি।’ দলের তৃণমূলস্তরের নেতা-কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

বিপাকে মহিলা আইনজীবী

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : মক্কেলের সমস্যার সুরাহা করতে গিয়ে নিজেই বিপাকে পড়েছেন এক মহিলা আইনজীবী। বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি ঘটনায় ওই আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এক মহিলা। তারপর সেই মহিলার স্বামীর দ্বারা হেনস্তার শিকার হন আইনজীবী। সেই ব্যাপারে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। হাইকোর্টের ওই মহিলা আইনজীবীর অভিযোগের তদন্তভার লালবাজারের সাইবার ক্রাইম বিভাগকে হস্তান্তরের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, নিশ্চিন্দ থানার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। তাই এই ধরনের ঘটনায় বিশেষজ্ঞ দপ্তর দ্বারা তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। এই মহিলা আইনজীবীর নিরাপত্তার বিষয়টি নজরে রাখতে হবে একজন মহিলা পুলিশকে। যে কোনও প্রয়োজনে পুলিশের সহযোগিতা পাবেন ওই আইনজীবী।

আদালতে ওই আইনজীবীর অভিযোগ, তাঁর নম্বর গণপরিবহণে যৌন কর্মীর নম্বর হিসাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সমাজমাধ্যমের বিভিন্ন অশালীন গ্রুপে তাঁর নম্বর ছড়িয়ে দেওয়ায় ক্রমাগত মানসিক হেনস্তার শিকার হন তিনি। তাই নিজের সম্মানরক্ষা ও নিরাপত্তার আবেদন করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

জাতীয় স্তরে তৎপরতার পরিকল্পনা তৃণমূলে

শক্তি অটুট, নতুন ছক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : এরাজ্যে দলের শক্তি অটুট দেখেই আবার জাতীয়স্তরে দলের গুরুত্ব ফেরাতে ঝাঁপাচ্ছে তৃণমূল। সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে কেন্দ্রের জনস্বার্থ-বিরোধী বিভিন্ন ইস্যুর বিরুদ্ধে গলা তুলেই তৃণমূল তার গুরুত্ব জানান দিতে চায়। এবিষয়ে তৃণমূল তার সংসদীয় বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ছকে নিয়েছে। সোমবার কালীঘাটের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় বৈঠকে সাংসদদের সেই নির্দেশই দিতে চলেছেন। তার আগে এই নিয়ে দলের ‘সাংসদ-সেনাপতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একপ্রস্থ কথাও হয়ে গিয়েছে দলনেত্রীর। বিগত লোকসভা অধিবেশনে অভিষেক সুনির্দিষ্ট তথা ও পরিসংখ্যানকে তাঁর কেন্দ্রবিরোধী আক্রমণের অস্ত্র করেছিলেন। শনিবার তৃণমূল সূত্রের খবর, আসন্ন অধিবেশনে আবার তাঁকে এই ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দলের বাকি সাংসদদেরও লোকসভার আসন্ন অধিবেশনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে কালীঘাটের বৈঠকে কড়া নির্দেশ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভায় ডেরেক ও’ব্রায়েন, প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের এবিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে অগ্রণী ভূমিকা নিতে নির্দেশ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

নির্দেশ কাল

- আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গলা তুলেই তৃণমূল গুরুত্ব জানান দিতে চায়
- তৃণমূল তার সংসদীয় বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ছকে নিয়েছে
- সোমবার কালীঘাটের বাড়িতে দলনেত্রী সেই নির্দেশই দিতে চলেছেন

দুর্নীতি ও আরজি কর কাণ্ডের দুর্বলতা অনেকটা কাটিয়ে রাজ্যে দলের শক্তি যে অটুট রয়েছে, উপনির্বাচনে দলের বিপুল জয়ই তার স্পষ্ট প্রমাণ বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক। এখন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক দু’জনেই চাইছেন জাতীয়স্তরে আবার তৃণমূলের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। সেই কারণে সোমবার দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ডেকে সবাইকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে চলেছেন দলনেত্রী ও দলের সেনাপতি।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, মাঝে লোকসভার ভোটে কংগ্রেসের অগ্রগতি কিছুটা হলেও জাতীয়স্তরে তৃণমূলের গুরুত্ব কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছিল ইন্ডিয়া জোটের দুর্বলতা। সেই দুর্বলতা আরও একবার প্রকাশ পেল এদিন মহারাষ্ট্রের ফলাফলে। এই রাজ্যে দুর্নীতির কয়েকটি ইস্যু ও আরজি করের নারকীয় ঘটনাও তৃণমূলকে বেশ কিছুটা ‘ব্যাকফুটে’ ঠেলে দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরও প্রায় বন্ধই ছিল। তৃণমূলের অন্দরের খবর, সব দুর্বলতা অনেকটাই কাটিয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন আবার জাতীয়স্তরে তৃণমূলের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে। বিজেপিকে দেশ থেকে উৎখাতের ডাক দিয়ে আবার মুখ্যমন্ত্রী ‘ইন্ডিয়া’ জোটকে শক্তিশালী করার পক্ষে সওয়াল করতে পারেন। এই সূত্রে মুখ্যমন্ত্রী আবার দিল্লি যেতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে শনিবার দু’বছর পূর্ণ করলেন সিভি আনন্দ বোস। সেই উপলক্ষ্যে রাজভবনে নিজের মূর্তি উন্মোচন করলেন। ছবি : রাজীব মণ্ডল

একটু জিরিয়ে নেওয়া। শিয়ালদার কোলে মার্কেটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

রাজ্য নেতৃত্বে পরিবর্তন দাবি

এই ফল অপ্রত্যাশিত কিছু নয় : দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : গত লোকসভা ভোটে ভরাডুবি তো ছিলই, তারপর রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে ব্যর্থতা। সেইসঙ্গে শনিবার রাজ্যের ৬টি উপনির্বাচনের ভোটে ধরাশায়ী বঙ্গ বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে ভিতরে রোষ বাড়ছে বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের। তবে এদিনের ফল নিয়ে সোজাসাপটা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ‘৬টি আসনের এই ফল জানাই ছিল। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। আমি তো আগেই বলেছিলাম, ৬টি আসনেই হার হবে। মাদারিহাটে লড়াই হলেও কোনও আসনেই জয়ের আশা দেখছি না। হয়েছেও তাই।’ দিলীপ বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বে পরিবর্তনের দাবিও তুলেছেন। বলেছেন, ‘সঠিক ভূমিকায় নেই বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। আর এরপর এই নিয়ে দলের শীর্ষনেতৃত্বের ভাবা উচিত। যোগ্য নেতৃত্ব তুলে আনা দরকার তাঁদের।’ এদিন আলিপুরদুয়ারে দলের বিক্ষুব্ধ নেতা জন বারলাও দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কামান দেগেছেন।

বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের পরিবর্তন নিয়ে অনেকদিনই চর্চা চলছিল দলের কেন্দ্রীয় স্তরে। নানা কারণে এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাধা পাচ্ছিল। শনিবার গেরুয়া শিবিরের খবর, এই অবস্থায় সম্ভবত বঙ্গ বিজেপিতে রদবদল নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নিতে আর টালবাহানা করতে চাইছেন না দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতারা। তারই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানের দুর্বলতা কাটাতে কেন্দ্রের দু’একজন নেতা রাজ্য বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে রবিবার কলকাতায় আসছেন। এর আগে রাজ্য নেতাদের নিয়ে এরকমই একটি বৈঠক দিল্লিতে করেছেন দলের শীর্ষনেতারা।

বঙ্গ বিজেপির এই বাস্তব ছবি আর যাই হোক রাজ্যে দলের সাংগঠনিক সুস্থিতির পরিচায়ক নয় বলেই দলের নেতৃত্বের একাংশ মনে করছেন। তাঁদের দাবি, দলের শীর্ষনেতৃত্বকে এটা বুঝেই উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে। তা না হলে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের ফলে আরও বড় দুর্যোগ নেমে আসবে দলের ওপর। রাজ্যে দলের এই অবস্থার পরেও দুই শীর্ষনেতা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ভেঙে পড়েননি।

সব মিলিয়ে যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব একরকম ‘গাড্ডায়’ পড়েছেন। যার থেকে একমাত্র রাজ্য নেতৃত্ব বদলেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব বলে মনে করছেন নেতাদের একাংশ। দিল্লি সূত্রের খবর, মাদারিহাট বিধানসভা আসনটি দলের হাতছাড়া হওয়ায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ বিজেপির কেন্দ্রীয় শীর্ষনেতৃত্ব। এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্টও তলব করা হয়েছে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের কাছে। ৬টি আসনের ফলের ওপর পৃথক পর্যালোচনাও চাওয়া হয়েছে রিপোর্টে।

ভর্ৎসনা আদালতের

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : অভিযুক্তের হয়ে সরকারি আইনজীবী কীভাবে সওয়াল করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে বিস্ফোরণের ঘটনায় হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এই ঘটনায় পুলিশ এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট যুক্ত করলেও এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্স অ্যাক্ট যুক্ত না করায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হন অর্জুন। রাজ্য এই মামলায় রিপোর্ট জমা দেয়। কিন্তু এই ঘটনায় অভিযুক্ত নমিত সিংয়ের হয়ে সওয়াল করেন এক মহিলা সরকারি আইনজীবী। আর তাতেই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্তব্য করেন, ‘অভিযুক্তের হয়ে কীভাবে সওয়াল করা যায়? তেমন গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকলে সরকারের থেকে অনুমতি দিতে হয়।’ এই ঘটনায় রাজ্যের জবাব তলব করেন বিচারপতি।

উপনির্বাচনে হারের দায় এড়ালেন শুভেন্দু

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : রাজ্যের ৬টি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সব ক’টিতেই জিতেছে তৃণমূল। ভরাডুবি হয়েছে বিজেপির। নতুন করে আসন পাওয়া দূরে থাক, দখলে থাকা মাদারিহাট আসনও খুইয়েছে তারা। এই পরিস্থিতিতে দলের এই ভরাডুবির দায় নিলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রকারান্তরে সেই দায়ভার তিনি ঠেলে দিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দিকে। বললেন, ‘সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমি নাক গলাই না, যুক্তও থাকি না।’ এই উপনির্বাচনের ফলকে আমলও দিচ্ছেন না শুভেন্দু। তাঁর মতে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনই তাঁদের পাখির চোখ। একই বক্তব্য সুকান্তরও।

এবারের পরাজয়ে শুভেন্দুর সরলীকরণ, বাংলার উপনির্বাচনে সঠিকভাবে ভোট হয় না। তাই দলের কোনও বিপর্যয় হয়নি। উদাহরণ হিসাবে ধূপগুড়ি বিধানসভার কথা তুলে ধরেন তিনি। তাঁদের জেতা আসনে উপনির্বাচনে ৪ হাজার ভোটে হার হয়েছিল। কিন্তু পরের লোকসভা নির্বাচনে ওই আসনেই ২০ হাজার ভোটে জিতেছিল বিজেপি। তাই উপনির্বাচনের ফলকে বিপর্যয় বলে মানতে নারাজ শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, যেহেতু তিনি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলান না, তাই সংগঠন নিয়ে কিছু বলতে পারবেন না। তবে জেতার জন্য নির্বাচনমুখী সংগঠনের প্রয়োজন আছে। তাঁর কথায়, নির্বাচনমুখী সংগঠন, আন্দোলনমুখী দল বা মোর্চা গঠন করতে হবে এখন থেকেই। ঘরে বসে রাজনীতি নয়, রাস্তায় থাকতে হবে সবসময়। দল পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে নিজের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করবেন তিনি। সুকান্তও উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছেন না। তাঁরও বক্তব্য, উপনির্বাচনে এমন ফলই হয়। তিনিও ২০২৬ সালের নির্বাচন নিয়ে বেশি চিন্তিত। ওই বছর বাংলায় গেরুয়া ঝড় বইবে। এই নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, উনি অলীক স্বপ্ন দেখছেন। তা দেখুন। স্বপ্ন দেখতে বাধা দেব কেন? তবে বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সঙ্গে ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। উপনির্বাচনের ফলের হারের ধাক্কা সামলাতেই এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে।

এদিনের ফলপ্রকাশের পর রাজ্য বিধানসভায় আরও একটি আসন কমল বিজেপির। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৭৭টি আসন জিতেছিল বিজেপি। শান্তিপুর ও দিনহাটায় উপনির্বাচনে তৃণমূল জয়ী হয়। তখন আসন কমে দাঁড়ায় ৭৫। আবার ২০২৪ সালে রানাঘাট দক্ষিণ, সাগরদিঘি, বাগদা ও রায়গঞ্জে উপনির্বাচন হয়। তাতে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। ফলে এই চারটি আসন চলে যায় বিজেপির হাত থেকে। আবার ধূপগুড়ির বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায় প্রয়াত হওয়ায় উপনির্বাচন হয়, তাতে জয়ী হয় তৃণমূল। মাদারিহাট উপনির্বাচনে পরাজিত হন বিজেপি প্রার্থী। এই আসনটি ছিল বিজেপির। এরই মধ্যে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন মুকুল রায়, সুমন কাঞ্জিলাল, তমোঘ্ন ঘোষ ও হরকালী প্রতিহার। তবে তাঁরা বিজেপির বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেননি। ফলে খাতায়-কলমে বিজেপির ৭০ জন বিধায়ক থাকলেও তা নেমে আসে ৬৬ তে। উপনির্বাচনে যে এরকম ফল হতে পারে, তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’কে আগেই জানিয়েছিলেন শুভেন্দু।

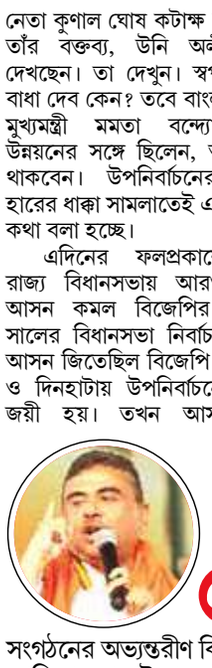

> সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমি নাক গলাই না, যুক্তও থাকি না।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

‘লাল পাহাড়ির’ কবি প্রয়াত

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : ‘তু লাল পাহাড়ির দেশে যা... হিতাক তোকে মানাইছে না রে।’ এই গান শোনেননি এমন মানুষের সংখ্যা কম। এই গানের লেখক কবি অরুণ চক্রবর্তী (৮০) শুক্রবার মধ্যরাতে হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই ছেলে, বৌমা ও নাতিদের।

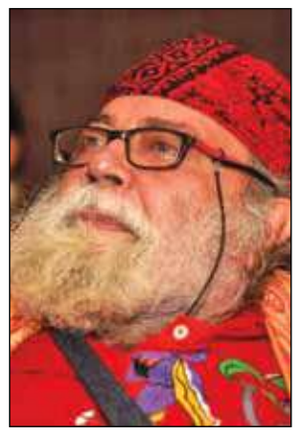

শিবপুর বিই কলেজের প্রাক্তনী অরুণবাবু হিন্দমোটর কারখানায় চাকরি করতেন। ১৯৪৬ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার বাগবাজারে জন্ম হলেও ১৯৯০ সাল থেকে তিনি হুগলির চুঁচুড়ার ফার্মসাইড রোডে বসবাস করতেন। ছোটবেলা থেকেই শরীরচর্চায় ঝোঁক ছিল তাঁর। ছিলেন আদ্যন্ত অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। তিনি ছিলেন তাঁর মনের রাজা। এজন্যই হিন্দমোটর কারখানার মতো লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দেন দুম করে। শুরু করেন লেখালিখি। আর সেই সূত্রেই বাংলা পেয়েছিল তাঁর মতো একজন কবি তথা বাউলকে। তারাপীঠের বিভিন্ন আখড়ায় ছিল তাঁর অবাধ গতি।

১৯৭৩ সালে সুন্দরলাল বহুগুণার ডাকে তিনিও জড়িয়ে পড়েন চিপকো আন্দোলনে। তার আগেই অবশ্য শ্রীরামপুর স্টেশনে একটি মহুয়া গাছকে দেখে তিনি লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘তু লাল পাহাড়ির দেশে যা’। অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় গানটি। ছড়িয়ে পড়ে সকলের মুখে মুখে। যদিও গানের ক্যাসেটে গানটি প্রচলিত বলে লেখা হয়। এই নিয়ে ব্যান্ডের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধও হয়। যদিও কিছুদিনের মধ্যেই তা মিটমাট হয়ে যায়। ভূমির অন্যতম গায়ক সৌমিত্র রায় তাঁর স্মৃতিচারণে সেই কথা উল্লেখ করেন। শনিবার রাতেই দুবাইয়ে অনুষ্ঠান করে ভূমি। সেই অনুষ্ঠানটি অরুণবাবুর নামে উৎসর্গ করা হয় বলে জানান সৌমিত্র।

এভাবে তাঁর মৃত্যুতে হতবাক গুণমুগ্ধরা। জীবনে অসংখ্য কবিতা, গান লিখেছেন। জাতীয় পুরস্কার সহ পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার। প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থাও তাঁকে পুরস্কৃত করেছে। এদিন সকালে মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর বাড়ি ‘মোহরকুঞ্জ’-তে ভিড় জমান গুণমুগ্ধরা। তাঁর দেহ নিয়ে আসা হয় চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে। সেখানে শেষশ্রদ্ধা জানানোর পর স্থানীয় শ্যামবাবুর ঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

প্রশ্নবাণ

- ১৯৮০ সালে মেডক লোকসভা আসনে ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কোন বিখ্যাত মানুষ?
- ১৯৯৭ সালের রাষ্ট্রপতি ভোটে কেআর নারায়ণন ভারতের কোন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন?
- ‘মারমিক পত্রিকা’র প্রতিষ্ঠাতা কে?

আগের দিনের উত্তর

সত্যজিৎ রায়, অমিতাভ বচ্চন, ওয়ার্ন-মুরলী ট্রফি

ঠিক উত্তরদাতা : সংঘমিত্রা দাস-জোড়পাকুড়ি, দেবাশিস গোপ-কুশমণ্ডি, নির্মল সরকার-পাকুয়াহাট, শ্রীদাত্রী সেনগুপ্ত-ময়নাগুড়ি, শিউলি ভট্টাচার্য-শিলিগুড়ি।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

নার্সকে মার, ভাঙচুর

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : চিকিৎসায় গাফিলতিতে ফের হাসপাতাল ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাতে। দিঘা থেকে ফেরার সময় অসুস্থ অবস্থায় মেহবুব আলম (২৮) নামে এক তরুণকে ভর্তি করা হয় বেহালার বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। ভর্তি হওয়ার পর তাঁর বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। তখনই তাঁর হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেইসময় তাঁর ইসিজিও করায়। অভিযোগ, তখনই মৃত্যু হয় মেহবুবের।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিবারের লোকজনকে মৃত্যুর ঘটনা জানায়। পরিবারের লোকজন সেইসময় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেহটি ময়নাতদন্ত করার প্রস্তাব দেয়। তাতেও অবশ্য রাজি হননি তরুণের পরিবার। দাবিমতো দ্রুত মৃত্যুর শংসাপত্র তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তখনই হাসপাতালে শ’দুয়েক মানুষ জড়ো হয়। বিপদ বুঝে পুলিশে খবর দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, পুলিশ দেরি করে আসে। এরই মধ্যে মৃতের পরিবারের লোকজন চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালে ভাঙচুর শুরু করে। কর্তব্যরত এক নার্সকে মারধর করে। প্রাণ বাঁচাতে শৌচালয়ে ঢুকে ছিটকিনি তুলে দেন তিনি। এরপর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই নিয়ে নার্সদের সংগঠন নার্সেস ইউনিটির পক্ষে ভাস্বতী মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘কোথায় আমাদের নিরাপত্তা? এভাবে আমাদের কতদিন মার খেতে হবে? এভাবে আক্রমণ হলে কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হব।’

রোগী মৃত্যুর জের

সম্পত্তি বিক্রি করে বকেয়া শোধ নয়

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : বিপাকে পড়ল রাজ্য। কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত কোনও সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে শিল্পপতি পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের টিসিজি গোষ্ঠীর বকেয়া টাকা মেটাতে পারবে না রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকার নির্দেশ দেন, রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম বা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না। বিচারপতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত কোনও সম্পত্তি বিক্রি করে বা লিজে দিয়ে টিসিজি গোষ্ঠীর টাকা মেটানো যাবে না।

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল সংক্রান্ত একটি যৌথ প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শিল্পপতি পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের চ্যাটার্জি গোষ্ঠী ও রাজ্য সরকারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছিল। ১০ বছর আগে টিসিজি এই সংস্থার দায়িত্ব নেয়। তখন চুক্তি ছিল, সরকারের থেকে শেয়ার কেনার জন্য কিছু শর্ত থাকবে। রাজ্য সরকারকে এইচপিএলের পুনরুজ্জীবনের জন্য পর্যায়ক্রমে মোট ৩২৮৫.৪৭ কোটি টাকা দিতে হবে অথবা ১৯ বছর ধরে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। ২০১৭ সালের ১ জুলাই থেকে জিএসটি চালুর পর টিসিজিকে আর কোনও টাকা দেয়নি রাজ্য। ততদিনে টাকার অঙ্ক দাঁড়ায় ৩১৭.১৩ কোটি টাকা। টিসিজি গ্রুপ হাইকোর্টে আবেদন করলে তাদের পক্ষেই নির্দেশ যায়। পালটা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। তখন বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর বকেয়া প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন থাকায় সেই মামলার শুনানি হয় হাইকোর্টে। তখনই বিচারপতি শম্পা সরকার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেন, রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমের ক্যামাক স্ট্রিটে অবস্থিত সম্পত্তি ‘প্রতীতি’ বিক্রি বা হস্তান্তর করা যাবে না। ২ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিতে হবে।

নলেন গুড় ও পাটালির উৎস সন্ধানে

শীত পড়তেই গ্রামের খেজুর গাছের চেহারা যায় পালটে। চেঁছে ফেলা হয় গাছের ওপরের অংশ। সেখান থেকেই চলে রস সংগ্রহের কাজ। তৈরি হয় নলেন গুড়, পাটালি। দোকানে দোকানে পালটে যায় সন্দেশ, রসগোল্লা, পায়েসের রং ও স্বাদ। এবারের উত্তর সম্পাদকীয়তে বাঙালির প্রিয় নলেন গুড় ও পাটালির সুলুকসন্ধান। সঙ্গে খেজুরের রস খোঁজার কারিগরদের কথা।

শিউলির জীবনে লড়াই ও অনটন

অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বছরের দুটো ঋতুতে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ার ক্ষেত্রে বাংলার ডায়াবিটিস রোগীদের নিজেদের কিছু করার থাকে না। এক) গ্রীষ্মকালে, যখন হিমসাগর, ল্যাংড়া, কোহিতুর, আম্রপালি, মল্লিকা আমের গন্ধে ম-ম করে সমস্ত বাজার। দুই) শীতকালে, যখন নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, তালশাঁস, মোয়ায় ছেয়ে যায় সারা বাংলা। বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হয় পিঠেপুলি, পায়েস।

আজকাল নলেন গুড়ের দই, কেক, আইসক্রিম পর্যন্তও তৈরি হয়। হাতের সামনে এত লোভনীয় সব উপকরণ থাকলে বেচারিদেরও অবশ্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কলকাতা ময়দানের দুই প্রধানের মতো শীত এবং গ্রীষ্মের এই দুই টিমের মধ্যে ডার্বি হলে কে জিতবে বলা কঠিন। তবে বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলার খেজুর রস থেকে গুড়, পাটালি, মিষ্টি, মোয়া, দই, কেক, আইসক্রিম আজ বিরাট এক শিল্পে যে পরিণত হয়েছে, তাতে কোনও সংশয় নেই। এমনকি নলেন গুড়ের মিষ্টির এমন চাহিদা, রাজ্যের বহু বড় বড় মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান এই শীতের সময়েই সারা বছরের গুড় পর্যন্ত মজুত করে রেখে দেয়। এখনও মফসসল শহরের অলিগলিতে মাথায় বড় কলসি বা টিন নিয়ে 'ভালো নলেন গুড় আছে গো' হাঁক পাড়তে শোনা যায় নিঝুম দুপুরে।

খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহের কাহিনীও দীর্ঘ এবং চমকপ্রদ। পৌষ-মাঘের কনকনে ঠান্ডায় আমরা সকলেই যখন ভোররাতে লেপমুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমোই, ঠিক তখনই শুরু হয় শিউলিদের কর্মতৎপরতা। যাঁরা খেজুর গাছে উঠে রস সংগ্রহ করেন, তাঁদেরই বলা হয় শিউলি। কোনও কোনও জেলায় তাঁদের গাছিও বলা হয়ে থাকে। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুনে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহের কাজ হলেও প্রদীপের সলতে পাকানো শুরু হয় আশ্বিন থেকেই। শিউলিদের জীবন লড়াই এবং অনটনের। কবীর সুমন গেয়েছেন, 'এই ফাটকাবাজির দেশে স্বপ্নের পাখিগুলো বেঁচে নেই/ পেটকাটি, চাঁদিয়াল পেরিয়ে কেমন আছে সেই শীতের শিউলিরা?' শিউলিরা সকলেই যে নিজের নিজের জেলায় কাজ পান, তা নয়। অনেকেই অন্য জেলায় গিয়েও কাজ করেন।

খেজুর গাছের দেখা মেলে সচরাচর রুক্ষ প্রান্তরে। শিউলিরা প্রথমেই চেষ্টা করেন, যার হাতে যতগুলো গাছ আছে, সেগুলোকে রস সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করা। এজন্য আশ্বিন-কার্তিকেই গাছের একেবারে ওপরের অংশ চেঁছে ফেলা হয়। তারপর সেই অংশে নল ঢুকিয়ে মাটির কলসি বেঁধে দেওয়া হয়। অনেকেই বলেন, এই নল থেকেই নলেন গুড়ের নামকরণ। যত শীত পড়বে, রসের স্বাদ তত ভালো হবে। একবার কাটার পর পরপর তিনদিন রস মেলে। প্রথম দিনের রসকে বলা হয় জিরেনকাট। এটি সবচেয়ে সুস্বাদু। দ্বিতীয় দিনেরটাকে দোকাট এবং তৃতীয় দিনেরটাকে বলা হয় তেকাট। তিনদিন রস সংগ্রহের পর চার-পাঁচদিনের বিরতি দিতে হয়। রসকে জ্বাল দিয়ে গুড় বানানোর কাজও শুরু করতে হয় ঊষালগ্নে। তা না হলেই এর স্বাদ নষ্ট হতে শুরু করে। এই কাজের জন্য ফাঁকা খেতেই খেজুর পাতা দিয়ে একটা অস্থায়ী আস্তানা বানানো হয়। বহু আগে রাতে অবসর বিনোদনের জন্য শিউলিরা ওই চালার পাশেই আগুন জ্বালিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় কবিগান, সুখদুঃখের গল্প করতেন।

বহু দশক আগে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র শিউলিদের জীবন নিয়ে অসাধারণ একটি গল্প লিখেছিলেন 'রস'। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে শিউলিদের রস সংগ্রহ, বাড়িতে মহিলাদের সারাক্ষণ সেই রস ফুটিয়ে গুড় বানানো, শিউলিদের মধ্যে রেষারেষি এবং সম্পর্কের রসায়ন নিয়েই এই গল্প। সত্তরের দশকে অমিতাভ বচ্চন, নূতন, পদ্মা খান্না অভিনীত সেই 'সওদাগর' ছবিটি আজও সমান জনপ্রিয়। শিউলিরা হয়তো জানেনই না, তাঁদের নিয়ে একসময় এত ভালো একটা চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল।

শিউলিদের রোজগার বলতে বছরের এই পাঁচ মাস। বাকি সময়ে কেউ কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। আবার অনেকে বর্ষাকালে চাষের সময় খেতমজুরেরও কাজ করেন।

বাংলাদেশের মূলত রাজশাহি জেলা থেকে আশ্বিন-কার্তিক মাসে বহু শিউলির উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আসার কারণ, সে দেশে যেসব চাষির খেজুর গাছ আছে, তাঁরা নিজেরাই শিউলি। গাছে উঠে নিজেরাই রস সংগ্রহ করেন। যেসব শিউলির নিজস্ব গাছ নেই, তাঁদের ওখানে কোনও কাজ থাকে না। করোনার সময় তাঁরা আগের মতো চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত পেরিয়ে বিভিন্ন গ্রামে আসতে পারতেন না। তার ফলে এইসব অঞ্চলের মানুষকে তখন নলেন গুড়ের জন্য শিলিগুড়ি ছুটতে হত।

এখন আর সেসব সমস্যা নেই। তাই খেজুর গুড়ের ব্যবসা ভালোই চলে। আবার উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ ব্লকে কুনোর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। সেই গ্রামের আশ্রমপাড়ায় বংশপরম্পরায় খেজুর গুড়ের ব্যবসা চলে আসছে বহু পরিবারে। পুরুষরা রাত থাকতে গাছে উঠে রসভর্তি কলসি নামিয়ে আনেন। তারপর দিনভর চলে গুড় বানানোর কাজ। মহিলারাও হাত লাগান। কুনোরের গুড়-পাটালি এতটাই সুস্বাদু, শুধু পার্শ্ববর্তী জেলা বা কলকাতা নয়, অন্যান্য রাজ্যেও পৌঁছে যায় এখন। সেইরকমই গুড়-পাটালি যথেষ্ট ভালো মানের। তবে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের। এব্যাপারে অনেক এগিয়ে বসিরহাট, মছলন্দপুর, জয়নগর, লালগোলা। কনকচূড় ধান ও নলেন গুড়ের তৈরি সুবিখ্যাত মোয়ার কারণে জয়নগরের বহড়ু গ্রামের কথা আজ সকলেই জানেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সম্প্রতি নদিয়ার মাজদিয়ার গাজন ঘাটে তৈরি হয়েছে নলেন গুড় বানানোর গবেষণাগার এবং অত্যাধুনিক কারখানা। এই কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে অনেকের। এখানে তৈরি গুড় প্লাস্টিকের টিউবে শুধু গোটা দেশেই নয়, সারা বিশ্ববাসীর কাছেই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব'-তে জানা যায়, ৮০০ বছর আগে সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-তে নলেন গুড়ের ভূয়সী প্রশংসা রয়েছে। প্রাচীন পুঁথিপত্রের দাবি, বাংলার নাবিকদের দৌলতে নলেন গুড়ের স্বাদ বিশ্ববাসী পেয়েছেন বহু শতাব্দী আগেই। পর্তুগিজ নাবিকদেরও তাতে বড় ভূমিকা ছিল। এমনকি ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথও একবার এই সুস্বাদু গুড়-পাটালি খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার নলেন গুড়ের সেই জয়রথ আজও ছুটে চলেছে।

বিখ্যাত আজ গজলডোবার খেজুর গুড়ও। একসময় ভালো নলেন গুড়ের জন্য উত্তরবঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলকে দক্ষিণবঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। এখন সেসব অতীত। গজলডোবায় নলেন গুড়ের ব্যবসার যথেষ্ট রমরমা। বহু পরিবার এর সঙ্গে যুক্ত। এখানকার সুমিষ্ট গুড়-পাটালি নিয়মিত আশপাশের জেলা, কলকাতা এবং ভিনরাজ্যের মানুষের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে। শীত পড়তেই নলেন গুড় তৈরির তৎপরতা শুরু হয় মালদার যাত্রাভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামে। বাড়ির পুরুষ-মহিলা একজোট হয়ে সারাদিন ধরে গুড় তৈরি করেন। গুড়ের বরাত দেওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘোরে পাইকারদের দল। মালদার বামনগোলা, হবিবপুর প্রভৃতি ব্লকেও অজস্র খেজুর গাছ। এইসব এলাকাতেও বহু মানুষ গুড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন। খেজুর গুড় বানানোর ব্যাপারে পুরাতন মালদার সুনাম বেশি। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলারই নলেন

সিপাহি বিদ্রোহের সময় থেকে মুখ বদলের বিলাস

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

বিগত ১২৩ বছরের মধ্যে এবারের অক্টোবর ছিল উষ্ণতম মাস। আবহাওয়া অফিস সেরকমই জানিয়েছিল চলতি মাসের গোড়ায়। কার্তিক মাস শেষ হয়ে অগ্রহায়ণ পড়লেও নভেম্বরের এই তৃতীয় সপ্তাহেও শীত কি তেমন পড়েছে? আর টানা কড়া শীত না পড়লে সেই খেজুর রসই বা কোথায়, নলেন গুড়ই বা কোথায়!

অথচ ক্যালেন্ডার দেখে শীতের আভাস পাওয়ামাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় গুড়ের ছবি ভাসতে শুরু করেছে। খবরের কাগজের পাতাতেও গ্রামে কোথাও গাছ থেকে মাটির হাঁড়িতে খেজুর রস নামানোর ছবি। রসের জোগান যা-ই হোক না কেন, 'শীতের মরশুমে' নলেন আর পাটালি নিয়ে বাঙালির হৃদয় দৌর্বল্য তো আছেই। তাই আসন্ন নবান্ন আর পৌষ-পার্বণ ঘিরে পিঠেপুলি আর পায়েসের সমারোহ। অভিজ্ঞতার অভাবই হোক আর ঝক্কি পোহাতে অনীহা, বাড়িতে বাড়িতে পিঠেপুলি তৈরির চল প্রায় উঠে গেলেও দোকানে দোকানে নলেন গুড়ের সন্দেশ আর বেকড রসগোল্লার পাশে জাঁকিয়ে বসছে পাটিসাপটা, দুধপুলি ও গোকুল পিঠের সম্ভার- সে সবের স্বাদ ও মান যা-ই হোক না কেন। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় আর প্রতি জেলাতেও এখন সরকারি বদান্যতায় পিঠেপুলি, ক্রিসমাস আর নিউ ইয়ার উদযাপনের সম্মিলিত মহোৎসব।

আসল পিঠে-পায়েসের সুস্বাদ জানা সমঝদার ক্রেতার অভাবে স্রেফ নাম দেখেই প্রলুব্ধ একালের ক্রেতাদের অনেকে দোকান বা মেলা থেকে কেনা পিঠেপুলিতেই তুষ্ট। বাজার-দোকান ভরে উঠছে কাগজের মোড়কের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া পাটালি আর খড়ের পাতলা বিড়ায় বসানো নলেন গুড়ের লম্বা হাঁড়িতে। হোক না সে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নলেন গুড়ের কৃত্রিম এসেন্স, রাসায়নিক খাবারের রং আর সাদা চিনি কিংবা লিকুইড গ্লুকোজ মিশিয়ে তৈরি সস্তার খেজুর গুড়। 'কমা মাল নয়, এ একদম আসল জিনিস' বলে বিক্রেতারা গছিয়ে দিচ্ছেন আর ক্রেতারাও নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে কিনছেন।

বছর বছর চিত্রটা এমনই। ছুটির সকালের লুচি, পাউরুটির সঙ্গে কিঞ্চিৎ নলেন গুড় বা রাতের গরম রুটির সঙ্গে একটু পাটালির সংস্থান তো হল অন্তত। তার ওপরে বাড়িতেই যদি খেজুর গুড়ের পিঠে-পায়েস হয়, তাহলে তো কথাই নেই! শীতের আমেজে মুখ বদলের বিলাস।

মোটামুটি ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি- গড়পড়তা মাস তিনেকের ক্ষণস্থায়ী শীতের মরশুমে খেজুর রসের প্রাকৃতিক জোগানের ওপর নির্ভর করে প্রধানত রাজ্যের বিশেষ কয়েকটি জেলায় তৈরি হয় নলেন এবং পাটালি গুড়। সেই উৎপাদনের একটা বড় অংশ চলে যায় মিষ্টান্ন শিল্পে আর বাকি অংশের উপভোক্তা আমজনতা। তাল ও খেজুর গুড় নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করা অলাভজনক সংস্থা ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের (ডিআরসিএসসি) হিসেব অনুযায়ী, মূলত শহরাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারে ফি মরশুমে মাথাপিছু খেজুর গুড়ের গড় চাহিদা ৫০০ গ্রাম থেকে এক কেজি।

ভেবে দেখার মতো বিষয় হল, বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে গোটা রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে খেজুর গুড়ের চাহিদা বাড়লেও প্রাকৃতিক নিয়মে কঠিন খেজুর গাছে রস সঞ্চারের সীমা ওই তিন মাসই। বলা ভালো, উৎকৃষ্টতম রস কিন্তু মেলে আরও কম সময়ের জন্য- ডিসেম্বরের ১০ তারিখের পর থেকে মাত্র ৬০ দিন। পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়া পরিবর্তন যে কতটা ক্ষতি করেছে তার একটা চমকে দেওয়ার মতো তথ্য পাওয়া যায় ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার সংকলিত ২৪ পরগনা জেলা ও সুন্দরবনের পরিসংখ্যানগত বিবরণে। সেখানে বলা হয়েছে, ধানের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী ফলের গাছ হল খেজুর। সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত খেজুর গাছ থেকে রস পাওয়া যায়। অর্থাৎ বছরে দীর্ঘ আট মাস ধরে।

আজ আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবহাওয়ার গতি কেমন ছিল আর শীতের মেয়াদ ছিল কতদিন। সেই সময় একেকটি গাছ থেকে দৈনিক প্রায় চার কেজি উৎকৃষ্ট রস সংগ্রহ করা হত। এখন সেই পরিমাণও কমে দাঁড়িয়েছে আড়াই-তিন কেজিতে। প্রকৃতির মার একেই বলে। একেকটি খেজুর গাছ থেকে রস পাওয়া যায় ৪০-৫০ বছর। হাল আমলের ধারণায় খেজুর গাছ অকৃষিজাত। কিন্তু সেই সময় জুন-জুলাই মাসে খেজুর বীজ বপনের প্রথা ছিল। পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে চারা বেরোত এবং ছ'সাত বছরের মধ্যে গাছ পুরোপুরি বেড়ে উঠত। ঈষৎ লবণাক্ত জমি ছিল খেজুর গাছের বাড়-বৃদ্ধির সহায়ক। সিপাহি বিদ্রোহের সময় বা তার পরবর্তী বিশ বছরে সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ কেজি নলেন গুড়ের দাম ছিল এখনকার হিসেবে ৬ থেকে ১১ টাকা। আর এখন ভালো খেজুর গুড়ের কেজি প্রতি দাম ৩০০-৩৫০ টাকা। হবে নাই বা কেন? এক কেজি গুড়ের জন্যে সাত-আট কেজি রসের প্রয়োজন।

হাজারো ভেজাল থেকে আলাদা করে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খেজুর গুড় উৎপাদন এবং শিউলি ও গাছিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও তদারকিতে উদ্যোগী হয়েছে ডিআরসিএসসি। সংস্থার অন্যতম প্রতিনিধি সৌরভ ঘোষ জানালেন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রামীণ যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্থাটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও খাঁটি তাল ও খেজুর গুড় উৎপাদনে উৎসাহ দিতে বছরতিনেক আগে বাঁকুড়ার গ্রামে গড়ে তোলা হয়েছে বেরিয়াথল ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড (এফপিসি)। ৪০০ জন ক্ষুদ্র চাষি এবং খেজুর ও তাল গাছের মালিক এই উদ্যোগে যুক্ত।

সেখানে কোনও রাসায়নিক, প্রিজার্ভেটিভ এবং চিনি ছাড়া ১০০ শতাংশ ভেজালবিহীন খেজুর রস মাটির পাত্রে জ্বাল দিয়ে তৈরি হচ্ছে নলেন গুড়, ঝোলা গুড় ও পাটালি। গ্রীষ্মে তালের রস, তালের মারি, তালমিছরি, তাল পাটালি ইত্যাদিও তৈরি হয় একইরকম যত্নে। এঁদের তদারকিতে উৎপন্ন দ্রব্য বেরিয়াথল ছাড়াও 'ক্রোশজুড়ি পলাশ' ও 'আলোর ঠিকানা' নামে আরও দুটি এফপিসি'র মাধ্যমে বিপণন করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর এলাকায় মাটি ও জল-হাওয়ার প্রভাবে খেজুর গুড়ের সুগন্ধ যেমন বেশি, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের ঊষর ভূমিতে উৎপন্ন খেজুর রসের মিষ্টত্ব আবার তেমনই বেশি। সৌরভ বলছিলেন, বাঁকুড়ার তিন আড়তদারের মাধ্যমে কলকাতার বড়বাজার, দুর্গাপুর ও ঝাড়খণ্ডে প্রতি মরশুমে মোট ১০-১২ কোটি টাকার খেজুর গুড় রপ্তানি হয়।

জৈব পণ্য বিপণনকারী আর একটি সংস্থা 'ঢেঁকি'র কর্ণধার দেবব্রত চক্রবর্তী বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত এক গ্রামে নিজস্ব তদারকিতে কয়েকজন শিউলিকে তাল ও খেজুর রস থেকে খাঁটি গুড় উৎপাদনে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। গত পাঁচ বছর ধরে ৮০টি খেজুর গাছ নিয়ে কাজ করে তিনি বিরাট সাফল্য পেয়েছেন। রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে ক্রেতাদের তালের মারি ও খেজুর গুড় অনলাইনে বিক্রি করা ছাড়াও 'বাসকিন রবিনস' আইসক্রিমের মহারাষ্ট্রের কারখানায় তিনি প্রতি মরশুমে এক টন করে খাঁটি নলেন গুড় পাঠাচ্ছেন।

দেশজুড়ে পাঁচতারা হোটেল বা ফাইন ডাইনিং রেস্তোরাঁয় নলেন গুড়ের আইসক্রিম খেয়ে মোহিত হওয়ার পিছনে রয়েছে বাঁকুড়ার গ্রামের অবদান। তিনি বলছিলেন, কালীপুজোর পর থেকে খেজুর গাছ চাঁছা হয়। তবে এখন মোটা রস। আরও ঠান্ডা পড়লে আর হালকা কুয়াশা হলে শুষ্ক আবহাওয়ায় রস হয়ে উঠবে মিষ্টি ও সুগন্ধি। সুপুরির খোলের বাটিতে তিনি ছোট ছোট পাটালি করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ছাড়াও নদিয়ার মাজদিয়া এবং মালদা ও উত্তর দিনাজপুর খেজুর গুড়ের জন্যে বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ মাজদিয়া ব্লকে নলেন গুড় উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। বিশ্ব বাংলা বিপণনকেন্দ্রগুলিতে সারাবছর নির্দিষ্ট প্যাকেজিংয়ে সেই গুড় পাওয়া যায়।

রায়গঞ্জের ফোরাম ফর ইন্ডিজেনাস অ্যাগ্রিকালচারাল মুভমেন্টের (ফিয়াম) কর্ণধার চিন্ময় দাস দাবি করেন, সম্পূর্ণ খাঁটি এবং শ্রেষ্ঠ নলেন ও পাটালির উৎস বরেন্দ্রভূমি। সাবেক পূর্ববঙ্গের রাজশাহি থেকে ভৌগোলিক এলাকার বিস্তৃতি উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার, দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন, বালুরঘাট ও মালদহের গাজোল ও আইহো এলাকা পর্যন্ত। তিনি বলেন, বিহার থেকে ঠান্ডা বাতাসের প্রবাহের সঙ্গে খেজুর রসের উৎকৃষ্ট মান জড়িত। তাঁদের তৈরি নলেন গুড় ও পাটালি দু-তিন বছর পর্যন্ত অবিকৃত রেখে খাওয়া চলে বলেও তিনি জানান।

কুমারগঞ্জে একশো বিঘা জমিতে বিশাল পুকুরপাড় ঘিরে তাঁদের প্রচুর খেজুর গাছ। রসের ঘনত্ব বেশি। লোহার কড়ায় রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে তাঁরা মাটির কলসিতে সংরক্ষণ করেন। প্রতি মরশুমে তাঁদের উৎপাদন পাঁচ কুইন্টাল পাটালি ও আড়াই কুইন্টাল নলেন গুড়।

ভেজাল ও সস্তার গুড় নয়, ন্যায্য দামে খাঁটি খেজুর গুড়ের সন্ধানে থাকুন। আসল নলেন আর পাটালির সাহচর্যে হোক শীতের উদযাপন।

(লেখক প্রবন্ধকার)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

ভোটার তালিকায় যৌনকর্মীরা

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : এতদিন ভোটার তালিকায় নাম ওঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় নথি ছিল না তাঁদের কাছে। অবশেষে সেই সমস্যা মিটতে চলেছে। শনিবার সামসিয়া হাই মাদ্রাসায় সরকারি উদ্যোগে প্রায় ১৫০ যৌনকর্মীর নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়। লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে অনেকে জানালেন, বহুবছর ধরে তাঁরা নথিভুক্তকরণের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। বিভিন্ন কারণে সম্ভব হচ্ছিল না। এবার প্রশাসন উদ্যোগী হওয়ায় খুশি সবাই।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির ডিভিশনাল কমিশনার অনুপকুমার আগরওয়াল, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক সহ আরও অনেকে। ডিভিশনাল কমিশনার জানিয়েছেন, এধরনের কর্মসূচি প্রত্যেক বছর হয়। যৌনকর্মীদের পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গ ও যাঁরা গৃহহীন, বিশেষ ক্যাম্পে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়। এদিন যৌনকর্মীরা বলছিলেন, 'ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলাম।'

বন্ধ নির্মাণ

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : সরকারি জায়গা দখল করে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাচীর তৈরির অভিযোগ উঠছিল। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভিআইপি রোড এলাকায় পুলিশের উপস্থিতিতে শনিবার সেই অবৈধ নির্মাণ রুখে দিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। অভিযোগ, মৃদুল বিশ্বাস নামে ওই ব্যক্তি তাঁর বাড়ির সীমানা প্রাচীর সরকারি জায়গার ওপর তৈরি করছিলেন। এদিন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রামু দে শর্মা বলেন, 'ওই ব্যক্তিকে বলার পর তিনি কাজ বন্ধ করে দেন।'

ডিসেম্বরে মংপুতে অরেঞ্জ ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : ১৪-১৫ ডিসেম্বর মংপুতে কমলালেবু উৎসব বা অরেঞ্জ ফেস্টিভাল হবে। শনিবার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় মংপুতে একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ফেব্রুয়ারিতে মিশন সুনতালে (কমলালেবুর স্থানীয় নাম) নামে আরও একটি কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে নতুন করে কমলার বাগান তৈরি করা হবে।'

শনিবার মংপুর সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধীনে রঙ্গিখোলা নদীর উপর একটি সেতুর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। এই সেতু হওয়ায় রঞ্জুভ্যালি এবং রঙ্গি ডিভিশনের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হল। পরে সিঙ্কোনা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। সেখান প্রকল্পের কাজকর্ম নিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তিনি কমলালেবুর বাগান এর গবেষণাকেন্দ্র ঘুরে দেখেন। পরে অরূপ বলেন, 'এবার পাহাড়ে কমলালেবুর উৎপাদন অনেক বেশি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দার্জিলিংয়ের কমলালেবুকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ শুরু হয়েছে। সিটং, সেলপু, মংপু, বিজনবাড়ি, মিরিক, সৌরিণী সহ বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে কমলালেবুর চাষ হচ্ছে। রোগপোকা থেকে এই ফলকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। এজন্য গবেষণাও জারি আছে।'

এদিন সকালে মন্ত্রী গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর সিঙ্কোনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাসদ রতন থাপা, সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর স্যামুয়েল রাই সহ অন্য আধিকারিকদের নিয়ে প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখেন। মন্ত্রীর কথায়, 'দু'বছর আমরা সফলভাবে পাহাড়ে অরেঞ্জ ফেস্টিভাল করেছি। এবারও ডিসেম্বর মাসে মংপুতে এই উৎসব হবে। সেখানে

পাহাড়ের চাষিরা তাঁদের জমিতে উৎপাদিত কমলালেবুর প্রদর্শনী করবেন। ফেব্রুয়ারিতে আমরা দার্জিলিংয়ে কমলালেবু নিয়ে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করছি। এটা আগেও করা হয়েছে। কর্মশালায় পাহাড়ের কৃষকদের কমলালেবু চাষে উৎসাহ দেওয়া সহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এর সঙ্গে কমলালেবুর উন্নত প্রজাতির চারাও বিলি করা হবে।' অরূপের সংযোজন, 'আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে কমলালেবু চাষে যুক্ত করা এবং চাষের এলাকা বাড়ানোই আমাদের লক্ষ্য।'

তৃণমূল সঞ্চালকের ইস্তফায় অঙ্ক কষছে পদ্ম

'একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন প্রধান'

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : রাজ্যে উপনির্বাচনে ছয়ে ছয়টি দখল করে যেদিন তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, সেদিন সঞ্চালক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দলকে বিড়ম্বনায় ফেললেন ১ নম্বর মাটিগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দীপমালা সরকার। কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, অভিযোগ তুলে মূলত প্রধানকে কাঠগড়ায় তুলেছেন শাসক শিবিরের এই সদস্য। যদিও বিড়ম্বনা এড়াতে তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়নি। প্রয়োজনে যে তিনি পঞ্চায়েত সদস্যর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন, সেই হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন দীপমালা।

এদিকে, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বোর্ড দখল করতে 'ছিপ' ফেলতে শুরু করেছে বিজেপি। বিক্ষুব্ধদের দলে টানতে শুরু হয়েছে আলোচনা। যদিও সবটা অত্যন্ত গোপনে। কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ পদ্ম নেতারা। ১৪ আসনের গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সদস্য ৮ এবং ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলা বিজেপির সদস্য সংখ্যা ৬।

একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন প্রধান কৃষ্ণ সরকার, এমন অভিযোগ তুলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সঞ্চালক পদ থেকে দীপমালার ইস্তফাকে কেন্দ্র করে শনিবার হইচই পড়ে যায় মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। এদিকে, ছয়টি বিধানসভা আসনে জয় পেয়ে তখন জোড়াফুল শিবিরে রীতিমতো উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিজেপির কাছ থেকে মাদারিহাট ছিনিয়ে নেওয়া যেন বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে। শিলিগুড়ির তৃণমূল নেতাদের জয় উদযাপনে অবশ্য ভাটা পড়ে দীপমালার সিদ্ধান্তে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ নম্বর আসনে জয়ী মহিলা সদস্যর অভিযোগ, 'সমস্ত সিদ্ধান্ত একা নেন প্রধান। ২০২২ সালে ভোটের সময় মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তার ১০ শতাংশ কাজ করতে পারিনি। এলাকায় কথা শুনতে হচ্ছে। তাই সঞ্চালক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি।'

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন প্রধান কৃষ্ণ সরকার। তাঁর দাবি, 'সমবণ্টন নীতিতে সমস্ত উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। কোথায় কী ধরনের উন্নয়ন করছি, তা মানুষ জানেন। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' দীপমালার ইস্তফা গ্রহণ করা হয়নি বলেও জানান তিনি। বলেন, 'ইস্তফা গ্রহণ যে করা হয়নি, সেটা চিঠি দিয়ে ওঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এব্যাপারে দীপমালার হুঁশিয়ারি, 'দু'-একদিনের মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত নেব। প্রয়োজনে পঞ্চায়েত সদস্যর পদ থেকে ইস্তফা দেব।'

দীপমালার এমন 'বিদ্রোহ' দেখে এবং প্রধানের ভূমিকা নিয়ে আরও অনেকে অসন্তুষ্ট বলে জানতে পেরে বিজেপি তৃণমূলে ভাঙন ধরাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সূত্রের খবর, বিক্ষুব্ধের সঙ্গে কথা বলছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা। বোর্ড দখলের জন্য প্রয়োজন হলে প্রধানের পদ ছেড়ে দিতেও রাজি তাঁরা। যদিও এমন গুঞ্জনের সত্যতা মানতে চাইছেন না মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিজেপি নেতা মানবেন্দ্র সিনহা। তিনি বলছেন, 'আমরা কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা করছি না।' তবে কেউ দলত্যাগ করে বিজেপিতে আসতে চাইলে তিনি যে বিষয়টি দলীয় নেতৃত্বকে জানাবেন, তা স্বীকার করছেন তিনি।

এদিকে, পঞ্চায়েত আইন অনুসারে আড়াই বছরের আগে অনাস্থা আনা যায় না। ফলে বিজেপিকে বোর্ড দখলের জন্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই কারণে ধীরে চলতে চাইছে পদ্ম শিবির। যদিও তৃণমূল মনে করছে, আগামী আড়াই মাসের মধ্যে সব ক্ষোভ দূর করা সম্ভব। তাই বোর্ড তাদের দখলেই থাকবে।

কাদা ছোড়াছুড়ি

সমস্ত সিদ্ধান্ত একা নেন প্রধান। ২০২২ সালে ভোটের সময় মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তার ১০ শতাংশ কাজ করতে পারিনি। এলাকায় কথা শুনতে হচ্ছে। তাই সঞ্চালক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি।

-দীপমালা সরকার, পঞ্চায়েত সদস্য

সমবণ্টন নীতিতে সমস্ত উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। কোথায় কী ধরনের উন্নয়ন করছি, তা মানুষ জানেন। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

-কৃষ্ণ সরকার, প্রধান

চল উড়ি।। *জলপাইগুড়িতে গয়েরকাটায় ছবিটি তুলেছেন বনশ্রী বাড়ুই।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

টোটো-পিকআপ ভ্যান সংঘর্ষে মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ২৩ নভেম্বর : খড়িবাড়িতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর। গুরুতর আহত দুই। মৃতের নাম অঞ্জু করি (১৬)। তার বাড়ি অধিকারীতে। অঞ্জু খড়িবাড়ির একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। খড়িবাড়ি-অধিকারী রাজ্য সড়কে বুন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় শনিবার বিকেল সওয়া চারটে নাগাদ পিকআপ ভ্যান ও যাত্রীবাহী টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

দুমড়ে-মুচড়ে যায় টোটোটি। সেখানে চালক ছাড়াও অঞ্জু এবং আরেক যাত্রী ছিলেন। স্থানীয়রা ওই তিনজনকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আনেন। পরবর্তীতে ছাত্রীটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। টোটোচালক প্রমথলাল সিংহ ও অপর ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। দুর্ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পিকআপ ভ্যান সহ চালককে আটক করে। খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে।

বধূর গলায় অস্ত্রের কোপ

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ নভেম্বর : বধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে। আক্রান্তের নাম সাবিনা খাতুন। ঘটনাকে ঘিরে শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের দক্ষিণ রাবভিটা এলাকায় হইচই পড়ে যায়। পরে পুলিশ গিয়ে জখমকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। এ খবর লেখা পর্যন্ত থানায় এবিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সাবিনার বর্তমান স্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রাক্তন স্বামী মেহবুব আলম তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। অভিযোগ, এরপর মেহবুব ওই বধূর ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে মহিলার গলায় কোপ মারে। বধূর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন বাড়ির সামনে ভিড় জমান। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে আসে। জখমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ক্ষতস্থানে বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে বলে খবর।

সাবিনার বর্তমান স্বামী সাদ্দাম হোসেনের অভিযোগ, 'এদিন বাড়িতে ঢুকে আমার স্ত্রী সাবিনাকে খুনের চেষ্টা করে মেহবুব আলম। গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারায় রক্তক্ষরণ হয় যথেষ্ট।' ওই কাণ্ড ঘটিয়েই এলাকা থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দেড়েক আগে আইনি মতে সাবিনাকে বিয়ে করেন সাদ্দাম। সাদ্দামের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীকে মাঝেমধ্যেই উত্যক্ত করত প্রাক্তন স্বামী মেহবুব। এনিয়ে গ্রামে একাধিকবার সালিশি সভা বসেছে। তবুও সমস্যা মেটেনি। সাদ্দামের দাবি, তিনি সাবিনাকে বিয়ে করায় মেহেবুব তাঁর জমির ফসলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

সাবিনার শাশুড়ি রবজা খাতুন বলছেন, 'ছেলে এবং আমার অনুপস্থিতিতে বৌমার ওপর হামলা হয়েছে। আমরা আতঙ্কে রয়েছি। এলাকায় চলাফেরা করতে ভয় হচ্ছে।' জখম গৃহবধূ বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে হামলায় অভিযুক্ত মেহবুব আলমের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি ইফতিকার উল হাসানের বক্তব্য, 'একটি ঘটনা ঘটেছে। জখমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। অভিযোগ জমা পড়লেই পদক্ষেপ করা হবে।'

অভিযুক্ত প্রাক্তন স্বামী

- সাবিনার বর্তমান স্বামীর অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীকে মাঝেমধ্যেই উত্যক্ত করত প্রাক্তন স্বামী মেহবুব
- একাধিকবার সালিশি সভা বসেছে, সমস্যা মেটেনি
- স্বামীর অনুপস্থিতিতে মেহবুব বাড়িতে ঢুকে ওই বধূর ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়
- থানায় ঘটনার অভিযোগ জমা পড়েনি এখনও পর্যন্ত

গ্রেপ্তার তেল চোর

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : আইওসি রোডে তেল চুরির সময় ধরা পড়ল এক তরুণ। ধৃতের নাম সুমন রায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সে আইওসি রোড থেকে তেল চুরি করছিল। সেসময় এনজেপি থানায় খবর যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দোকানে হানা

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : জিএসটি আধিকারিকরা হানা দিয়েছিলেন সেবক রোডের এক মিষ্টির দোকানে। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার দলটি ওই দোকানে হানা দেয়। সেখান থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন আধিকারিকরা। দোকানের অন্য শাখাতেও গিয়েছিলেন তাঁরা। দোকানের মালিক প্রদীপ বনসাল বলেছেন, 'জিএসটি'র আধিকারিকদের টিম এসেছিল। ওঁদের কিছু প্রশ্ন ছিল। আমরা যাবতীয় নথিপত্র দিয়েছি।'

সম্মেলন

চোপড়া, ২৩ নভেম্বর : সিপিএমের চোপড়া ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তৃতীয় সম্মেলন হল শনিবার। ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে সম্মেলনে এদিন ২০টি শাখার ২৩৬ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক, সিটু জেলা সম্পাদক স্বপন গুহ নিয়োগী, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি নেত্রী সুপ্রীতি ঘোষ মজুমদার প্রমুখ। ১৯ জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয় এদিন। পুনরায় সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ তরফদারকে। সম্মেলনে ট্যাব কেলেঙ্কারির মূল পান্ডাকে গ্রেপ্তার সহ স্থানীয় একাধিক ইস্যুতে দাবি ওঠে। ডালখোলায় ১১-১২ জানুয়ারি দলের ২৪তম জেলা সম্মেলন হবে।

রাস্তার চওড়া কমে বাড়তি যানজটে ক্ষোভ মানুষের

থানার সামনে বাগান যত্নহীন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে এবং রাস্তার পাশ দখলমুক্ত রাখতে শিলিগুড়ি থানার সামনে বছরকয়েক আগে বেশ কিছুটা অংশ লোহার গ্রিল দিয়ে ঘিরে বানানো হয়েছিল বাগান। সেখানে বসানো হয় রকমারি ফুল, পাতাবাহার গাছের টব। যত্নের অভাবে এখন সেটার বেহাল দশা। পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন শহরবাসী। পাশাপাশি অন্যতম ব্যস্ত থানার সামনে অনেকটা জায়গা আটকে রাখায় যানবাহন চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পথচারীরা এমন পরিকল্পনার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

থানা মোড় এলাকায় যানজট রোজকার ছবি। এই রাস্তাটি প্রয়োজনের তুলনায় কম চওড়া। বাগান তৈরির ফলে থানার সামনের অংশ চওড়ায় আরও ছোট হয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এছাড়া থানার সামনে বিভিন্ন সময় চারচাকার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ। সবমিলিয়ে যানজট আরও জটিল আকার নেয়।

এব্যাপারে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'পূর্ত দপ্তরের তরফে স্টেশন ফিডার রোড চওড়া করা হবে। সেজন্য অর্থবরাদ্দ হয়েছে। থানার সামনের অংশটি নিয়েও চিন্তাভাবনা রয়েছে দপ্তরের। সেখানে বাগানটি থাকবে নাকি অন্য কিছু করা যায়, তা দেখা হবে।'

থানার সামনে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ২০১৭ সালে পানীয় জলের মেশিন বসিয়েছিল। যন্ত্রটিও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি পেভার্স ব্লক বসানো লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটির অপরিচ্ছন্ন অবস্থা। যে কয়েকটি টবে গাছ এখনও বেঁচে, সেগুলির যে ঠিকঠাক পরিচর্যা হয় না, তা এক ঝলকে স্পষ্ট। থানা মোড়ে দোকান রাহুল বসাকের। তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন ঘটনায় আটক হওয়া যানবাহন থানার সামনে একসময় রাখা হত। পরবর্তীতে গাড়িগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে হকাররা বসতেন সেখানে। তাছাড়া অনেক রিকশা, টোটো দাঁড় করিয়ে রাখা হত। বেআইনি পার্কিং ঠেকাতে লোহার গ্রিল লাগিয়ে দেওয়া হল। শহরের রাস্তা এমনিই চওড়ায় ছোট। সেটা আরও ছোট করা উচিত নয়।'

পুজো-পার্বণের দিনে থানা মোড় এলাকায় রাস্তার ওপর দোকান বসে। তখন ভিড় বাড়ে। তাছাড়া, বছরের অন্যান্য দিনে অফিসটাইমে যানজট লেগে থাকে। বাবুপাড়ার বাসিন্দা সমর চক্রবর্তী, রাজীব কুণ্ডুদের কথায়, সৌন্দর্যায়নের নামে রাস্তার একটি অংশ আটকে না রাখাই ভালো। এতে সাধারণের সমস্যা কমার চাইতে বাড়ে। দখলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, সেটা রুখতে সবসময় ট্রাফিক পুলিশকর্মী মোতায়েন রাখা প্রয়োজন।

প্রশ্নে শিলিগুড়ি থানা মোড় এলাকার বাগান। শনিবার।

পরিকল্পনায় প্রশ্ন

- শিলিগুড়ি থানার সামনে দখল রুখতে জায়গা ঘিরে বসানো হয় নানা গাছের টব
- দেখভালের অভাবের ছাপ স্পষ্ট গাছগুলোতে, ঘিরে রাখা জায়গা অপরিচ্ছন্ন
- রাস্তাটি চওড়ায় কম, জায়গা আটকে রাখায় গাড়ি চলাচলে বাড়তি সমস্যা
- সাধারণ মানুষের মতে, দখল ঠেকাতে ঘিরে রাখা নয়, চলুক নজরদারি

পাচারে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ নভেম্বর : একাধিক মামলায় অভিযুক্ত মহম্মদ তাজুকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। ধৃতের বাড়ি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের ভোমাবস্তিতে। মহানন্দা থেকে ট্র্যাক্টরে করে বালি পাচারের অভিযোগে পুলিশ শনিবার তাকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন অভিযুক্ত নদী থেকে বালি তুলে বিধাননগরে দিকে যাচ্ছিল। তার কাছে নদী থেকে বালি তোলার বৈধ কোনও নথি ছিল না। পাচারে ব্যবহৃত বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। থানায় জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত বালি পাচারের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। এদিন আদালতে তোলা হলে ধৃতের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : শুক্রবার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক এসআই-এর। ওই পুলিশকর্মীর নাম অনিল সুব্বা। তিনি পুলিশলাইনে কর্মরত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর রাতে তিনি ইউনিফর্ম পরেই বাইক চালিয়ে নৌকাঘাট হয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিলেন। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। পেছনের দিক থেকে আসা বড় গাড়ির চাকা অনিলের মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনিল ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারে থাকতেন। অনিলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে পুলিশ মহলে।

ডিপিএস-এ 'জেনিথ-৪'

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : শনিবার ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলে ছিল বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, 'জেনিথ-৪'। পড়ুয়াদের গান, নাচ ও নাটকে জমজমাট রইল সারাদিন। একের পর এক পরিবেশনা দেখে অভিভূত অভিভাবকরা। ছোটদের কার্নিভাল নাচ, বড়দের নেপালি ও বাংলা লোকনৃত্য প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে সকলের। এছাড়া ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় দুটো নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরে প্রস্তুতি চলছিল। পড়ুয়াদের সাহায্য করেছেন ডিপিএসের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ জ্বালিয়ে। উপস্থিত ছিলেন কমলেশ আগরওয়াল, (সভাপতি বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশন), প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন-দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি, শরদ আগরওয়াল (প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন-দিল্লি পাবলিক স্কুল ফুলবাড়ি), স্নিগ্ধা আগরওয়াল (পরিচালক, দিল্লি পাবলিক স্কুল, ফুলবাড়ি), আনিশা শর্মা (অধ্যক্ষ, দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি), সুকান্ত ঘোষ (সহ অধ্যক্ষ, দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি), অম্লান সরকার (প্রধান শিক্ষক, দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি), মনওয়ারা বি আহমেদ (অধ্যক্ষ, দিল্লি পাবলিক স্কুল, ফুলবাড়ি) প্রমুখ। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের বিশেষ সম্মানীয় অতিথিরা ছিলেন সুরেন্দ্র সিং (কমান্ডিং অফিসার, সিআরপিএফ), একে সিং (ডিআইজি, রানিডাঙ্গা), নায়াজ আহমেদ (ডেপুটি কমান্ডার, সিআরপিএফ)।

কোচবিহার রাসমেলা ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র হোক

পড়ুয়াদের উৎসাহিত করার জন্য ক্ষেত্র বা মাধ্যম দরকার। রাসমেলা অন্যতম মাধ্যম হতে পারে, আলোকপাত করলেন মুগাভোগ হাইস্কুলের শিক্ষক প্রদীপ ঝাঁ

দ্রুত বদলে যাচ্ছে সমাজ। কোচবিহারের মতো ছোট শহরেও নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি দ্রুত বাড়ছে। বাচ্চাদের বড় অংশ তাদের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে বা তাদের আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে অবগত নয়। তারা নিজের এলাকার ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতির পরম্পরা সম্পর্কেও সেভাবে অবগত নয়। নিজ এলাকার পরম্পরা না জানলে মানবিক গুণাবলি বিকাশ পূর্ণতা পায় না। তবে তাদেরই বা দোষ কোথায়? আমরা তাদের এসবে উৎসাহিতও করি না তেমনভাবে।

স্কুল, কলেজের পাঠক্রমেও কোচবিহারের ইতিহাস শেখার সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়াও শিক্ষায় কর্পোরেট জগতের প্রবেশ আমাদের মস্তিষ্কে সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, 'ধুর! এসব ব্যাকডেটেড... এই যুগ শুধু এআই, রোবোটিক্স, ইংরেজি ভাষা ইত্যাদির যুগ...' এভাবেই সুকৌশলে বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনেক মৌলিক চিন্তা ও চর্চার ক্ষেত্রকে অবহেলা করতে শেখাচ্ছে কর্পোরেট শিক্ষাজগতের একটি অংশ।

নানা রংয়ে বর্ণাঢ্য রাসমেলা শনিবার সন্ধ্যায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

এমন সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নিজের এলাকার, জেলার ইতিহাসচর্চা জরুরি। শুধু পুঁথিগত চর্চাই নয়, ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্য দিয়ে এমন চর্চায় পড়ুয়াদের উৎসাহিত করা দরকার এবং এই ক্ষেত্রসমীক্ষাই পড়ুয়াদের তার নিজের সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে, যা তাদের সামাজিক বিকাশেও সহায়ক।

পড়ুয়াদের কোনও কিছুতে উৎসাহিত করার জন্য ক্ষেত্র বা মাধ্যম দরকার। আমাদের কোচবিহার জেলার রাসমেলা সেক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। স্থানীয় ইতিহাসচর্চায় আগ্রহী শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পড়ুয়ারা দিনেরবেলায় রাসমেলা ভ্রমণ করতে পারে। রাসমেলা ভ্রমণকালে তাদের শোনানো যেতে পারে এই মেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পরবর্তীতে এবিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের দিয়ে প্রোজেক্ট করানো যেতেই পারে। যেখানে পড়ুয়ারা রাসমেলার বিবর্তন তুলে ধরার চেষ্টা করবে। বলা বাহুল্য, মদনমোহনবাড়ির রাসচক্র, নহবত, পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে মাটির মূর্তি প্রদর্শনী, মদনমোহন সহ সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পড়ুয়াদের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু করতে সহায়ক হবে।

বিষয়টি অনুসন্ধানযোগ্য। কোচবিহারের প্রজাবৎসল মহারাজারা রাসমেলার মধ্য দিয়ে প্রজাদের সারা দেশ থেকে আসা নানা সামগ্রী ক্রয় করার সুযোগ দিতেন। কারণ সে যুগে আজকের মতো বাজারহাট বা অনলাইন শপিংয়ের সুযোগ ছিল না। জানা যায়, কোচবিহারে বিমান চলাচল শুরু হওয়ায় পর রাসমেলার সময় বিমানে চেপে কোচবিহারের আকাশে এক চক্কর দেওয়ার সুযোগ পেতেন সাধারণ মানুষ। এছাড়াও 'সর্নপ্রিথা' বা সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত সময়ে শুধুমাত্র মহিলাদের প্রবেশ ছিল রাসমেলায়। পুরুষরা সেসময় প্রবেশ করতে পারতেন না। এমন অনেক মজার বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে নিয়ে এলে রাসমেলার মধ্য দিয়ে কোচবিহারের রাজ ইতিহাসচর্চায় আজকের প্রজন্ম উৎসাহিত হবে বলে মনে করি।

ট্যাব কাণ্ডে ধৃত আরও ১

চোপড়া, ২৩ নভেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারিতে শনিবার চোপড়া থানা এলাকা থেকে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম হাকিম মহম্মদ। হুগলি জেলার চন্দননগর সাইবার থানার পুলিশ চোপড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বছর ছাব্বিশের ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। জানা গিয়েছে, ধৃত তরুণ পেশায় অস্থায়ী চা শ্রমিক। ট্যাব কাণ্ডে সে একজন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে অন্যের অ্যাকাউন্ট জোগাড় করার কাজ সে করত কি না সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ ধৃতকে নিয়ে এদিনই চন্দননগরের উদ্দেশে রওনা দেয়। ট্যাব কাণ্ডে বৃহস্পতিবার রাতে চোপড়া থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এনিয়ে শনিবার পর্যন্ত চোপড়া থানা এলাকায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৭। চন্দননগর থানায় পুলিশ এদিন এলাকায় আরও একাধিক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুলিশের টিম অভিযুক্তদের খোঁজে আসছে।

মমতাকে কটাক্ষ সুকান্তর

বাগডোগরা, ২৩ নভেম্বর : জমি মাফিয়া, বালি মাফিয়াদের গ্রেপ্তার করার কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী মাঝেমধ্যেই মানুষকে বোকা বানান। শনিবার দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে এমন কথা বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তর কথায়, 'গ্রেপ্তার করার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে কেন? এতদিন ধরে এইসব কারবার চলছে, তিনি কিছু জানেন না? তিনি যদি না জেনে থাকেন তাহলে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশমন্ত্রী করা নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি সুকান্ত।

ছাত্র জোড়ো অভিযান

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : দার্জিলিং জেলায় ছাত্র জোড়ো অভিযান শুরু করল ছাত্র পরিষদ। শনিবার রাজ্য ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াংকা চৌধুরীর উপস্থিতিতে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করা হয়। পাশাপাশি সংগঠনকে কীভাবে মজুবত করা যাবে, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শাহনওয়াজ হোসেন, শ্রুতি যাদব সহ অন্যরা।

খেলার ছলে। শিলিগুড়ি সংলগ্ন হাতিয়াডাঙ্গায় একদল খুদে। শনিবার বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর তোলা ছবি।

স্কুলছুট আটকাতে একগুচ্ছ ব্যবস্থা

শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ উদ্যোগ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : স্কুলছুট আটকাতে নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিচ্ছে শিক্ষা দপ্তর। স্কুলছুট হওয়ার পরে নয়, বরং কোনও পড়ুয়ার মধ্যে স্কুলছুট হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ তা চিহ্নিত করতে হবে। পাশাপাশি সে সংক্রান্ত রিপোর্ট বিস্তারিত শিক্ষা দপ্তরে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হচ্ছে স্কুলছুটের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে স্কুলগুলোকে আরও বেশি নজর দিতে বলা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের তরফে।

প্রাথমিক স্কুলগুলিতে অনেক সময় দেখা যায় কিছু পড়ুয়া মাঝেমধ্যেই লম্বা দিন স্কুলে আসে না। সেই পড়ুয়ারা কী কারণে অনুপস্থিত থাকছে? তাকে পড়াশোনা করতে পরিবার থেকে বাধা দিচ্ছে কি না, সে সমস্ত দিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নজর রাখতে হবে বলে জানানো হয়েছে। কারণ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা মনে করছেন, কোনও পড়ুয়া স্কুলছুট হওয়ার আগে তাদের মধ্যে কিছু লক্ষণ দেখা যায়। সে লক্ষণ চিহ্নিত করে পড়ুয়াদের স্কুলছুট হওয়া থেকে আটকাতে হবে। প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি হাইস্কুলগুলিকেও এব্যাপারে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

এতদিন কোনও পড়ুয়া স্কুলছুট হলে তার বাড়ি গিয়ে তাকে পুনরায় স্কুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন নির্দিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কিন্তু তারপরেও খুব একটা লাভ

হয়নি। তাই আগে থেকেই স্কুলছুট হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলে সেইসব পড়ুয়াদের চিহ্নিত করে তাদের স্কুলছুট হওয়া থেকে আটকাতে হবে বলে মনে করছে শিক্ষা দপ্তর। এবিষয়ে রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দুর্বা ব্রহ্ম বলেন, 'নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে পড়ুয়াদের উপস্থিতির ওপর আরও বেশি করে নজর দিতে নির্দেশ এসেছে। কোনও পড়ুয়া দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ নিতে হবে। এছাড়াও এব্যাপারে রেজিস্ট্রার মেনে চলতে বলা হয়েছে।'

এমনিতেই দিন-দিন সরকারি স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে, তারমধ্যে স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়লে পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে ঠেকবে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) বৈঠক হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় জানান, আগের থেকে স্কুলছুটের সংখ্যা শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় অনেকটা কমেছে।

শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের বাজারে অভিযান

কমতে পারে আলুর দাম

রণজিৎ ঘোষ ও শুভজিৎ চৌধুরী

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২৩ নভেম্বর : রবিবার থেকে শিলিগুড়ির বাজারে আলু, পেঁয়াজের দাম কমবে। শনিবার টাস্ক ফোর্স সহ প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকের পর এমনই দাবি করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। অন্যদিকে, দাম নিয়ন্ত্রণে শনিবার ইসলামপুর নিয়ন্ত্রিত বাজারে পাইকারি এবং খুচরো বাজারে অভিযানে নামেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবের নেতৃত্বে ইসলামপুর পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার কমলকান্তি তলাপাত্র সহ উত্তর দিনাজপুর জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির আধিকারিকরা যৌথভাবে অভিযানে নামেন।

চলতি সপ্তাহেই আলুর চড়া দাম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম কমাতে তিনি প্রতিটি জেলায় টাস্ক ফোর্সের নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেন। এরপরই রাজ্যজুড়ে তৎপরতা শুরু হয় প্রশাসনিক কর্তাদের। শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে টাস্ক ফোর্সের জরুরি বৈঠক ডাকেন মেয়র। অন্যদিকে, শনিবার থেকেই ইসলামপুরের বাজারে অভিযান শুরু করলেন প্রশাসনিক কর্তারা।

এদিনের বৈঠক শেষে মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'পাইকারি বাজারে জ্যোতি আলু বর্তমানে ২৭-২৮ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। খুচরো ব্যবসায়ীরা সেটা ৩৪-৩৫ টাকায় বিক্রি করছেন। দাম কমিয়ে ৩২ টাকা করতে বলা হয়েছে। পাইকারি বাজারে পেঁয়াজ ৩৮-৪২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সেই পেঁয়াজ খুচরো বাজারে ৪৫-৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।' মেয়র এমন দামের কথা জানালেও, ক্রেতারা বলছেন, আলু ৩৫-৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজ বিকোচ্ছে ৬০-৭০ টাকা প্রতি কেজিতে। যদিও মেয়র বলছেন, '৩২ টাকার বেশি দামে জ্যোতি আলু যাতে বিক্রি না হয় সেটা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এক সপ্তাহ পরে আবার পর্যালোচনা বৈঠক করব। এর মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সুফল বাংলা এবং প্রয়োজনে পুরনিগমের তরফেও ন্যায্য দামে আলু, পেঁয়াজ বিক্রি করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে।'

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র বললেন, 'বারবার খুচরো বিক্রেতাদের ওপরে চাপ আসে। কিন্তু পাইকারি বাজারেই দাম বেশি। এক বস্তা আলু গাড়িতে করে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রি করতে হয়। পাশাপাশি পাইকারি বাজারে নাসিকের পেঁয়াজ ৬০ টাকা কেজিতে কিনতে হচ্ছে। ফলে সেটার দামও বেশি। আমরা সমস্ত ব্যবসায়ীকে লভ্যাংশ কম রেখে বাজারে আলু, পেঁয়াজ বিক্রি করতে বলেছি।'

বাজারে নেই ক্রেতা। ডালা সাজিয়ে বসে রয়েছেন ব্যবসায়ী। শনিবার সুভাষপল্লি বাজারে। ছবি : তপন দাস

দাম বিভ্রাট

- পাইকারি বাজারে আলুর দাম ২৭-২৮ টাকা
- খুচরো বাজারে বিকোচ্ছে ৩৫-৪০ টাকায়
- খুচরো বাজারে পেঁয়াজ বিকোচ্ছে ৬০-৭০ টাকা প্রতি কেজিতে
- রসুনের দাম ৪০০ টাকা কেজি
- রসুনের দামের ওপরও নিয়ন্ত্রণ চাইছেন ক্রেতারা

অন্যদিকে, ইসলামপুরের বাজারে আলু-পেঁয়াজের পাশাপাশি রসুনের দামেও নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা। ইসলামপুর শহরের ইসমাইল চক এলাকার বাসিন্দা মাসুদ আলম বলেন, 'অক্টোবর মাস থেকে রসুনের দাম ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এখন খুচরো বাজারে ৪০০ টাকা কেজি দরে রসুন বিক্রি হচ্ছে। আলু, পেঁয়াজের মতো রসুনের দামেও নিয়ন্ত্রণ চাইছি।'

এদিনের অভিযানের পর আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের দাম ৪৭-৫০ টাকা হলেও, খুচরো বাজারে ৬০-৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পাইকারি বাজারে আলু ২৫ টাকা কিন্তু খুচরো বাজারে সেটাই ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে সাধারণ ক্রেতারা বলছেন, খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম ৭০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে এবং আলু ৪০ টাকাতেও বিক্রি হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনিক আধিকারিকদের দেখে দোকানদাররা দাম কমিয়ে দিচ্ছেন। মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, 'কয়েকটি দোকানে দামের হেরফের লক্ষ করা গিয়েছে। কীভাবে আলু-পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায় আমরা সেই চেষ্টা করছি।'

থানায় স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : একদিকে দেদারে চলছে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা। অন্যদিকে, বালি-পাথর তোলা বন্ধ রয়েছে বলে, কাজ পাচ্ছেন না, তাই বালি-পাথর তুলতে দেওয়ার দাবি জানিয়ে একদল লোক বিডিও অফিসে ডেপুটেশন জমা। আর দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে মাটিগাড়া থানা এলাকায় উত্তাপ রয়েছে। এরমধ্যে শনিবার সকালে রানানগর ঘাট এলাকা থেকে বালি তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি ট্রাক ও একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

এদিন বালিবোঝাই ওই ট্রাক, ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরেই ফের স্মারকলিপি দিতে থানায় যান কয়েকজন ব্যক্তি। তাঁদের দাবি ছিল, বালি-পাথর তোলার অনুমতি দেওয়া হোক। এরপরই তাঁদের প্রশ্ন করা হয়, বালি তোলা যদি না হচ্ছে, তাহলে বালিবোঝাই এই ট্রাক-ট্র্যাক্টর এল কোথা থেকে? যদিও প্রশ্নের উত্তরে ওই ব্যক্তিরা কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। মুহূর্তেই তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠলেন, 'ওই বালি যেখান থেকে তোলা হয়েছে। আমরা সেখান থেকে আসিনি।'

বালাসনকে কেন্দ্র করে মাটিগাড়া এলাকাজুড়ে বালি-পাথর পাচারের কারবার চলছে। কয়েকদিন আগে উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর থেকেই খাতায়-কলমে বালাসন থেকে বালি-পাথর তোলা বন্ধ রয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্য কথা বলছে। দেদারেই চলছে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলার কাজ। যদিও বালি-পাথর তোলা বন্ধের নির্দেশের পর থেকেই একশ্রেণির মানুষ আন্দোলনে নেমেছেন। রামকৃষ্ণজোতের বাসিন্দা বিষ্ণু রায় বলেন, 'বালাসন সংলগ্ন তারাবাড়ি, মৌজাবস্তি, রামকৃষ্ণজোতের বাসিন্দারা পুরোপুরি বালি-পাথর তোলার কাজের ওপরই নির্ভরশীল। কাজ বন্ধ রয়েছে। আমরা খেতে পাব কীভাবে?'

অন্য রাস্তায় কাজ ঠিকাদারের

প্রতিবাদে বিক্ষোভ ডাঙ্গুজোতের বাসিন্দাদের

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৩ নভেম্বর : শিডিউলে থাকা ১৩০০ মিটার রাস্তা তৈরি না করে, ১২০০ মিটার রাস্তা তৈরির অভিযোগ ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে খড়িবাড়ি ব্লকের নেপাল সীমান্তের ডাঙ্গুজোত এলাকায় বিক্ষোভ স্থানীয়দের। যদিও কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার কর্ণধার ত্রিনাথ ঘোষের দাবি, '১২৪০ মিটার রাস্তার কাজ করা হচ্ছে। শিডিউলে থাকা বাকি ৬০ মিটার রাস্তা স্থানীয় জনপ্রতিনিধির চাপে ডাঙ্গুজোত মোড়ের অপর একটি রাস্তার বেহাল অংশের কাজ করা হচ্ছে।'

ঠিকাদার এমন দাবি করলেও বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'ঠিকাদারকে ১৩০০ মিটার রাস্তা তৈরি করতে হবে। বিনা অনুমতিতে শিডিউলের বাইরে অন্য রাস্তার কাজ করলে তা গ্রাহ্য হবে না। ১২০০ মিটার রাস্তা তৈরি করলে ওই সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে সমস্ত বিল আটকে দেওয়া হবে।' তিনি জানান, দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

খড়িবাড়ি ব্লকের ডাঙ্গুজোত গ্রামে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পে ৫০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪২১ টাকা ব্যয়ে ১৩০০ মিটার পাকা রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। শিডিউল অনুযায়ী রাস্তাটি খড়িবাড়ি দেবীগঞ্জের পূর্ত দপ্তরের রাস্তার সংযোগস্থল থেকে নেপাল সীমান্তের এসএসবির বর্ডার আউটপোস্ট পর্যন্ত তৈরির কথা থাকলেও, ঠিকাদার সংস্থা ১২০০ মিটার রাস্তা তৈরি করছে। বাকি ১০০ মিটার রাস্তা তৈরি না করায় স্থানীয়রা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। জানা গিয়েছে, বিষয়টি প্রথমে মৌখিকভাবে খড়িবাড়ি বিডিওকেও জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ না করায় জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে শনিবার ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী এলাকায় বিক্ষোভ দেখান।

> ঠিকাদারকে ১৩০০ মিটার রাস্তা তৈরি করতে হবে। বিনা অনুমতিতে শিডিউলের বাইরে অন্য রাস্তার কাজ করলে তা গ্রাহ্য হবে না। ১২০০ মিটার রাস্তা তৈরি করলে ওই সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে সমস্ত বিল আটকে দেওয়া হবে।
>
> **অরুণ ঘোষ,** *সভাধিপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ*

স্থানীয় অশোক শাহ বলেন, 'বিষয়টি বিডিওকে মৌখিকভাবে জানানো হলেও ঠিকাদার সংস্থা বাকি ১০০ মিটারের কাজ শুরু করেনি। তাই বাধ্য হয়ে জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।' স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাকি রাস্তা তৈরি না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

বন্ধ থাকল ধান কেনা

চোপড়া, ২৩ নভেম্বর : সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে ধলতা নিয়ে কৃষকদের একাংশের অভিযোগে শনিবার দীর্ঘক্ষণ ধান কেনা বন্ধ থাকল চোপড়ায়। কৃষকদের একাংশের অভিযোগ, ইচ্ছামতো ধলতা কাটা হচ্ছে। এদিকে, মিল মালিকরা জানিয়েছেন, অনেকেই মাঠ থেকে ধান কেটে সরাসরি শিবিরে নিয়ে আসছেন। তাছাড়া ধানের গুণগতমানের উপর ভিত্তি করে নিয়ম মেনেই ২-৩ শতাংশ পার্সেন্টেজ কাটা হচ্ছে।

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলেন, 'কৃষকদের থেকে অভিযোগ পেয়েছি ৫-৬ শতাংশ পর্যন্ত ধানের ধলতা কাটা হচ্ছে।' চোপড়া ধান ক্রয়কেন্দ্রের পারচেজিং অফিসার (পিও) বিবেক সরকারের বক্তব্য, 'তেমন কোনও ব্যাপার নয়। কিছু সমস্যা হয়েছিল, আলোচনা মাধ্যমে মিটে গিয়েছে।' এদিন দফায় দফায় ঝামেলার জেরে দূর থেকে আসা কৃষকরা সমস্যার সম্মুখীন হন। দাসপাড়া ও লক্ষ্মীপুর এলাকা থেকে আসা কৃষকদের মধ্যে পরমলাল সিংহ ও মহম্মদ দবিরউদ্দিন জানান, তাঁদের সেরকম কোনও অভিযোগ নেই। তবে সকাল ন'টায় শিবিরে এসেও, বিকাল চারটা অবধি কোনও কাজ হয়নি।

বিএড কলেজ চালুর দাবি

ইসলামপুর, ২৩ নভেম্বর : শনিবার সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের পশ্চিমবঙ্গ উর্দু আকাদেমির উদ্যোগে সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় ইসলামপুর উর্দু আকাদেমির কনফারেন্স হলে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইসলামপুর উর্দু আকাদেমির ভবনে বিএড কলেজের পাশাপাশি ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস এবং ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার কোচিং চালুর দাবি তোলেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। তাঁর সুরে সুর মেলান স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। তাঁদের দাবি মেনে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন পশ্চিমবঙ্গ উর্দু আকাদেমির ভাইস চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার সাংসদ নাদেমুল হক। অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব, ইসলামপুরের পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল প্রমুখ।

সচেতনতা

বাগডোগরা, ২৩ নভেম্বর : শনিবার সেবাকেন্দ্র নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির সহযোগিতায় বাগডোগরার কাছে মিনগাড়া গ্রামে ক্যানসার বিষয়ক সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সোসাইটির তরফে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এমকে ভট্টাচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সেবাকেন্দ্রের তরফে রাজু সহ অন্য সদস্যরা। ছিলেন সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির মোদেস্টা কেরকেট্টা, লিপি ঘোষ রায় প্রমুখ।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উল্লাস বিএসএফ কদমতলার খেলোয়াড়দের।

প্রিমিয়ারের শুরুতে ধূপগুড়ির রেফারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল শনিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হল। পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাব ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব গোলশূন্য ড্র করেছে।

ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন নেতাজির আকাশ প্রধান। তবে শহরের ক্রীড়ামহলের একটা অংশের তরফে সমালোচনা করা হয়েছে ধূপগুড়ির রেফারি ও তাঁর দুই সহকারী লিগের প্রথম ম্যাচ পরিচালনা করায়। তাঁরা এই ঘটনায় শিলিগুড়ির রেফারিদের উঠে আসার পথ বন্ধ করা হল বলে মনে করছেন। যার উত্তরে শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার সচিব রানা দে সরকার বলেছেন, 'ধূপগুড়ির রেফারি প্রণয় সাহা জাতীয় পর্যায়ের রেফারি। কিছুদিন আগে তিনি সন্তোষ ট্রফিতে ম্যাচ পরিচালনা করেছেন।' তাঁর আরও সংযোজন, 'কিছুদিন আগেই জলপাইগুড়িতে আইএফএ'র প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির রেফারিরা ম্যাচ পরিচালনা করে এসেছেন। কলকাতা রেফারি সংস্থার অধীনে এই ধরনের আদানপ্রদান হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলিও নিরপেক্ষ জায়গার রেফারি চেয়েছিল। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

চ্যাম্পিয়ন কদমতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : এইচবি বিদ্যাপীঠের পালিরাম আগরওয়াল ট্রফি আন্তঃস্কুল ছেলেদের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল বিএসএফ কদমতলা। ফাইনালে তারা ২৫-১৫, ২৫-১৯ পয়েন্টে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে টেকনো ২৬-২৪, ২৫-২২, ১৫-১২ পয়েন্টে নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কদমতলা ১৫-১৩, ১৫-৬ পয়েন্টে রয়্যাল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। পুরস্কার তুলে দেন এসএসবি'র আইজি সুধীর কুমার, তাঁর স্ত্রী প্রতিভা সিং, বিএসএফ সিনিয়ার সেকেন্ডারি স্কুল কদমতলার প্রিন্সিপাল ভাবনা মিশ্র, এইচবি বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল অর্চনা শর্মা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগের ইনচার্জ সঞ্জয় টিব্রেওয়াল প্রমুখ।

সেরা বিজলিমণি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ ও মাদাতি শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ আয়োজিত পুরুষদের আন্তঃবাগিচা ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয় বিজলিমণি চা বাগান। মাদাতি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে তারা ২-১ গেমে মতিধর চা বাগানকে হারিয়েছে।

বাগডোগরায় হরভজন

বাগডোগরা, ২৩ নভেম্বর : শনিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সড়কপথে পূর্ণিয়ায় যান জাতীয় দলের

প্রাক্তন স্পিনার হরভজন সিং। সেখানে একটি স্কুলের স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই তাঁর এখানে আসা। তাঁর কথায়, 'জীবনে প্রথমবার শিলিগুড়ি এলাম। শিলিগুড়ি তথা দার্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য গোটা বিশ্বের মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।' এরপরে সময় নিয়ে আরেকবার বেশিদিনের জন্য এসে এখানে ছুটি কাটানোর ইচ্ছের কথা জানান। ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে চলা টেস্ট প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'সূচনা ভালো হয়েছে। জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।'

বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার হরভজন সিং। শনিবার।

ফাঁসিদেওয়ায় দমকলকেন্দ্র সেই তিমিরেই

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ নভেম্বর : বহুবার দাবি উঠলেও ফাঁসিদেওয়া ব্লকে গড়ে ওঠেনি দমকলকেন্দ্র। পরিকল্পনা নাকি সদিচ্ছার অভাব, উত্তর মেলে না। এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটলে রাজনৈতিক দলের নেতারা শুধু আশ্বাস দেন। অথচ সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ে না।

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেছেন, 'দমকলকেন্দ্র তৈরির জন্য ব্লকের কোথায় ফাঁকা জমি রয়েছে তা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাছে জানতে চাওয়া হবে। তারপরেই এলাকায় দমকলকেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।' অর্থাৎ 'হবে'। এখনও হয়নি কিছুই।

উত্তরবঙ্গে একাধিক দমকলকেন্দ্র গোড়া তোলা হবে। কয়েকদিন আগে শিলিগুড়িতে এসে বৈঠক করে এমনটাই জানিয়ে গিয়েছিলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এখনও তা বাস্তবায়নে কোনও উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। তবে তার আগে প্রশ্ন, এতদিনেও ফাঁসিদেওয়ায় দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হল না কেন?

এই সুযোগে শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী বিজেপি। ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষের বক্তব্য, 'শাসকদলের স্থানীয় নেতারা ভোটের প্রচারে বেরিয়ে বিভিন্ন সময় দমকলকেন্দ্র তৈরির আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আজও তা তৈরি হয়নি।'

সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়। তিনি বলছেন, 'এর আগে আমরা দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম। আমরা আবার দমকল দপ্তরে আর্জি জানাব।'

মাঝেমধ্যেই ফাঁসিদেওয়ায় অগ্নিকাণ্ডে দোকান-বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে আসে। তখন কিছুদিন দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি ওঠে। তারপর সেই আগুনের তাপ ঠান্ডা হতেই সকলে নীরব হয়ে যায়।

চলতি বছর চটহাট-বাঁশগাও গ্রাম পঞ্চায়েতের দুধখাওয়াগছে ছয়টি বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। জালাস নিজামতারার লিউসিপাকড়িতে অগ্নিকাণ্ডের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছয়টি দোকান। ঘোষপুকুরে পাটকলে আগুন লাগে। তালিকাটা লম্বা।

ফাঁসিদেওয়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে মাটিগাড়া কিংবা শিলিগুড়ি থেকে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগেই সব শেষ হয়ে যায়। এই পথে সমস্যা তৈরি করে রাঙ্গাপানি রেলগেট। এদিকে, মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়ি থেকেও ফাঁসিদেওয়া কিংবা চটহাটের দূরত্ব অনেক। ইঞ্জিন পৌঁছাতে অনেক সময় দেরি হয়। ফলে ক্ষতি হয়ে যায় অনেক বেশি।

জায়গার সমস্যা

- আগুন লাগলে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়
- এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যায়
- বারবার দাবি সত্ত্বেও ফাঁসিদেওয়ায় গড়ে ওঠেনি দমকলকেন্দ্র
- প্রশাসন সূত্রে খবর, জায়গা না পাওয়াই মূল সমস্যা
- ভূমি দপ্তরের কাছে ফাঁকা জমির ব্যাপারে জানতে চাওয়া হবে

চটহাটের বাসিন্দা খুরশিদ আলমের মন্তব্য, 'আমাদের গ্রামটি শহর থেকে অনেক দূরে। এর আগে অগ্নিকাণ্ডের সময় দমকল আসতে দেরি হয়। এর ফলে একাধিক বাড়ি ভস্মীভূত হয়েছিল।' ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা অনুপ দেবনাথের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে দমকলকেন্দ্র তৈরির দাবি তুলছি আমরা। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি।'

দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না কেন? প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত জায়গার অভাবেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়রা বলছেন, ঘোষপুকুরে দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে।

আইএসএফের সৌজন্যে মুখরক্ষা

জামানত খুইয়ে দুরমুশ বাম-কংগ্রেস

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : উপনির্বাচনেও রক্তক্ষরণ ঠেকানো গেল না বামেদের। রাজ্যের পাঁচটি বিধানসভা আসনেই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে বামপ্রার্থীদের। দলের অন্দরে আইএসএফ-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সংশয় থাকলেও এবার নৌসাদ সিদ্দিকিদের কারণেই মুখ রক্ষা হয়েছে বামেদের। শুধুমাত্র হাড়োয়া আসনটিতেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বামফ্রন্ট সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী। বাম প্রার্থীরা মাদারিহাট, নৈহাটি, মেদিনীপুর ও তালডাংরায় তৃতীয় স্থানে, সিতাইতে চতুর্থ স্থানে, আইএসএফ প্রার্থী হাড়োয়ায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। এবার প্রদেশ কংগ্রেস একক শক্তিতেই লড়াইয়ে নামে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সিতাই ছাড়া বাকি পাঁচটি আসনেই চতুর্থ স্থানে রয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। নোটার থেকে তাদের প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান সামান্যই। ছয় কংগ্রেস প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক 'রংবিহীন' আরজি কর আন্দোলনের পরেও ভোটব্যাংকের ঝুলি ফাঁকাই রইল বামেদের। বৃহত্তর বাম ঐক্যের ডাক দিয়ে প্রথমবার নকশালপন্থী সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর সঙ্গে সমঝোতা এবং আইএসএফের সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের পরেও ভোট শতাংশের নিরিখে একেবারে তলানিতে ঠেকল বামেদের প্রাপ্ত ভোট। এবার মাদারিহাটে আরএসপি প্রার্থী ৩৪১২টি ভোট পেয়েছেন। লোকসভায় ওই আসনে বামেদের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪০৪৩টি। কোচবিহারের সিতাই একসময় ফরওয়ার্ড ব্লকের গড় হিসেবে পরিচিত ছিল। এবার সিতাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ৩৩১৯টি। লোকসভায় প্রাপ্ত ভোট ছিল ২১৬২টি। সেই তুলনায় কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ ৯১৭৭টি ভোট পেয়েছেন। ওই আসনে নজিরবিহীনভাবে ভোট বেড়েছে কংগ্রেসের। নৈহাটিতে সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর প্রার্থী ৭৫৯৩টি ভোট পেয়েছেন। লোকসভায় ওই আসনেই সিপিএম প্রার্থী ১৪৯২৫টি ভোট পেয়েছিলেন। হাড়োয়ায় আইএসএফ প্রার্থী ২৫৬৮৪টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। লোকসভায় সিপিএম পেয়েছিল ৭৪৭০টি। মেদিনীপুরে সিপিআই প্রার্থী ১১৮৯২টি ভোট পেয়েছেন। গত লোকসভায় প্রাপ্ত ভোট ছিল ১১১৮৩টি। তালডাংরায় সিপিএম প্রার্থী ১৯৪৩০টি ভোট পেয়েছেন। লোকসভায় ১৬৫২৫টি ভোট পেয়েছিল সিপিএম। লোকসভার নিরিখে তালডাংরা ও মেদিনীপুর ছাড়া সিতাই, মাদারিহাট, নৈহাটিতে ভোট কমেছে বামেদের। শেষ মুহূর্তে দ্বিধা রেখে আইএসএফের সঙ্গে জোটে গিয়ে একমাত্র বাম সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে হাড়োয়ায় নৌসাদের প্রার্থীই মুখ রক্ষা করেছে বামেদের। কিন্তু ওই আসনে লোকসভার নিরিখে ২.৫ শতাংশ ভোট কমেছে আইএসএফের। বামেদের সঙ্গে জোটে না গিয়ে নয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে একক শক্তিতে লড়াই তাদের কাছে অ্যাসিড টেস্টের মতো ছিল। কিন্তু ছটি আসনেই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থীদেরও। সিতাইয়ে ৯১৭৭, মাদারিহাটে ৩০২৩, নৈহাটিতে ৩৮৮৩, হাড়োয়ায় ৩৭৬৫, মেদিনীপুরে ৩৯৫৯, তালডাংরায় ২৮২২টি ভোট পেয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। তবে এই নির্বাচনের ফল নিয়ে আক্ষেপ নেই প্রদেশ কংগ্রেসের। কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে এবং সংগঠনকে মজবুত করতে একক লড়াইয়েই বিশ্বাস রাখছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। পরবর্তীতে বামেদের সঙ্গে সমঝোতার রাস্তায় প্রদেশ কংগ্রেস হাঁটবে কিনা সেটাই দেখার। নির্বাচনি ফল নিয়ে প্রতিবারের মতো এবারও কাটাছেঁড়ায় বসবে বামেরা। ত্রুটি-বিচ্যুতি, সাংগঠনিক ব্যর্থতা, আন্দোলন সংগঠনে পদক্ষেপের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা হবে। তবে এই ধরাশায়ী পরিস্থিতি থেকে আদৌ মুক্তি ঘটবে কিনা তা নিয়েই সংশয় রয়েছে আলিমুদ্দিনের। এদিকে আইএসএফের দাবি, বামেদের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তাদের ভোট কমেছে। ফলে আগামী দিনে বামেদের সঙ্গে সমঝোতার রাস্তায় আইএসএফ থাকবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

জয় উদযাপন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে। (উপরে)
উপনির্বাচনে মাদারিহাট, সিতাই সহ বাংলার ছয় আসনের রং সবুজ। সেই আনন্দে উল্লাস আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল সমর্থকদের।

উত্তরে '২৬-এর অঙ্ক আরও কঠিন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

চন্দ্রবিন্দু'র গায়করা সেই কবেই গেয়েছিলেন, 'দাদা, অঙ্ক কী কঠিন...'। সেই গান হয়তো শোনার সুযোগ হয়নি মনোজ টিগ্গা বা নিশীথ প্রামাণিকদের। অনেক সময় জানা পদ্ধতিতেও অঙ্ক মেলানো যে সহজ কাজ নয় সেটা তাঁরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। তাই মাদারিহাট ও সিতাইতে সহজ সমীকরণ মেলাতেও ল্যাজেগোবরে হয়ে গিয়েছে পদ্ম শিবির। উত্তরবঙ্গে বিজেপির ছন্নছাড়া ছবিটা দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। গেরুয়া নেতারা যা-ই ব্যাখ্যা দিন না কেন, ২০২৪-এর উপনির্বাচনের আফটার শক কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনে নিশ্চিতভাবেই পড়বে। গোষ্ঠীকোন্দল মিটিয়ে এখনই সংগঠন গোছাতে না পারলে প্রায় দু'বছর পর উত্তরের রাজনীতিতে গেরুয়া রাশ শিথিল হওয়া শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

কোনও দায়িত্ব পালন না করেও মাসের শেষে বেতন পেয়ে যাওয়াকে সরকারি দপ্তরগুলিতে কটাক্ষ করে 'হাওয়া ডিউটি' বলা হয়। সত্যি বলতে উত্তরের বিজেপি নেতারা হাওয়া ডিউটিই করে যাচ্ছেন। জেলায় জেলায় বিজেপি বিধায়ক, সাংসদরা কার্যত ঘরবন্দি। রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে একের পর এক গরম ইস্যু পেলেও আজ পর্যন্ত উত্তরের মাটিতে উল্লেখযোগ্য কোনও আন্দোলন করতে পারেননি তাঁরা। সুযোগ থাকলেও কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ এনে বড় কোনও প্রকল্পের কাজ করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। প্রতিশ্রুতি পালনের প্রশ্নেও ডাহা ফেল করেছেন গেরুয়া জনপ্রতিনিধিরা। সোজা কথায়, উত্তরের মানুষ তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে তাঁদের বেছে নিলেও সত্যিকারের বিকল্প হয়ে ওঠার চেষ্টাই করেননি তাঁরা। বঙ্গ বিজেপি নেতারা ভালোই জানেন, উত্তরবঙ্গে তাঁদের সাংগঠনিক ভোট যৎসামান্যই। প্রাপ্ত ভোটের বেশিরভাগটাই আসলে শাসকবিরোধী ক্ষোভেরই ভোট। চমকদারি নানা সভা করেও সেই ভোট ধরে রাখার কৌশলটুকু এখনও রপ্ত করতে পারেননি তাঁরা।

মাদারিহাটে পরাজয় বঙ্গ বিজেপির জন্য যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। চা বলয়কে তাঁদের নিশ্চিত ভোটবাক্স ধরে নিয়েই মাদারিহাটের নির্বাচন লড়তে নেমেছিলেন শুভেন্দু অধিকারীরা। তাঁরা এতটাই নিশ্চিন্তে ছিলেন যে, জন বারলাকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। ভুলের শুরু সেখান থেকেই। উত্তরের বাগিচা শ্রমিকদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাওয়ার দশা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি শুনে শুনে বিরক্ত শ্রমিকরা হাতে গরম ফল চান। চা সুন্দরী প্রকল্প, শ্রমিকদের পাট্টা, পানীয় জল ইত্যাদি নানা কাজের মধ্যে দিয়ে তৃণমূল যখন সাফল্যের গান শোনাচ্ছে তখন বিজেপির গলায় শুধুই হতাশার সুর। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে চা বাগানের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনও কাজই করতে পারেননি তাঁরা। প্রচারে সেটাকেই হাতিয়ার করেছেন রাজ্যের শাসকদলের নেতারা।

বাজি ফাটিয়ে দিনহাটায় উল্লাস তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। ছবি : প্রসেনজিৎ সাহা

নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে ভোটারদের একাংশের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে যে, জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে তৃণমূল ও বিজেপির গোপন বোঝাপড়া রয়েছে। ফলে অন্যান্য রাজ্যে দুর্নীতিতে কঠোর পদক্ষেপ হলেও তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে কিছু হচ্ছে না। রাজ্যে দুই দলের বিরোধিতা নেহাতই লোকদেখানো। ফলে ধীরে ধীরে বিজেপির প্রতি ভরসা হারাচ্ছেন উত্তরের ভোটাররাও। তাই অযথা বিরোধিতা না করে তৃণমূলের সঙ্গে থেকে যতটা সম্ভব উন্নয়নের কাজ করে নেওয়া যায় তাতেই মঙ্গল- এমনটা মনে করছেন ভোটারদের একটা বড় অংশ।

সিতাইকে হারের তালিকাতেই রেখেছিল বঙ্গ বিজেপি। তাই সুকান্ত মজুমদার বা শুভেন্দু অধিকারী মাদারিহাটে প্রচারে গেলেও সিতাইতে যাননি। কোচবিহার শহরে সভা করে গেলেও কুড়ি মিনিটের পথ পেরিয়ে সিতাইতে পা ফেলেননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। কোচবিহারে ন'টি বিধানসভা আসনের ছ'টিই বিজেপির দখলে। জেলায় দলের একজন সাংসদ রয়েছেন। অথচ সিতাইয়ের গোটা নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সেভাবে মাঠে দেখা যায়নি কাউকেই। উলটে গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে রয়েছেন নগেন রায়। জনপ্রতিনিধিরা দূরের কথা, তৃণমূলের মতো জেলা বিজেপির নেতাদের সিতাইয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়নি। স্থানীয় নেতা, কর্মীদের জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, উদয়ন গুহদের হুমকির মোকাবিলা করার সাহস জোগাতে পারেনি জেলা বা রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। ভোট পরিচালনার জন্য যেভাবে ছক কষে মাঠে নেমেছিল তৃণমূল তার তুলনায় ন্যূনতম পরিকল্পনাও করতে পারেননি পদ্ম নেতারা। ফলে রেকর্ড ভোটে হারতে হয়েছে তাঁদের। এভাবে চললে ২০২৬ সালের নির্বাচনে উত্তরে গেরুয়া নৌকা কতটা তীরের কাছে পৌঁছোবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকছেই।

শেষ হাসি শিন্ডের

> আমার কাছে সিএম শব্দের অর্থ কমন ম্যান। মহিলা, শিশু এবং কৃষকরা আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা সাধারণ মানুষকে সুপার হিরো করতে চেয়েছিলাম।
>
> – একনাথ শিন্ডে

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর : বালাসাহেব ঠাকরের হাতে তৈরি শিবসেনাকে ভেঙে দু-টুকরো করায় দীর্ঘ ২ বছরের বেশি সময় ধরে তাঁকে গদ্দার বলে আক্রমণ করেছে উদ্ধব ঠাকরের বাহিনী। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বালাসাহেবের পরিবার এবং আদর্শের পিঠে ছুরি মারার অভিযোগেও নিয়মিত বিদ্ধ হতে হয়েছে তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেও তাঁকে দিল্লির শাসকদের হাতের পুতুলে পরিণত হতে হয়েছে বলে উঠতে বসতে আক্রমণ শানিয়েছে উদ্ধব-সেনা। কিন্তু শনিবার মহারাষ্ট্রের মহাযুদ্ধে বিরোধী মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ)-কে হারিয়ে মহাযুতির বিপুল জয়ের পর মুখের হাসি চওড়া হয়েছে বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের। যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে এদিন দুই উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং অজিত পাওয়ারকে মিষ্টিমুখ করান তিনি। জনতার আদালতে সেনা বনাম সেনার যুদ্ধে জিতে শিন্ডে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বালাসাহেব ঠাকরের মতাদর্শ এবং শিবসেনার প্রকৃত উত্তরাধিকারী তিনিই।

রাজ্যের ২৮৮টি আসনের মধ্যে এবার শিন্ডে সেনা প্রার্থী দিয়েছিল ৮১টি আসনে। তার মধ্যে ৫৭টিতে জয়ী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর দলের প্রার্থীরা। শিন্ডে সেনার স্ট্রাইক রেট ৬৯ শতাংশ। অপরদিকে উদ্ধব-সেনা ৯৬টি আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র ২০টি আসন জিতেছে। তাদের স্ট্রাইক রেট ২৪ শতাংশ। ভোটপ্রাপ্তির হিসেব বলছে, শিন্ডে সেনা পেয়েছে ১২.৪৪ শতাংশ ভোট। অপরদিকে ইউবিটি পেয়েছে ১০.১৪ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ আসন এবং ভোট দুটিতেই 'মাতুশ্রী'-কে মাত করে দিয়েছেন শিন্ডে। লোকসভা ভোটের সময় ১৫টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনে জিতেছিল শিন্ডে সেনা। অপরদিকে উদ্ধব-সেনা ২১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে জিতেছিল ৯টিতে। মাত্র ৫ মাসের মধ্যে ব্যর্থতা ঢেকে প্রকৃত শিবসেনা হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করে একনাথ শিন্ডে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরতে নারাজ। ২০২২ সালে ভাঙনের পর থেকেই তিনি দাবি করেছিলেন, বালাসাহেবের শিবসেনাকে বাঁচাতেই তিনি ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিন ভোটের ফল ঘোষণার পর দুই উপমুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে শিন্ডে বলেন, 'বালাসাহেবের বিচারধারায় তৈরি প্রকৃত শিবসেনা কারা, সেটা মহারাষ্ট্রের মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে। যে যাই বলুক, জনতার আদালতে সব স্পষ্ট।'

এদিন 'লড়কি বহিন যোজনা'র মতো মহাযুতি সরকারের একাধিক উন্নয়নমূলক এবং কল্যাণকামী প্রকল্পকে নির্বাচনি সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিন্ডে বলেন, 'পূর্বতন এমভিএ সরকার যে সমস্ত বাধা তৈরি করে রেখেছিল, আমরা সেগুলি সরিয়ে দিয়েছি। আমাদের লক্ষ্য বরাবরই মহারাষ্ট্রের উন্নয়নের দিকে ছিল। আমাদের সরকার সবসময়ই সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার কাছে সিএম শব্দের অর্থ কমন ম্যান। মহিলা, শিশু এবং কৃষকরা আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা সাধারণ মানুষকে সুপার হিরো করতে চেয়েছিলাম।' এমভিএ-কে শিন্ডের কটাক্ষ, 'ভোট ওদের পক্ষে গেলেই সব ঠিক। খারাপ হলেই প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী কে এই প্রশ্নেই আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছে এমভিএ। তাতেই ওরা হেরেছে।' রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করে, গতবার কংগ্রেস-এনসিপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এমভিএ তৈরির পর শিবসেনা এবং উদ্ধব ঠাকরের হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে হলেও কংগ্রেস ও এনসিপি-র কাছে শিবসেনা ক্রমশ জমি হারাচ্ছিল। তাতেও দলের অন্দরে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। ২০২২ সালে দল ভেঙে ফের বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোর পর অনেকেই জানিয়েছিলেন, একনাথ শিন্ডে সঠিক কাজই করেছেন। শনিবার ফল প্রকাশের পর একনাথ শিন্ডে মহারাষ্ট্রের দাপুটে নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে গদ্দার তকমা মুছে দিয়ে নিজেকে বালাসাহেবের প্রকৃত রাজনৈতিক উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

মাদারিহাট মিশনে ব্যর্থ বিস্ট

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : উত্তরের মাটি, শক্ত ঘাঁটি, গেরুয়া শিবিরের অন্দরে এমন অহংকার বা ধারণা ছিলই। সেই ধারণাই ধূলিসাৎ হয়ে গেল শনিবার। দীর্ঘদিন দখলে থাকা মাদারিহাটও হাতছাড়া হল পদ্ম শিবিরের। রাজ্যের পরিবর্তনের পর প্রথমবার উপনির্বাচনের মধ্যে দিয়ে চা বাগান অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রটি দখলে নিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। এই ফলাফলে স্পষ্ট, বিজেপি সম্পর্কে বাগিচা শ্রমিকদের যে মোহ ছিল, তা দূর হয়েছে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে। নির্বাচনি কাগজ-কলমে হয়তো বিজেপির রাহুল লোহারকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের জয়প্রকাশ টোপ্পো। কিন্তু এই আসন হাতছাড়ার মধ্যে দিয়ে পরাজয় ঘটেছে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গারও।

আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট কেন্দ্রটির দায়িত্ব সাংগঠনিকভাবে নিখিলরঞ্জন দে'র ওপর দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু আদিবাসী-নেপালি জনজাতির ওপর নজর রেখে কোইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাজু বিস্ট ও সুশীল বর্মনকে। কিন্তু বাস্তবে বিধানসভা কেন্দ্রটি ধরে রাখার জন্য দার্জিলিং এবং দিল্লিতে না থেকে টানা দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে মাদারিহাটে পড়েছিলেন রাজু। ন্যূনতম মজুরি সহ আবাসের ঘর, জমির পাট্টা সহ নানা ইস্যুতে সরব হয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। সাংসদ হিসেবে তিনি দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র কী কী উন্নয়নের কাজ করেছেন, সেই ফিরিস্তিও শুনিয়েছেন দিনের পর দিন, বিভিন্ন সভায়। কিন্তু চিঁড়ে যে ভেজেনি, তা স্পষ্ট উপনির্বাচনের ফলাফলে। এই পরাজয়কে স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, 'উপনির্বাচনে যেমন ফল হওয়া উচিত, তেমনই হয়েছে। দেড় বছরের মাথায় ফের মাদারিহাট দখলে চলে আসবে।' পাহাড় সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা প্রশাসনকে প্রভাবিত করেছেন বলেও তাঁর অভিযোগ। তবে এমন ফলে যে তিনি হতাশ, স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাজু। তাঁর সাফ কথা, 'এমন রেজাল্ট হবে আশা করিনি। তবে নির্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কেন্দ্রের ক্ষমতায় থেকে তার সমস্তকিছুই পূরণ করব।'

> গেরুয়া নেতারা যা-ই ব্যাখ্যা দিন না কেন, ২০২৪-এর উপনির্বাচনের আফটার শক কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনে নিশ্চিতভাবেই পড়বে। গোষ্ঠীকোন্দল মিটিয়ে এখনই সংগঠন গোছাতে না পারলে প্রায় দু'বছর পর উত্তরের রাজনীতিতে গেরুয়া রাশ শিথিল হওয়া শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

রাজ্যের পালাবদলের পর প্রথমবার মাদারিহাটে দখলে নিয়ে যে রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল এই এলাকায় প্রভূত উন্নয়ন ঘটাবে এবং তার প্রভাব পড়বে চা বাগান অধ্যুষিত অন্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতেও, তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। সে কারণেই তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশ্বাস। কিন্তু ফোকরা হওয়া সংগঠন মেরামতি না করলে কি মাদারিহাটে প্রত্যাবর্তন সম্ভব? মনোজ টিগ্গা পরাজয়ের জন্য তৃণমূল এবং পুলিশ প্রশাসনের ওপর বিস্তর দোষ চাপালেও, সংগঠনের দিকে নজর না দিলে যে '২৬-এর লড়াই কঠিন থেকে কঠিন হবে, মানছেন রাজু।

মনোজের অভিযোগ, 'পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি প্রচুর টাকা খরচ করেছে তৃণমূল। ভোটারদের ভয় দেখানোর পাশাপাশি দলীয় এজেন্টদের মারধর করা হয়েছে। উপনির্বাচনেও সন্ত্রাস কায়েম করা হয়েছে।' রাজু অবশ্য মনে করেন, 'সংগঠন ঠিকমতো কাজ করেনি। দলের ইলেকশন মেশিনারির অনেক ত্রুটি ছিল। কোথায় কোথায় মেরামতি প্রয়োজন, কেন মানুষ আস্থা রাখতে পারল না, তা খুঁজে বের করা অত্যন্ত প্রয়োজন।' তবে টিগ্গার মতো বিস্টও প্রত্যয়ী, 'সমস্ত দিকেই দল নজর দেবে। ২০২৬-এ পাশা ওলটাবে। মাদারিহাটে ফের ফুটবে পদ্ম।'

অহংকারে পদ্মের পতন, মন্তব্য বারলার

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ নভেম্বর : গত লোকসভা নির্বাচনে টিকিট না পাওয়ার পর থেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা। উপনির্বাচনে মাদারিহাটে বিজেপির দুর্গ পতনের পর শনিবার সেই ক্ষোভের সুর আরও সপ্তমে চড়ল। তাঁর সাফ কথা, অহংকারেই এই পতন। ১৬ শতাংশের বোনাস চুক্তিতে সায় দিয়ে শ্রমিকদের অভিশাপের খেসারত দিতে হল। আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'বাইরের নেতারাই তো সব। আমরা কি তবে আলু ছোলার জন্যে? আমাকে সেখানে ঢুকতে পর্যন্ত দেয়নি। সাংসদ রাজু বিস্ট বলা সত্ত্বেও।'

ফল ঘোষণার পর আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার নাম না করে এদিন একের পর এক তোপ দেগেছেন প্রাক্তন সাংসদ। যা দেখেশুনে রাজনৈতিক মহল বলছে, এ যেন বারলা অন ফায়ার।

স্ত্রী মহিমার চিকিৎসার জন্য বারলা বর্তমানে দিল্লিতে। সকাল থেকেই তিনি ফলাফলের দিকে চোখ রেখেছিলেন। দুপুরে ফোনে ধরতেই ওপ্রান্ত থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। পরোক্ষে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ওখানে বিজেপির প্রার্থী যে ছিল, ছেলেটি ভালো। কাল হয়ে দাঁড়াল, আমিই সব। আমিই এমএলএ, আমিই এমপি, আমিই জেলা সভাপতি, আমিই চেয়ারম্যান এই মনোভাব। কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা পর্যন্ত নেই। বোনাস নিয়ে চা বাগানের শ্রমিকদের এবার কাঁদিয়েছে। সেই চোখের জলের মূল্য চোকাতে হল।'

বারলার সংযোজন, 'মাদারিহাট কেন্দ্রে রামঝোরা, দলমোরের মতো চা বাগান বন্ধ রয়েছে। একদিনের জন্যেও কি উনি ওই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন? ২৫ থেকে ৩০টি চা বাগান নিয়ে গঠিত ওই আসনে শ্রমিকদের বিপাকে ফেলে জয় হাসিল কোনওমতেই সম্ভব নয়। লোকাল নেতাদের প্রাধান্য না দিয়ে কলকাতা, বিহার থেকে নেতা নিয়ে আসার ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। সঙ্গে মানুষকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান না জানানোর বিষয়টি তো রয়েইছে।'

বারলার দাবি, গত লোকসভা ভোটে তাঁকে টিকিট দেওয়া হলে, মাদারিহাট কেন্দ্রে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। এবারের লোকসভা নির্বাচনে ২০১৯ সালের চেয়েও বড় মার্জিনে তিনি জিততেন বলে জানাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে মাদারিহাটে উপনির্বাচনেরও দরকার হত না।

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে বিজেপির কপালে বড় দুর্ভোগ লুকিয়ে আছে বলেও তাঁর মূল্যায়ন। বর্তমানে যাঁরা বিধায়ক রয়েছেন তাঁদেরই আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিধানসভাগুলিতে প্রার্থী করা হলে একজনও জিততে পারবেন না বলে আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছেন বারলা।

চা বোনাস ইস্যুই মাদারিহাটের জেতা আসনে ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটে হারের অন্যতম বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াল। বিক্ষুব্ধ বারলার মূল্যায়ন এমনটাই। তাঁর কথায়, '২০১০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত টানা ২০ শতাংশে বোনাস রফা হয়েছে। ২০২৩ সালে ১৯ শতাংশে ফয়সালা হয়েছিল। যে কারণে ওই চুক্তিতে আমি স্বাক্ষর করিনি। এবার কী এমন হল যে, একধাক্কায় তা এতটা কমে গেল? বহু বাগান রয়েছে যেখানে ৯, ১১, ১২ এমনকি ১৩ শতাংশে বোনাস হয়েছে।'

বিজেপির এই পরিস্থিতিতে তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক পরিকল্পনা কী? এপ্রশ্নের জবাবে বারলা বলছেন, 'আমার সংগঠন আছে। যে আদিবাসী সমাজের জন্য, চা শ্রমিকদের জন্য এতকাল আন্দোলন করেছি, তা অব্যাহত থাকবে। গোর্খা সহ সমস্ত সম্প্রদায় আমাকে ভালোবাসে। শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরব।'

বোনাস নিয়ে চা বাগানের শ্রমিকদের কাঁদিয়েছে। সেই চোখের জলের মূল্য চোকাতে হল। ২৫ থেকে ৩০টি চা বাগানের মাদারিহাট কেন্দ্রের শ্রমিকদের বিপাকে ফেলে জয় হাসিল করা সম্ভব নয়। লোকাল নেতাদের প্রাধান্য না দিয়ে কলকাতা, বিহার থেকে নেতা নিয়ে আসার ফল যা হওয়ার, তাই হয়েছে।

–জন বারলা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

দাদাকে টেক্কা প্রিয়াংকার

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর : জয় প্রত্যাশিতই ছিল। শুধু চিন্তা ছিল জয়ের ব্যবধান কতটা বাড়বে। সেই চিন্তা থেকে কংগ্রেস হাইকমান্ড এবং কেরলের ইউডিএফ নেতৃত্বকে মুক্তি দিয়ে শনিবার ওয়েনাডের নতুন সাংসদ হিসেবে পথচলা শুরু করলেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। দাদা রাহুল গান্ধির ছেড়ে যাওয়া আসনে প্রথমবার নির্বাচনিযুদ্ধে নেমে দাদারই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। ৪,১০,৯৩১ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসনেত্রী হারিয়ে দিয়েছেন তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআই প্রার্থী সত্যেন মোকেরিকে। প্রিয়াংকা পেয়েছেন ৬,২২,৩৩৮ ভোট। সিপিআই প্রার্থী পেয়েছেন ২,১১,৪০৭ ভোট। ১ লক্ষের কিছু বেশি ভোট পেয়েছেন বিজেপির নব্যা হরিদাস।

অষ্টাদশ লোকসভা ভোটে রাহুল গান্ধি পেয়েছিলেন ৬,৪৭,৪৪৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইয়ের অ্যানি রাজা পেয়েছিলেন ২,৮৩,০২৩টি ভোট। সেবার রাহুল জিতেছিলেন ৩,৬৪,৪২২ ভোটে। কাজেই প্রাপ্ত ভোটে না হোক, ভোটের ব্যবধানে রাহুলকে এবার হারিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন বোন প্রিয়াংকা। এই জয়ের ফলে মা সোনিয়া গান্ধি এবং দাদা রাহুল গান্ধির পাশাপাশি এবার একসঙ্গে সংসদের অন্দরে পা রাখবেন তিনি।

> ওয়েনাডের প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান, সেখানকার মানুষের সমর্থন ও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার দাদা যে সেখানে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, সেখানকার মানুষের ভালোবাসা এবং আস্থা অর্জন করেছিলেন এই জয় তারই প্রমাণ। তাই আমি এই জয়কে সম্মান হিসেবেই দেখছি।
>
> **প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা**

বহুকাঙ্ক্ষিত জয়ের পর এদিন প্রিয়াংকাকে শুভেচ্ছা জানান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। নবনির্বাচিত সাংসদকে মিষ্টিমুখ করান তিনি। ওয়েনাড জয়ের পর বোনকে অভিনন্দন জানান রাহুল গান্ধিও। তিনি বলেন, প্রিয়াংকা ওয়েনাডের প্রগতি এবং সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবেন। ওয়েনাডের মানুষকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি প্রিয়াংকা এদিন তাঁর জয়ের যাবতীয় কৃতিত্ব দাদাকেই দিয়েছেন। প্রিয়াংকা বলেন, 'ওয়েনাডের প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান, সেখানকার মানুষের সমর্থন ও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার দাদা যে সেখানে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, সেখানকার মানুষের ভালোবাসা এবং আস্থা অর্জন করেছিলেন এই জয় তারই প্রমাণ। তাই আমি এই জয়কে সম্মান হিসেবেই দেখছি।' সংসদে ওয়েনাডের মানুষের কণ্ঠস্বর হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যে মোদি সরকারকে একাধিকবার অস্বস্তিতে ফেলেছেন। এবার প্রিয়াংকা লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ায় ভাই-বোনকে একযোগে সামলাতে হবে বিজেপিকে। আদানি ইশ্যুতে বরাবরই সরব রাহুল। এবার প্রিয়াংকা তাঁর সঙ্গে এই ইশ্যুতে লোকসভাতে সরব হবেন। হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র জিতে বিজেপি আস্ফালন করলেও আদানি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং সংবিধানের ওপর আক্রমণের মতো ইশ্যুগুলি থেকে কংগ্রেস সরবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

ওয়েনাড উপনির্বাচনে জয়ের পর প্রিয়াংকাকে মিষ্টিমুখ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

লোকসভায় নবম... গান্ধি

ফিরোজ গান্ধি
১৯৫২-য় রায়বেরেলি থেকে জিতে লোকসভায়

ইন্দিরা গান্ধি
রায়বেরেলি থেকে সাংসদ ১৯৬৭-তে

সঞ্জয় গান্ধি
আমেথিতে জয় পান ১৯৮০-তে

রাজীব গান্ধি
আমেথিতে জয়লাভ ১৯৮১ সালে

মেনকা গান্ধি
১৯৮৯-এ পিলিভিট থেকে জয়ী

সোনিয়া গান্ধি
১৯৯৯-এর লোকসভা ভোটে রায়বেরেলি ও আমেথি থেকে জয়ী হন

রাহুল গান্ধি
২০০৪-এ আমেথিতে জয়

বরুণ গান্ধি
পিলিভিট থেকে জয় ২০০৯-এ

প্রিয়াংকা গান্ধি
২০২৪-এ ওয়েনাড উপনির্বাচনে জয়ী

পিকে'র দলের জামানত বাজেয়াপ্ত

প্রদীপ দে তপাদার

২০১১ সালে রাজ্যে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসানে তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর তৈরি স্ট্র্যাটেজিতেই রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। তাঁর সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটি সংক্ষেপে আইপ্যাক এখনও রাজ্যে তৃণমূলের হয়ে ভোটের রণকৌশল তৈরি করে চলেছে। কিন্তু আইপ্যাকের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচেছে প্রশান্ত কিশোরের। গত ২ অক্টোবর পাটনায় নিজের রাজনৈতিক দল জন সুরজ পার্টি তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রশান্ত কিশোর। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। দেখতে দেখতে রাজ্যে ১৩ বছর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন।

বিহারের চার বিধানসভা ইমামগঞ্জ, তারারি, রামগড় ও বেলাগঞ্জে এবারই প্রথম ভোটে লড়েছিল প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি। কিন্তু চারটিতেই তাঁর দলের প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

তারারি, বেলাগঞ্জ ও ইমামগঞ্জে জন সুরজ পার্টি তৃতীয় স্থান আর রামগড়ে পেয়েছে চতুর্থ স্থান। নিজের রাজনৈতিক দল ঘোষণার সময় প্রশান্ত দাবি করেছিলেন, তাঁর দল বিহারের রাজনীতিতে ঝড় তুলবে। কিন্তু ঝড় দূর অস্ত প্রথম লড়াইয়ে রীতিমতো খড়কুটোর মতো উড়ে গেল জন সুরজ পার্টি। বিহারে চার আসনেই একপেশে জয় পেয়েছে বিজেপি-জেডিইউ জোট। ইমামগঞ্জ আসনটি দখলে রাখার পাশাপাশি তারা 'ইন্ডিয়া'র হাত থেকে তারারি, রামগড় ও বেলাগঞ্জ ছিনিয়ে নিয়েছে। ২০২৫-এ বিহারে বিধানসভা ভোট। তার আগে এই উপনির্বাচন ক্ষমতাসীন এনডিএ জোটকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। ভোটের রণকৌশল তৈরি করে বহু রাজনৈতিক দলকে সাফল্যের মুখ দেখিয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রথমবার বিহারে লড়তে নেমে সেই পিকে মুখ থুবড়ে পড়লেন। ভোটে লড়া আর রণকৌশল তৈরি যে এক নয় তা বোধহয় এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন পিকে।

একফ্রেমে তিন মারাঠা নেতা। জয়ের আনন্দে মিষ্টিমুখ দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, একনাথ শিন্ডের। পাশে অজিত পাওয়ার।

মহায়্যুতির মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে টানাপোড়েন

মুম্বই, ২৩ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের মহাযুদ্ধে বাজিমাত করল মহায়্যুতি। কিন্তু এই সাফল্যের প্রকৃত বাজিগর কে, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে মহায়্যুতির অন্দরে। মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়েও ক্রমশ চড়ছে পারদ। সিংহভাগ রাজনৈতিক বিশ্লেষকের দাবি, বিজেপি তথা মহায়্যুতির এবারের বিপুল সাফল্যের কৃতিত্ব বিদায়ি উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের। তাই মহায়্যুতির বড় শরিক হিসেবে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর স্বাভাবিক দাবিদার তিনিই। কিন্তু বিশ্লেষকদের অপর একটি অংশ মনে করছে, বিজেপি যে দাবিই করুক, নির্বাচনি সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হল মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন মহায়্যুতি সরকারের উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী প্রকল্প। বিজেপির কট্টর হিন্দুত্ববাদী প্রচারের পাশাপাশি বিকাশের রাজনীতিকে সামনে রেখে ভোটযুদ্ধে নেমেছিল শিবসেনা। তাই মুখ্যমন্ত্রী পদে একনাথ শিন্ডেকে রেখে দেওয়ার পক্ষপাতী শিবসেনা।

যদিও লোকসভা ভোটের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে মাত্র ৫ মাসের ব্যবধানে মহারাষ্ট্রে বিজেপির ফিনিক্স পাখির মতো উত্থান ঘটায় মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে খুব একটা দর কষাকষির জায়গায় নেই একনাথ শিন্ডে। সেক্ষেত্রে পদ্মশিবিরের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য তিনি। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন জিতে অনায়াসে পরবর্তী সরকার গড়তে চলেছে মহায়্যুতি। তিন জোট শরিকের মধ্যে বিজেপি একাই জিতেছে ১৩২টি আসন। এবার ১৪৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল তারা। তাদের স্ট্রাইক রেট প্রায় ৯০ শতাংশ। শিন্ডের শিবসেনা পেয়েছে ৫৫টি আসন। তাদের স্ট্রাইক রেট ৬৯ শতাংশ। অজিত পাওয়ারের এনসিপি পেয়েছে ৪১টি আসন। মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৪৫টি আসনের। ২৬ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের বিদায়ি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার আগেই সরকার গঠন করতে হবে মহায়্যুতিকে। বিপুল জয়ের পর থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, দীর্ঘ পাঁচবছর পর

ফড়নবিশ না শিন্ডে

ফড়নবিশই কি মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন? যদিও তিনি এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর দেননি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মুখ নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। প্রথম দিন থেকেই এটা ঠিক হয়ে রয়েছে যে ফল ঘোষণার পর তিন দলের নেতৃত্ব একসঙ্গে বসে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন এমন কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্রের মানুষ দেখিয়ে দিয়েছেন, এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়। সমস্ত বর্ণ, জাতের মানুষ এক হয়ে আমাদের ভোট দিয়েছেন। মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়।' নাগপুর দক্ষিণ-পশ্চিম আসনে এবার ৩৪ হাজারেরও কিছু বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন ফড়নবিশ। ২০০৯ থেকে একটানা এই আসনে জিতে আসছেন তিনি। মহারাষ্ট্রে গত লোকসভা ভোটে বিজেপির খারাপ ফলের পর জুন মাসে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী। অথচ বিধানসভা ভোটে প্রচারকৌশল নির্ধারণের পাশাপাশি বিক্ষুব্ধদের সামাল দেওয়া, আসনবণ্টন নিয়ে শরিকদের তুষ্ট করার পাশাপাশি বিজেপির জয় সুনিশ্চিত করা সবেতেই সফল আরএসএসের আশীর্বাদধন্য দেবেন্দ্র। মহারাষ্ট্র বিজেপির সর্বজনগ্রাহ্য নেতা হওয়ার পাশাপাশি হিন্দুত্বের মুখ হিসেবেও এবার নিজেকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন তিনি। যোগীর বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে মন্তব্যকে সামনে রেখে বেশ কিছু এলাকায় তীব্র সুরে প্রচার চালিয়েছিলেন ফড়নবিশ।

ফড়নবিশকে নিয়ে পারদ চড়লেও আশা ছাড়তে নারাজ শিন্ডে শিবির। কোপরি-পাঁচপাখাড়ি আসন থেকে এবার ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী। ফড়নবিশের মতো তিনিও এই নিয়ে চারবার একটানা জয়ী হলেন। তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেটা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এনডিএ এই সিদ্ধান্ত নেবে। মহায়্যুতির এই বিপুল জয়ের জন্য মহারাষ্ট্রের জনতাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিন দল একসঙ্গে বসে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।' মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাফ বলেছেন, 'উন্নয়ন, কল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির জন্যই মানুষ আমাদের দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন।'

বাম-পদ্মকে পালাক্কাদে টেক্কা কংগ্রেসের

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ নভেম্বর : ওয়েনাড লোকসভা ভোটের সঙ্গেই বিধানসভার ২টি আসনে উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হল কেরলে। ক্ষমতাসীন বাম জোটের সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াইয়ের ফল ১-১। চিলাক্কারা আসনে সিপিআইএম প্রার্থী ইউআর প্রদীপ কংগ্রেসের রামিয়া হরিদাসকে ১২ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন। তবে পালাক্কাদে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী রাহুল মামখোতিয়াল। এখানে নির্দল প্রার্থী পি সারিনকে সমর্থন করেছিল বামেরা। ভোট প্রাপ্তির নিরিখে ৩ নম্বরে নেমে গিয়েছেন সারিন। দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। পরাজিত হলেও প্রায় ৪০ হাজার ভোট পেয়ে চমক দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সি কৃষ্ণকুমার।

কেরলে ১-১

ফল প্রকাশের পর বামেদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীসান। শনিবার এর্নাকুলামে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেসকে হারাতে পালাক্কাদে বিজেপিকে সাহায্য করেছে বামেরা। গেরুয়া শিবিরকে সুবিধা করে দিতেই সেখানে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী না দিয়ে নির্দল হিসাবে লড়াই করা পি সারিনকে সমর্থন জানিয়েছিল বামপন্থী দলগুলি। কংগ্রেস নেতা বলেন, 'সিপিআইএম এবং বিজেপি জোট বেঁধে পালাক্কাদে ইউডিএফ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। আসলে সিপিআইএম বিজেপিকে নয়, কংগ্রেস এবং ইউডিএফকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে।'

চিলাক্কারেও ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার কংগ্রেস প্রার্থী ২৮ হাজার বেশি ভোট পেয়েছেন বলে জানান সতীসান।

আদিবাসী, সংখ্যালঘু তাসে জয় সোরেনের

রাঁচি, ২৩ নভেম্বর : লোকসভা নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়া বিজেপির হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে অপ্রত্যাশিত জয়। শনিবার সেই ধারা বহাল থাকল মহারাষ্ট্রে। শেষে তাল কাটল ঝাড়খণ্ডে। যেখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়া নিয়ে কার্যত নিশ্চিত ছিলেন বিজেপি নেতারা।

এদিন ফল ঘোষণার পর দৃশ্যতই হতাশ দেখিয়েছে ঝাড়খণ্ডে প্রচারের দায়িত্বে থাকা বিজেপি নেতাদের। দেখা যাচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারেকাছে পৌঁছানো দূরস্ত, গতবারের জেতা আসনও ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলি। সন্ধ্যাপর্যন্ত জেতা ও এগিয়ে থাকার নিরিখে ২১টি কেন্দ্রে জয়ের পথে বিজেপি প্রার্থীরা। জোট সঙ্গী আজসু, জেডিইউ ও এলজেপি ১টি করে আসন জিতেছে।

অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোটের ঝুলিতে যাচ্ছে ৫৬টি আসন। জেএমএম একাই পেয়েছে ৩৪টি। কংগ্রেস প্রার্থীরা ১৬টি কেন্দ্রে জয় পেয়েছেন। আরজেডি ৪টিতে এবং সিপিআইএম-এল ২টি আসনে জয়ী হয়েছে। ফলে ৮১ আসনের বিধানসভায় হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটের ক্ষমতায় আসা কার্যত নিশ্চিত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপির এক প্রবীণ নেতার মতে, জেএমএম-কংগ্রেসের পক্ষে আদিবাসী ভোটের মেরুকরণ বিজেপির হারের সবচেয়ে বড় কারণ। বাবুলাল মারান্ডি, অর্জুন মুন্ডার মতো পুরোনো মুখদের পাশাপাশি সদ্য জেএমএম ত্যাগী চম্পাই সোরেন আদিবাসী সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেননি বলে মনে করছেন তিনি। হিন্দুত্ব, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ, লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ নিয়ে বিজেপির প্রচার ঝাড়খণ্ডে বুমেরাং হল কি না তা নিয়ে অবশ্য ওই নেতা মন্তব্য করতে রাজি হননি।

আমার শক্তি... দুই ছেলেকে জড়িয়ে হেমন্তের বার্তা। শনিবার রাঁচিতে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, আদিবাসী ভোট টানতে বিজেপি যে মেরুকরণের চেষ্টা করেছিল আদতে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আদিবাসী ভোট গিয়েছে জেএমএম-কংগ্রেসের ঝুলিতে। পাশাপাশি সংখ্যালঘু মুসলিম ও খ্রিস্টান ভোটও ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে একজোট হয়েছে। এবার বিধানসভা ভোটে জয় পেতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে ঝাড়খণ্ডে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিয়েছিল বিজেপি। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যে ঝোড়ো প্রচার চালিয়েছিল গেরুয়া শিবির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মতো শীর্ষনেতারা বারবার ঝাড়খণ্ডে ছুটে গিয়েছেন। আদিবাসী এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন তাঁরা। আদিবাসীদের জমি দখলের কথিত অভিযোগকে প্রচারের সামনের সারিতে রেখেছিল বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা এই প্রচারও সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। বহু বছর ধরে আদিবাসী ও মুসলিমরা ঝাড়খণ্ডে একসঙ্গে বাস করেন। সেখানে আদিবাসী-মুসলিম মেরুকরণের চেষ্টা সফল হয়নি। হেমন্ত সোরেনের জেলযাত্রা আদিবাসীদের মধ্যে যে প্রচার গভীর প্রভাব ফেলেছে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপির চড়া সুরে প্রচার ঝাড়খণ্ডে বহু যুগ ধরে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলাভাষীদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি করেছে কি না তা নিয়েও জল্পনা চলছে নানা মহলে। ভোটের ফল বলছে, আদিবাসী এলাকাগুলির পাশাপাশি এমন বেশ কয়েকটি বিধানসভা আসনে বিজেপির ভোট কমেছে, যেখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রভাব রয়েছে। বিজেপি-আজসুর ভোটব্যাংক বলে পরিচিত কুর্মী সম্প্রদায়ের ভোটের বড় অংশ যে এবার জেএমএম জোটের দিকে গিয়েছে তা আজসুর আসনে ধস থেকে স্পষ্ট।

ঝাড়খণ্ডে জয়ের জন্য এদিন জেএমএম জোটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ফল যাই হোক, আশাবাদী উভয় শিবিরই

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর : দু'রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা ধরে রেখেছে ক্ষমতাসীন জোট। মহারাষ্ট্রে ভূমিধস জয় পেয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহায়্যুতি। অন্যদিকে গতবারের চেয়ে আসন বাড়িয়ে ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতা ধরে রেখেছে জেএমএম-কংগ্রেস। বিভিন্ন রাজ্যের উপনির্বাচনেও যেন সেই স্থিতাবস্থার ছায়া। শনিবার ১৫টি রাজ্যের যে ৪৮টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে তাতে মোটের ওপর সেইসব রাজ্যের শাসকদলের পাল্লাই ভারী। কয়েকটি রাজ্যে গতবারের চেয়ে সামান্য হলেও আসন বাড়িয়েছে বিরোধীরা।

লোকসভা ভোটে ধাক্কা খেলেও উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থানে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিজেপি। রাজ্যওয়াড়ি গণনার প্রবণতা বলছে, যে রাজ্যে যে দল বা জোট ক্ষমতায় রয়েছে, উপনির্বাচনে তারা ভালো ফল করেছে। উত্তরপ্রদেশে ৯টি বিধানসভার মধ্যে ২টিতে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে অখিলেশ যাদবের সপা। বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ৬টিতে। মীরাপুর কেন্দ্রে জিতেছেন বিজেপির শরিক রাষ্ট্রীয় লোকদলের মিথিলেশ পাল।

অসমে ধোলাই, বিহালি ও সামাগুড়িতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। তাদের সমর্থনে সিদলি কেন্দ্রে জয় পেয়েছেন ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, লিবারাল-এর নির্মলকুমার ব্রহ্ম। কংগ্রেসকে হারিয়ে বঙ্গাইগাঁওয়ে জিতেছে অসম গণপরিষদ। অসমে কংগ্রেসের ঝুলি শূন্য। বিহারেও উপনির্বাচনে সাফল্য পেয়েছে এনডিএ। রাজ্যের ৪ আসনের উপনির্বাচনে ২টিতে জিতেছে বিজেপি। একটি করে আসনে জয়ী হয়েছেন হিন্দুস্থান আওয়াম মোর্চা এবং জনতা দলের প্রার্থীরা। ছত্তিশগড়ের রায়পুর-দক্ষিণ এবং গুজরাটের ভাভ আসন জিতেছে বিজেপি। কর্ণাটকের ৩টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন

উপনির্বাচন

হয়েছিল। সবকটিতে জয় পেয়েছে রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস। কেরলে বাম ও কংগ্রেসের দ্বৈরথের ফল ১-১। সেখানকার পালাক্কাদে বাম সমর্থিত নির্দলকে টেক্কা দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি।

লোকসভা ভোটে ঝুলি শূন্য থাকলেও বিধানসভা উপনির্বাচনে মধ্যপ্রদেশের বিজাপুরে জিতেছেন কংগ্রেসের মুকেশ মালহোত্রা। প্রবীণ বিজেপি নেতা রামনিশ্বর রাওয়াতকে ৭,৩৬৪ ভোটে হারিয়েছেন তিনি। বুধনিতে অবশ্য জয় ধরে রেখেছে বিজেপি। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী রাজকুমার পাতিলের চেয়ে ১১ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছেন বিজেপির রমাকান্ত ভার্গব। চতুর্মুখী লড়াইয়ে মেঘালয়ের গামবিগরি আসনে জিতেছেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) মেহতাব চান্দি অ্যাজটেক সাংমা। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধিআরানি এম সাংমাকে ৪,৫৯৪ ভোটে হারিয়েছেন তিনি। এই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেস প্রার্থী জিংজাং এম মারাক পেয়েছেন ৭,৬৯৫ ভোট। ফল বলছে, তৃণমূল ও কংগ্রেস একজোট হলে আসনটি এনপিপির পক্ষে ধরে রাখা কঠিন ছিল।

পঞ্জাবের ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে আপ ও কংগ্রেসের কাছে গিয়েছে যথাক্রমে ৩ এবং ১টি। রাজস্থানে ৭টি আসনের মধ্যে ৫টিতে জিতে কংগ্রেসকে টেক্কা দিয়েছে বিজেপি। একমাত্র দৌসা আসনটি কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছে। চোরাসিতে বিজেপি ও কংগ্রেস প্রার্থীদের হারিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় আদিবাসী পার্টির অনিলকুমার খাতারা। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির কারিলালের চেয়ে ২৪ হাজার ভোট বেশি পেয়েছেন তিনি। সিকিমের সোরেং-চাকুঙ্গ, নামচি-সিংঘিতাং আসন ২টি অবশ্য আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে নিয়েছিল সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চা। উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে মর্যাদার লড়াইয়ে কংগ্রেসকে হারিয়ে দিয়েছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে ৬-০-এ বিরোধীদের ধরাশায়ী করেছে তৃণমূল।

মহারাষ্ট্র তারকা প্রার্থী ঝাড়খণ্ড

একনাথ শিন্ডে	শিবসেনা	কোপরি	জয়ী	**হেমন্ত সোরেন**	জেএমএম	বারহাইত	জয়ী
দেবেন্দ্র ফড়নবিশ	বিজেপি	নাগপুর	জয়ী	**চম্পাই সোরেন**	বিজেপি	সেরাইকেল্লা	জয়ী
অজিত পাওয়ার	এনসিপি	বারামতি	জয়ী	**কল্পনা সোরেন**	জেএমএম	গান্ডে	জয়ী
আদিত্য ঠাকরে	ইউবিটি	ওরলি	জয়ী	**বাবুলাল মারান্ডি**	বিজেপি	ধানওয়ার	জয়ী
মিলিন্দ দেওরা	শিবসেনা	ওরলি	পরাজিত	**বসন্ত সোরেন**	জেএমএম	দুমকা	জয়ী

একা কুম্ভ রামবীর

কুন্দরকি, ২৩ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের ৯ বিধানসভা উপনির্বাচনের ৭টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি জোট। চমক দিয়েছে কুন্দরকি বিধানসভার ফল। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই আসনে তিন দশক বাদে জয়ী হয়েছে বিজেপি। পদ্ম প্রতীকে জয় পেয়েছেন রামবীর ঠাকুর। সপা প্রার্থী মহম্মদ রিজওয়ানকে ১ লক্ষ ২৭ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন তিনি। ১৯৯৩-তে শেষবার কুন্দরকিতে জয় পেয়েছিল বিজেপি। উপনির্বাচনে ওই আসনে রামবীর সহ মোট ১২ জন প্রার্থী লড়াইয়ে ছিলেন। তাঁদের ১১ জনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এমন একটি আসনে একমাত্র হিন্দু প্রার্থীর জয় উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এখানে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে বিজেপি।

রাতের স্বপ্ন দিনে দেখুন বড় পর্দায়

‘স্বপ্ন সেটা নয় যেটা তুমি ঘুমিয়ে দ্যাখো। স্বপ্ন সেটাই যেটা তোমাকে ঘুমোতে দেয় না’, বলেছিলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম। কিন্তু এ তো নিছক কবিতা কিংবা মনোবল বাড়ানোর ভোকাল টনিক। বিজ্ঞানের ভাষায় স্বপ্ন তো সেটাই যেটা আমরা ঘুমিয়ে দেখি।

ঘুমের মধ্যে কখনও স্বপ্ন দেখেনি এমন লোক ভূভারতে পাওয়া যাবে না। আমরা প্রায় সকলেই কম-বেশি স্বপ্ন দেখি। নায়ক সিনেমায় দু’বার স্বপ্ন দেখেছিলেন উত্তমকুমার। একবার তিনি ডুবে যাচ্ছিলেন টাকার চোরাবালিতে। পাড়ার প্রিয় শংকরদা তাঁকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু বাঁচালেন না। হাত বাড়িয়েও হাতটা সরিয়ে নিলেন। ম্যাটিনি আইডল তো ঘেমেনেয়ে অস্থির! আর একবার তিনি তাঁর ছবির নায়িকা প্রমীলাকে খুঁজতে খুঁজতে একটা ওপেন এয়ার পার্টিতে ঢুকে পড়লে যাচ্ছেতাইভাবে অপমানিত হন। দুটো ঘটনার সঙ্গেই নায়ক অরিন্দম মানে উত্তমকুমারের ব্যক্তিগত জীবনের যোগ ছিল।

অনেকে বলেন, প্রতিটি স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের জীবনের কোনও না কোনও যোগসূত্র থাকে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের সঙ্গে স্বপ্নের নাকি বিশেষ সম্পর্ক আছে। আমরা যা স্বপ্ন দেখি, তা আমাদের জীবনে শুভ বা অশুভ ঘটনার ইঙ্গিত দেয়।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনে করেন, ‘স্বপ্ন হল মানুষের অবচেতন মনের ইচ্ছা, ভয় এবং চাওয়া-পাওয়ার প্রতিফলন। আমাদের অবদমিত আবেগ ও অনুভূতিগুলো, যা আমরা জেগে থাকার সময় প্রকাশ করি না, সেগুলোই স্বপ্নে প্রকাশ পায়।’ ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্ন হল এক ধরনের ‘ইচ্ছাপূরণের’ উপায়, যেখানে মানুষ তার অবদমিত ইচ্ছাগুলোকে মুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারে।

রুশ মনোবিজ্ঞানী ইভান পাভলভের মতে, ‘স্বপ্ন হল শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। যখন আমরা ঘুমের মধ্যে থাকি, তখন আমাদের মস্তিষ্কের কিছু অংশ সক্রিয় থাকে এবং পূর্বের অভিজ্ঞতাগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা আমরা স্বপ্ন হিসেবে দেখি।’

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সারাদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা, ক্লান্তি, চিন্তা আমাদের ওপর এমন একটা প্রভাব ফেলে, যা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। সব স্বপ্নেরই নাকি রয়েছে বিশেষ অর্থ, বিশেষ বার্তা। আবার অনেকে এমনও বলেন, ঘুমের মধ্যেও মস্তিষ্ককে সচল রাখার স্বয়ংক্রিয় স্নায়বিক প্রক্রিয়া হল স্বপ্ন।

আমরা ঘুমের মধ্যে যেসব স্বপ্ন দেখি, ঘুম ভাঙলে তার বেশিরভাগই আর মনে থাকে না। থাকলেও খুব ছাড়া-ছাড়া ভাবে থাকে। গোটা একটা নিটোল স্বপ্নের কথা মানুষ সচরাচর মনে করতে পারে না। কিন্তু ভালো স্বপ্নগুলো আমাদের তেমন মনে না থাকলেও দুঃস্বপ্নগুলো কিন্তু মনে গেঁথে যায়।

মনোবিদদের মতে, স্বপ্নে আমরা কী দেখছি তার পুরোটা মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ঘুম ভাঙার পরে গোটা স্বপ্নটি কী ছিল তা মনে করতে আমরা অস্থির হয়ে উঠি।

কেমন হত যদি পছন্দের স্বপ্ন ফিরে ফিরে দেখা যেত! অবাস্তব মনে হলেও এই ‘স্বপ্ন’ সত্যি হওয়ার পথে। অসাধ্যসাধনের পথে জাপানের বিজ্ঞানীরা।

জাপানের বিজ্ঞানীরা এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যাতে রেকর্ড করা সম্ভব মানুষের স্বপ্ন। দীর্ঘ গবেষণার পর তাঁরা তৈরি করেছেন এমন একটি যন্ত্র, যাতে স্বপ্ন ধরে রাখা সম্ভব হবে। ভুলে গেলেও রেকর্ড হওয়া স্বপ্ন থেকে বুঝে নিতে পারবেন স্বপ্নে ঠিক কী দেখেছিলেন!

স্বপ্নগুলোকে যেন সিনেমার মতো দেখা যায়, সেই ব্যবস্থাও করেছেন জাপানি গবেষকেরা। নিরন্তর গবেষণার শেষে যুগান্তকারী সেই যন্ত্র এখন প্রায় তাঁদের হাতের মুঠোয়।

কী বিশেষত্ব ওই যন্ত্রের? অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি যন্ত্রটি মস্তিষ্কের প্রতিচ্ছবি তুলতে সক্ষম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে স্বপ্নের রহস্যময় এলাকায় প্রবেশ করতে পারে ওই যন্ত্র।

জাপানের কিয়োটোতে অবস্থিত ‘এটিআর কম্পিউটেশনাল নিউরোসায়েন্স’-এর গবেষণাগারে এই সংক্রান্ত গবেষণা চালান বিশেষজ্ঞেরা। যেখানে তাঁরা ঘুমের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকাকালীন স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মস্তিষ্কের প্রতিচ্ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা ৬০ শতাংশ নির্ভুলভাবে স্বপ্নের বিষয়বস্তুগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করতে সফল হয়েছেন বলে খবর।

এটিআর কম্পিউটেশনাল নিউরোসায়েন্সের গবেষক অধ্যাপক ইউকিয়াসু কামিতানির দাবি, ঘুমের সময় মস্তিষ্ক যা কাজকর্ম চালায় তা থেকে স্বপ্নের বিষয়বস্তু বের করে তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা।

অত্যাধুনিক অ্যালগরিদমগুলির সঙ্গে মস্তিষ্কের প্রতিচ্ছবিগুলিকে মিলিয়ে তার থেকে ভিডিও তৈরির চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেই ভিডিও পরবর্তীকালে চালিয়ে দেখা যাবে ইচ্ছামতো।

এই প্রযুক্তির সাহায্যে মস্তিষ্কের নানা ক্রিয়াকলাপকে ব্যবহার করে স্বপ্নের কিছু দিক উদ্ভাসিত হওয়ার অপার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি করেছেন গবেষকরা।

স্বপ্ন দেখার একটা বিশেষ পর্যায়ে মানুষ ঘুমের বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় স্বপ্ন দেখার এই অবস্থার নাম ‘লুসিড ড্রিম’। মনোবিদদের মতে, আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখন আমরা ঘুমের বিশেষ একটি পর্যায়ে থাকি। যার নাম ‘র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট’ বা আরইএম। এই সময়ে দেহ পুরোপুরি বিশ্রামে থাকে, কিন্তু মন ঘুরে বেড়ায় স্বপ্নের দেশে। গবেষকদের দাবি, মস্তিষ্ক কতগুলো বিশেষ পথ ধরেই স্বপ্ন দেখায় মানুষকে। স্বপ্ন ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিতে পারে বলেও মনে করেন অনেকে।

স্নায়ু বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই অভিনব গবেষণা মানবমস্তিষ্ক সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা দিতে সাহায্য করবে। অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণার ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে স্বপ্ন রেকর্ড করার যন্ত্র।

তবে স্বপ্ন রেকর্ড করার যন্ত্রটি এখনও গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। পুনর্গঠিত স্বপ্নের ‘রেজোলিউশন’ আরও ভালো করার চেষ্টা চালাচ্ছেন জাপানি বিজ্ঞানীরা। আপাতত যন্ত্রটিকে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আরও উন্নত করতে সচেষ্ট তাঁরা। তাঁরা সফল হলে আপনার স্বপ্ন সত্যি হোক না হোক, স্বপ্নের অ্যাকশন রিপ্লে দেখায় আর কোনও বাধা থাকবে না!

সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনে করেন, ‘স্বপ্ন হল মানুষের অবচেতন মনের ইচ্ছা, ভয় এবং চাওয়াপাওয়ার প্রতিফলন।’ আর রুশ মনোবিজ্ঞানী ইভান পাভলভের মতে, ‘স্বপ্ন হল শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলাফল।’
লিখেছেন সুদীপ মৈত্র

দ্রুত উষ্ণ হচ্ছে পৃথিবী

দ্রুত উষ্ণায়নের প্রধান কারণ মানুষের তৈরি গ্রিনহাউস গ্যাস। গ্রিনহাউস গ্যাস বলতে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ফ্লুরিনেটেড গ্যাস (হাইড্রোফ্লুরোকার্বন ইত্যাদি) এবং ওজোন। এই গ্যাসমণ্ডলীর পরিমাণ যত বাড়ে, তত দ্রুত উষ্ণায়ন হয়। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমালে উষ্ণায়নের গতি শ্লথ হতে পারে। তবে নিঃসরণ সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে

পৃথিবীর তাপমাত্রা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। তাপমাত্রা বাড়ার নিরিখে ২০২৩ ও ২০২৪ পরপর নতুন রেকর্ড গড়েছে।

আজারবাইজানে অনুষ্ঠিত ‘কপ২৯’ জলবায়ু সম্মেলনের চূড়ান্ত পর্বে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, গত ৬০ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। এটি আগের তুলনায় অনেক দ্রুত। প্রথম ০.৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে এক শতাব্দী লেগেছিল। কিন্তু সাতের দশকের গোড়া থেকে প্রতি দশকে ০.২ ডিগ্রি হারে উষ্ণায়ন ঘটে চলেছে।

এই দ্রুত উষ্ণায়নের প্রধান কারণ মানুষের তৈরি গ্রিনহাউস গ্যাস। গ্রিনহাউস গ্যাস বলতে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ফ্লুরিনেটেড গ্যাস (হাইড্রোফ্লুরোকার্বন ইত্যাদি) এবং ওজোন। এই গ্যাসমণ্ডলীর পরিমাণ যত বাড়ে, তত দ্রুত উষ্ণায়ন হয়। তবে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমালে উষ্ণায়নের গতি শ্লথ হতে পারে। তবে নিঃসরণ সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

মজার ব্যাপার হল, পৃথিবীর সব অঞ্চল কিন্তু সমানভাবে গরম হচ্ছে না। স্থলভাগ সমুদ্রের চেয়ে তাড়াতাড়ি গরম হচ্ছে, আর্কটিক অঞ্চল গড়ে চার গুণ বেশি গরম হচ্ছে। অন্যদিকে মহাসাগর তুলনামূলক ধীরে গরম হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ২০২৫ সাল ২০২৪ সালের চেয়ে ঠান্ডা হতে পারে। কারণ, প্যাসিফিক মহাসাগরে লা নিনা পরিস্থিতি ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপরেও দীর্ঘমেয়াদি উষ্ণায়নের প্রবণতা অব্যাহত থাকবে।

প্যারিস চুক্তির ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণায়নের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে। পরবর্তী দশকের মধ্যেই এই সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েক বছরে নেওয়া সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে উষ্ণায়ন ১.৬ বা ১.৭ ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ থাকবে, না কি আরও বাড়বে।

কপ২৯ সম্মেলনের আলোচনায় নিঃসরণ কমানোর কার্যকর পদক্ষেপ করা জরুরি। সাম্প্রতিক উষ্ণায়নের হার ও এর সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনায় দ্রুত পদক্ষেপ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিশ্ব উষ্ণায়নের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর ফলাফল নির্ভর করছে বিশ্বজুড়ে বাস্তুতন্ত্র, অর্থনীতি ও মানবজীবনের ওপর।

ক্যানসার মারবে ন্যানো রোবট

ক্যানসারের বিপদ

বিশ্বজুড়ে তৃতীয় প্রধান মৃত্যুর কারণ ক্যানসার। ক্যানসার রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে। বর্তমানে ক্যানসারের ক্ষেত্রে চালু রোগনির্ণয়ের পদ্ধতিগুলি যেমন ইমেজিং, মলিকুলার ডিটেকশন এবং ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি (আইএইচসি) ত্রুটিমুক্ত নয়। ফলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে চিকিৎসাতেও।

ক্যানসার চিকিৎসায় ওষুধ প্রয়োগের পদ্ধতিকে আরও উন্নত করতে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ওষুধ সরবরাহ পদ্ধতি (ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেম বা ডিডিএস) উন্নত করার চেষ্টা করছেন গবেষকরা। যাতে ক্যানসার কোষগুলিকে আরও নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তু করা যায়। এই আধুনিক পদ্ধতিগুলি অনেক উন্নত হলেও ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এখনও বড় চ্যালেঞ্জ গবেষকদের কাছে।

ন্যানো রোবট কী

ন্যানো রোবট হল অত্যন্ত ছোট আকারের (ন্যানোমিটার স্কেলে) যন্ত্র, যা বিভিন্ন ন্যানোমেট্রিক উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি। এগুলি কোষের ঝিল্লি ভেদ করে কোষের ভিতরে ঢুকে সরাসরি কোষস্তরে কাজ করতে পারে। ন্যানো রোবটের সাহায্যে নিখুঁতভাবে চিকিৎসা চালানো যায়।

ক্যানসারে ন্যানো রোবট

কেমোথেরাপির মতো প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোগীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এই সমস্যা সমাধানে ন্যানো রোবট ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। বর্তমানে ন্যানো রোবটগুলি ১২ ধরনের ক্যানসার কোষ শনাক্ত করতে সক্ষম।

ডিএনএ-ন্যানো রোবটের গুরুত্ব

ন্যানো প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। ডিএনএ-ন্যানো রোবট ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার কোষ চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রযুক্তি ক্যানসার নিরাময়ে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে।

ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের মেডিকেল বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োফিজিক্স বিভাগের অধ্যাপক বোজর্ন হগবার্গ জানিয়েছেন, স্তন ক্যানসারের টিউমার সহ একটি ন্যানো রোবটকে ইনজেকশনের মাধ্যমে একটি ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করা হয়। অন্য একটি ইঁদুরের দেহে ন্যানো রোবটের একটি নিষ্ক্রিয় সংস্করণ প্রবেশ করানো হয়। সেই পরীক্ষার ফলাফল স্পষ্ট, সক্রিয় ন্যানো রোবটটি ইঁদুরের দেহে টিউমারের বৃদ্ধি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

ন্যানো রোবটের ভবিষ্যৎ

ন্যানো রোবট ক্যানসার কোষ ধ্বংস করতে নির্ভুল লক্ষ্যে একেবারে গাণিতিক নির্ভুলতায় কাজ করতে পারে, যা চিকিৎসার সাফল্যের হার বাড়ায়। এই প্রযুক্তির সাহায্যে ক্যানসারের চিকিৎসা আরও কার্যকর এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন হয়।

মিউচুয়াল ফান্ডের ১৫/১৫/১৫ সূত্র

প্রবীণ আগরওয়াল

আজকাল অনেকের কাছে পছন্দের লগ্নির বিকল্প হল মিউচুয়াল ফান্ড। এখানে বিনিয়োগ করার একাধিক সুবিধা রয়েছে। তবে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি থেকে ফেরত লাভ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধোঁয়াশা রয়েছে। এবারের আলোচনায় মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির সময় ও সম্ভাব্য ফেরত লাভ সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা করব।

মিউচুয়াল ফান্ড থেকে ফেরত লাভ সম্পর্কে ধারণা পেতে ১৫/১৫/১৫ সূত্র সম্পর্কে জানা জরুরি। কত টাকা সঞ্চয় করতে গেলে কত টাকা কত দিনের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে তা বুঝতে সাহায্য করবে এই সূত্রটি। পাশাপাশি মেয়াদি আমানতের সঙ্গে মিউচুয়াল ফান্ডের তফাতটাও বুঝতে হবে। ধরা যাক, কেউ ১ কোটি টাকার তহবিল তৈরি করবেন বলে কোনও খাতে লগ্নি করতে চাইছেন। লক্ষ্যপূরণ করতে হলে ফেরত লাভের ধরন সম্পর্কে জানতে হবে। মেয়াদি আমানতে লগ্নির মাধ্যমে সম্পদ তৈরির একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হল সুদের চক্রবৃদ্ধি হার। যত সময় গড়ায় চক্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সুদে-মূলে লগ্নিও ফুলে ফেঁপে ওঠে। সংক্ষেপে চক্রবৃদ্ধির হার বলতে বোঝায় সুদের সুদ। অর্থাৎ, প্রতি বছর জমা সুদ আসলের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর তার পরের বছর সেই সুদ-আসলের যোগফল যা হয় তার ওপর মেলে সুদ। আমানতের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। মেয়াদি আমানতের কিছু প্রকল্পে সরল সুদও দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শুধু আসলের ওপরেই সুদ পাওয়া যায়।

দু-ধরনের সুদের পার্থক্য বোঝা যাবে নীচের উদাহরণ থেকে।

খেয়াল রাখবেন...

- কোনও বিনিয়োগই আপনাকে রাতারাতি ধনকুবের করবে না। এর জন্য ধৈর্য এবং সঠিক ফান্ড বাছাই জরুরি
- আর্থিক শৃঙ্খলা আপনাকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে, যা কল্পনাও করতে পারবেন না
- যত দ্রুত বিনিয়োগ শুরু করা যায় ফেরত লাভের পরিমাণ তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা কুড়ির কোটায় বয়স হলেই লগ্নির পরামর্শ দেন। যদিও যে কোনও বয়সেই এটা সম্ভব। মনে রাখবেন, না করার চেয়ে দেরি করা ভালো
- দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বেশি লাভজনক
- শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। বাজারের সাময়িক পতনে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই

ধরা যাক এ এবং বি দুই বন্ধু। দুজনেই ১ লক্ষ টাকা করে বিনিয়োগ করেছে। এ বিনিয়োগ করেছে সরল সুদের প্রকল্পে। কিন্তু বি এমন প্রকল্প বেছে নিয়েছে যেখানে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাওয়া যায়। সুদের হার ১৪ শতাংশ হলে ৫ বছর বাদে এ সুদে-আসলে পাবে ১,৭০,০০০ টাকা। আর বি-এর ঝুলিতে চক্রবৃদ্ধির সৌজন্যে থাকবে ২,০১,১৩৬ টাকা।

এবার আসা যাক মিউচুয়াল ফান্ডের ১৫/১৫/১৫ সূত্রে। ধরা যাক, ১৫ বছরের জন্য আপনি মাসে ১৫ হাজার টাকা করে বিনিয়োগ করতে চাইছেন। অর্থাৎ, আসলের হিসাবে আপনার সঞ্চয় দাঁড়াবে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা। বছরে ১৫ শতাংশ হারে তহবিল বৃদ্ধি পেয়ে দেড় দশকে আপনার হাতে প্রায় ১ কোটি টাকা আসতে পারে। আর যদি আরও ১৫ বছর এই তহবিল চালিয়ে যান তাহলে ১৫ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি সুদের হিসাবে তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০ কোটি টাকার আশপাশে। এক্ষেত্রে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিজনিত উত্থান-পতনের বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। ফলে আপনার লগ্নি যে ধারাবাহিকভাবে বাড়বে এমন কোনও কথা নেই। কোনও বছর সংশ্লিষ্ট ফান্ডে ৩০ শতাংশ হারে রিটার্ন মিলতে পারে। আবার পরের বছর সেটা ১০ শতাংশে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার)

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : ওপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। প্রকল্প সম্পর্কিত যাবতীয় নথি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ট্রেন্ট

● **সেক্টর :** রিটেল ● **বর্তমান মূল্য :** ৬৬৫৩ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ২৬৪০/৮৩৪৫ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ২,৩৬,৪৯৮ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ১১৪.৪৩ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.০৫ ● **ইপিএস :** ৫০.৯১ ● **পিই :** ১৩০.৬৮ ● **পিবি :** ৫৮.১৪ ● **আরওসিই :** ২৩.৮ শতাংশ ● **আরওই :** ২৭.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৮০০০

একনজরে

- সংস্থাটিতে টাটা গোষ্ঠীর ৩৭ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থার ২৬.৬২ শতাংশ এবং দেশের আর্থিক সংস্থার ১৩.৩৯ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে।
- সারা দেশে ৮৭৫টিরও বেশি স্টোর রয়েছে। ১৭৮টি শহরে স্টোর রয়েছে ট্রেন্টের।
- ট্রেন্টের অধীন জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলি হল ওয়েস্টসাইড, জুডিও, উৎসা, মিসবু, সামো, জারা, মাস্সিমো ডুট্টি, স্টার ইত্যাদি। ২০২০-তে বুকার ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করায় ক্যাস অ্যান্ড কারিও এখন এই গোষ্ঠীর অধীনে এসেছে।
- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ট্রেন্টের মুনাফা ৪৬.৯ শতাংশ বেড়ে ৩৩৫.০৬ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ৩৯.৩৭ শতাংশ বেড়ে ৪১৫৬.৬৭ কোটি টাকা হয়েছে।
- বিগত ৫ বছরে নিট মুনাফা ৫৬.৫ শতাংশ হারে বাড়িয়েছে এই সংস্থা।
- বর্তমানে ট্রেন্টের এনসিডি (নন কনভার্টিবল ডিবেঞ্চার) আকারে ঋণ রয়েছে মাত্র ৪৯৮.৬ কোটি টাকা। সেখানে নগদ রয়েছে ১৭৩৭ কোটি টাকা।
- বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মধ্যে 'জুডিও'-র ব্যবসা বৃদ্ধির হার সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে। আগামী ২ বছরের মধ্যে আরও ২০০টি 'জুডিও' স্টোর খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে সংস্থাটি।
- সাম্প্রতিক সংশোধনে ট্রেন্টের দাম প্রায় ২০ শতাংশ নীচে নেমে এসেছে, যা লগ্নির জন্য উপযুক্ত দাম হতে পারে।
- মতিলাল অসওয়াল, শেয়ার খান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সব মহিমায় ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে সেনসেক্স ২.৫৪ শতাংশ উঠে পৌঁছে গেল ৭৯,১১৭.১১ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ২.৩৯ শতাংশ উঠে থিতু হয়েছে ২৩,৯০৭.২৫ পয়েন্টে। গত দুই মাস ধরে চলা সংশোধনে দুই সূচক নেমে গিয়েছিল পাঁচ মাসের সর্বনিম্ন অঙ্কে। সেখান থেকে একদিনেই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটাল দুই সূচক নিফটি ও সেনসেক্স। সেনসেক্স ৭৯ হাজার ধরে রাখতে পারলে এই র‍্যালি আরও বিস্তৃত হতে পারে। অন্যদিকে, নিফটি ২৪ হাজারের গণ্ডি পেরোতে পারলে ফের বুলদের পাল্লা ভারী হতে পারে শেয়ার বাজারে।

শেয়ার বাজারের এই উত্থানে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি জোট ক্ষমতায় ফিরতে পারে এই আশায় ভর করে ফের লগ্নিতে উৎসাহ দেখিয়েছেন লগ্নিকারীরা। গত দুই মাসের সংশোধনে প্রথমসারির বেশিরভাগ সংস্থার শেয়ারদর অনেকটাই নীচে নেমে এসেছিল। কম দামে ভালো শেয়ার কেনার আগ্রহ ও দুই সূচককে একধাক্কায় অনেকটাই ওপরে তুলে এনেছে। মহারাষ্ট্রে বিজেপি জোটের বিপুল জয় বাস্তবায়িত হওয়ায় এর ইতিবাচক প্রভাব আরও গভীর হতে পারে শেয়ার বাজারে।

বৃহস্পতিবার ঘুষ কাণ্ডে গৌতম আদানির নাম জড়ানোয় ধস নেমেছিল আদানিগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারে। তার পরেরদিনই আদানিগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার শেয়ার কিনতে শুরু করেন লগ্নিকারীরা। যা সার্বিকভাবে শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তথ্যপ্রযুক্তি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শেয়ারদরে বড় উত্থানও সূচকের প্রত্যাবর্তনে ভূমিকা নিয়েছে। আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারের উত্থানও ভারতীয় শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। টেকনিক্যালি নিফটির রেজিস্ট্যান্স লেভেল ২৪০০০, ২৪১৪০, ২৪৪৫০, ২৪৮০০। অন্যদিকে সাপোর্ট লেভেল ২৩৮০০, ২৩৬৫০, ২৩৫০০, ২৩৩০০। এই লেভেলের কথা বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও এখনই সুদিন ফিরে এসেছে তা বলার সময় আসেনি। দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় শেয়ার বাজার এখনও লগ্নিকারীদের বড় অঙ্কের রিটার্ন দিতে পারে। আগামী এক থেকে দেড় বছর নিফটি ২৭ থেকে ৩০ হাজারে পৌঁছে যেতে পারে। এই লক্ষ্য রেখে ধাপে ধাপে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। কোনও এক ক্ষেত্রের শেয়ারে নয়, লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শেয়ারে। পোর্টফোলিওতে সঠিক ভারসাম্য থাকলে দীর্ঘ মেয়াদি লগ্নির বড় সুফল পাওয়া যায়।

পরিস্থিতি ইতিবাচক না হলেও ডিসেম্বরের ঋণনীতিতে সুদের হার কমানো নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের নেতৃত্বাধীন এমপিসি যদি সুদের হার কমানোর ঝুঁকি নেয়, তাহলে ফের সুদিন ফিরতে পারে শেয়ার বাজারে।

অন্যদিকে, সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতা থেকে অনেকটাই নেমেছে। আগামী দিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে সোনা ও রুপো।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **জিআর ইনফ্রা :** বর্তমান মূল্য-১৫৬১.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৬০/১০২৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৪৭০-১৫৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫০৪১, টার্গেট-১৮৫০।
- **ন্যাটকো ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-১৩৫৭.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৩৯/৭৫২, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৩০০-১৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৪৩২৪, টার্গেট-১৭৭০।
- **ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৯৯৮.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৯৪/৯৬৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৯৫০-৯৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৭৭৬৫, টার্গেট-১৩৫৪।
- **মোরপেন ল্যাব :** বর্তমান মূল্য-৭৩.৯৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০১/৩৮, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৬৭-৭২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪০৫৭, টার্গেট-১১০।
- **এনটিপিসি :** বর্তমান মূল্য-৩৬৫.৪৫ এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৮/২৫৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৫০-৩৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৫৪৬০৭, টার্গেট-৪৫২।
- **এক্সাইড ইন্ড :** বর্তমান মূল্য-৪২৪.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬২০/২৭৮, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪০০-৪২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৬০৪৮, টার্গেট-৫৭০।
- **পাওয়ার গ্রিড :** বর্তমান মূল্য-৩৩৬.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৬৬/২০৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩১৫-৩৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১১৬৬৩, টার্গেট-৪২৫।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

সুবিশাল শর্ট কভারিং ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

গোটা সপ্তাহ ধরেই ভারতীয় শেয়ার বাজার এক ধরনের উত্তেজনার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার একটি ভালো শর্ট কভারিং হতে গিয়ে আর হয়নি। বাদ সাধে ইউক্রেনের রাশিয়ার মাটিতে অ্যাটাকমস মিসাইল দিয়ে হামলা। এই মিসাইল আমেরিকার লকহিড কোম্পানির তৈরি এবং এতদিন আমেরিকা ইউক্রেনকে অনুমতি দেয়নি রাশিয়ার মাটিতে এই অস্ত্র হানার। রাশিয়া এর আগেই বলেছিল যে, তাদের ওপর ন্যাটোর দেশগুলির মধ্যে কোনও দেশের অস্ত্র আঘাত হানলে তা সেই দেশের সক্রিয় ভূমিকা হিসেবে ধরা হবে। এই উত্তেজনার ফলে মঙ্গলবার ভারতীয় শেয়ার বাজার সমস্ত লাভ বেলা শেষে হারিয়ে বসে।

বৃহস্পতিবার যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। খবর আসে যে, আমেরিকার সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কাউন্সিল (সেক) এবং ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) আদানি গ্রুপের মালিক গৌতম আদানি এবং তাঁর সাতজন অ্যাসোসিয়েটকে ২৬৫ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ২,৩০০ কোটি টাকা উৎকোচ দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। এই দুই সংস্থার বক্তব্য যে, আদানি গ্রুপ নাকি এই টাকা ভারতীয় আধিকারিকদের দিয়েছেন। এর পরিবর্তে তাঁরা পরবর্তী ২০ বছর ধরে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বা ১৬,৫০০ কোটি টাকা লাভ করার পরিকল্পনা করেছেন। এই খবর চাউর হতেই আদানি গ্রুপের শেয়ারগুলিতে ধস নামে। আদানি এন্টারপ্রাইস ২৩ শতাংশের ওপর এবং আদানি গ্রিন এনার্জি ১৮.৮৯ শতাংশ, আদানি এনার্জি সলিউশন ২০ শতাংশ, আদানি পোর্টস ১৩.১১ শতাংশ, আদানি পাওয়ার ৯.৫৬ শতাংশ, অম্বুজা সিমেন্ট ১২.৫৬ শতাংশ, এসিসি ৭.৯২ শতাংশ প্রভৃতি সুবিশাল পতন দেখে। ঠিক আগের দিন আদানি গ্রুপ গ্রিন বন্ড জারি করে বাজার থেকে ৬০০ মিলিয়ন ডলার তুলেছে। এই খবর আসতেই তাঁদের বন্ড ক্যানসেল করে দেন।

পতন হয় বিভিন্ন পিএসইউ ব্যাংকগুলিতে। বিশেষ করে তারা যাদের কাছে বিপুল ঋণ নিয়ে রেখেছেন আদানি। পতনের মুখ দেখে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাংক অফ বরোদা, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, কানারা ব্যাংক এবং বিভিন্ন সরকারি নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানিগুলি। পতন আসে পিএফসি এবং আরইসি-তেও। এর প্রভাব পড়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন শেয়ারে পতন তো আসেই, নিফটি এবং সেনসেক্সও পতন দেখে। তবে শুক্রবার শেয়ার বাজারে যে র‍্যালি আসে তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল বলা চলে। এদিন নিফটি বৃদ্ধি পায় ৫৫৭.৩৫ পয়েন্ট। সেনসেক্স বৃদ্ধি পায় ১৯৬১.৩২ পয়েন্ট বা ২.৫৪ শতাংশ। শুক্রবার নিফটি আইটিতে সবচেয়ে বেশি উত্থান আসে এবং তা বৃদ্ধি পায় ৩.২৯ শতাংশ। নিফটি ব্যাংকে উত্থান আসে ১.৫১ শতাংশ এবং বিএসই স্মল ক্যাপে বৃদ্ধি আসে ০.৯০ শতাংশ।

আদানি গ্রুপের শেয়ারগুলিতে ধস

শুক্রবার সকালে হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র একটি বিবৃতি দেন আদানি প্রসঙ্গে। যার ফলে আদানি গ্রুপের কিছু স্টকে কিছুটা স্বস্তি আসে। হোয়াইট হাউসের বক্তব্য অনুযায়ী, ভারত এবং আমেরিকার বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের এবং তা একটি শক্তিশালী কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে। সুতরাং আদানি সংক্রান্ত যে সংকট তৈরি হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন। অবশ্য দিনের শেষে আদানি এন্টারপ্রাইজেস এবং আদানি পোর্টস কিছুটা বেরিয়ে আসলেও আদানি গ্রিন এনার্জিতে পতন অব্যাহত থাকে। এই শেয়ারে পতন আসে ৭.৯৬ শতাংশ। শুক্রবার মার্কেটে বড় উত্থান আসে এবং শর্ট কভারিং হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন বহু শেয়ার ছিল যা নতুন করে তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়ে যায়। এর মধ্যে রয়েছে ভোদাফোন আইডিয়া, রাজেশ জুয়েলার্স, আদানি এনার্জি, ওলা ইলেক্ট্রিক মোবিলিটি, বাজাজ হাউসিং ফিনান্স, এশিয়ান পেন্টস, টাটা টেকনলজি, অ্যাভিনিউ সুপারমার্ট, হোনাসা কনজিউমার, টানলা প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি।

অবশ্য এদিন অনেক শেয়ার নতুন করে তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে ন্যালকো, ইন্ডিয়ান হোটেলস, এইচসিএল টেক, পারসিস্টেন্ট সিস্টেম, কোফর্জ, ফেডারেল ব্যাংক, বিজয়া ডায়াগনস্টিক্স প্রভৃতি। শনিবার মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের ফলাফলের প্রত্যাশায় শেয়ার বাজারে একটি র‍্যালি এসে থাকতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস। সম্প্রতি যে সংশোধন শেয়ার বাজারে এসেছে তার মধ্যে বেশ কিছু শেয়ারে তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা থেকে যে পতন এসেছে, তা উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে রয়েছে ফাইভ স্টার বিজনেস (-৩৩.১১ শতাংশ), টিউব ইনভেস্টমেন্ট (-২৭.৭৮ শতাংশ), হোয়ার্লপুল (-২৭.৯৪ শতাংশ), টরেন্ট পাওয়ার (-২৫.৫১ শতাংশ), হিতাচি এনার্জি (-৩০.৪৩ শতাংশ), বিএএসএফ ইন্ডিয়া (-৩৫.৬৭ শতাংশ), বলরামপুর চিনি (-২৫.৪৭ শতাংশ), পিসিবিএল ইন্ডিয়া (-৩২.৬৮ শতাংশ), মহানগর গ্যাস (-৪১.৭৮ শতাংশ), অ্যাভিনিউ সুপারমার্ট (৩৪.১২ শতাংশ)।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

তদন্তে নেমে সমস্যায় পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : নিরাপত্তার স্বার্থে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের তরফে গুরুত্বপূর্ণ মোড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাস্তায় বসানো হয়েছিল সিসিটিভি ক্যামেরা। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশ অকেজো হয়ে পড়ায় উঠছে প্রশ্ন। তবে কমিশনারেটের অন্দরের খবর, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সিসিটিভিগুলোর এই হাল। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নেই আলাদা কোনও ফান্ড।

এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'দুর্গাপুজোর সময় ১০০ সিসিটিভি চালু করা হয়েছে। সিসিটিভির কন্ট্রোল রুম পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন ভবনে কন্ট্রোল রুম সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে। আরও ক্যামেরা বসানো হবে।'

ভেনাস মোড়, এয়ারভিউ মোড়, দার্জিলিং মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো হয়ে আছে বলে অভিযোগ। এদিকে, শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় অপরাধ বাড়ছে। সিসিটিভি অকেজো পড়ে থাকায় ঘটনার তদন্তে নেমে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে বা তাদের গতিবিধি ট্র্যাক করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন পুলিশকর্তারা। সম্প্রতি সেবক রোড, মাটিগাড়া এলাকার বিভিন্ন ঘটনার তদন্তে পুলিশকে এধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে বলে খবর। যদিও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউ। তবে বিরক্তিটা তাঁরা আড়াল করেননি।

সিসিটিভি অকেজো

পুলিশকর্মীদের অনেকেই আড়ালে আবডালে বলছেন, 'তদন্তের ক্ষেত্রে এখন সিসিটিভি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূল রাস্তায় থাকা ক্যামেরা অকেজো হয়ে থাকলে তো মুশকিল।' তবে অকেজো হওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের বিষয়টিই উঠে এসেছে।

সূত্রের খবর, কমিশনারেটের তরফে শহরের মূল জায়গাগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হলেও তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা নেই। নেই কোনও ফান্ড।

এপ্রসঙ্গে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'পুলিশের সঙ্গে আমরা নিয়মিত আলোচনা করি। তারা আমাদের সবসময়ই জানায়, সিসিটিভি ক্যামেরা ঠিক আছে। এনিয়ে পুলিশের সঙ্গে আমরা কথা বলব।'

পর্যালোচনা সভা

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবি জানিয়ে এবিটিএ'র শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার বার্ষিক পর্যালোচনা সভা হয়। সমিতির কনকনাথ ভবনে পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে সভার সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন এবিটিএ'র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : রক্তসংকট মেটাতে এগিয়ে এল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন (বেঙ্গল সার্কেল)। শনিবার ব্যাংকের শিলিগুড়ি শাখায় তেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় শিবিরে ২০ জন মহিলা সহ একশোজন রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার বীরেন্দ্র সিং।

আজ শহরে

■ বাগডোগরায় উড়ালপুলের নীচে লাইফলাইন মোড়ে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরার উদ্যোগে মেগা রক্তদান শিবির সকাল সাড়ে ৯টায়।

বইমেলা শুরু ৩০ নভেম্বর

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে বাঘা যতীন পার্কে শুরু হচ্ছে শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা। চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শনিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এক সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'এবার ছাত্রছাত্রীদের বইমুখী করতে ডিআই মারফত প্রতিটি স্কুলে বইমেলার কথা জানানো হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের ৫০ শতাংশ ছাড় থাকছে বই কেনায়।' তিনি জানান, এ বছর গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি ১৫ হাজার টাকা, টাউন ও মহকুমা গ্রন্থাগারগুলি ২০ হাজার টাকা ও জেলা লাইব্রেরি ৪০ হাজার টাকার বই কিনতে পারবে। সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র ছাড়াও ছিলেন এসডিও অওধ সিংহল, সহকারী জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী।

বইমেলার উদ্বোধন করবেন রাজ্যের গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন বিশিষ্ট লেখিকা দেবারতি মুখোপাধ্যায় এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন লেখিকা সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের বইমেলায় কলকাতার ৫০টি স্টল থাকছে, এছাড়াও সরকারি ও স্থানীয় প্রকাশকদেরও বেশ কিছু স্টল থাকছে। ৩০ নভেম্বর বইমেলার উদ্বোধনের আগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হবে। বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে ফের বাঘা যতীন পার্কে শেষ হবে। বইমেলা চলাকালীন প্রতিদিনই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, কবি সম্মেলন, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা হবে।

বিয়ের কনের জন্য কর্মসূচি মালাবারে

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : গত মাসে শিলিগুড়িতে পথ চলা শুরু হয়েছিল মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের। শনিবার শাখায় 'ব্রাইডস অফ ইন্ডিয়া' বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বাঙালি, মারাঠি, পঞ্জাবি, নেপালি কনেদের জন্য থাকছে নানা কালেকশন। সঙ্গে থাকছে বিশেষ অফার। যেমন সোনার গয়নার মজুরির ওপর ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়, হিরের দামের ওপরেও ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়।

শিলিগুড়িতে মালাবারের নতুন শোরুমটি খুলেছে সেবক রোডের ডন বসকো মোড়ের কাছে। এদিন এই অনুষ্ঠানে অসাধারণ কালেকশনগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে র‍্যাম্প ওয়াকের আয়োজন হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শোরুমের ম্যানেজার সঞ্জয় তাঁতি বলেন, 'সবাই আসুন, আমাদের সুন্দর ও অসাধারণ কালেকশন দেখুন।' মেকিং চার্জের ওপর অনেক অফার আছে বলে জানাচ্ছিলেন শোরুমের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার রিতা চক্রবর্তী।

আর্থমুভার নিয়ে প্রাচীরে হামলা

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : জমি দখলের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বোতল কোম্পানি এলাকায়। প্রাক্তন সেনাকর্মী দেবরাজ রাই অভিযোগ করেছেন, জমি বিক্রি করতে না চাওয়ায় শনিবার কয়েকজন দুষ্কৃতী আর্থমুভার দিয়ে তাঁর জমির সীমানা প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে। এনিয়ে ভক্তিনগর থানায় তিনি অভিযোগও দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, 'এদিন সকাল ৬টা নাগাদ কয়েকজন আর্থমুভার নিয়ে হাজির হয়। সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়।' পাশের জমির মালিক সুজিত আগরওয়ালের এতে মদত থাকতে পারে বলে তাঁর অভিযোগ।'

জমি দখল সংক্রান্ত বিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। জমি কার সেটা সঠিক বলা সম্ভব নয়। সমস্ত নথি বিএলএলআরও দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে যা বলা হবে, সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নেব।'

শহরে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক

শিলিগুড়ি, ২৩ নভেম্বর : দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েল চালুর জন্য দু'দিন শহরে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা করেছিল পুরনিগম। কিন্তু দিনরাত কাজ করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জল পরিষেবা স্বাভাবিক করল জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। শনিবার সকালে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল এসেছে। তবে,

নবনির্মিত জল উত্তোলনকেন্দ্র।

অন্যদিনের তুলনায় এদিন সকালে খুব অল্প সময় জল ছিল। বিকেল থেকে পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়েছে। মেয়র গৌতম দেব জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগকে এজন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি এদিন বলেন, 'দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলকে পানীয় জলের মূল পাইপলাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে আমরা দু'দিন সময় নিয়েছিলাম। শহরবাসীকে অবগত করতে আগে থেকে মাইকে প্রচার করা হয়েছিল। পাশাপাশি পুরনিগমের তরফে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ট্যাংকার এবং দুই লক্ষ জলের পাউচও তৈরি রাখা হয়েছিল। শুক্রবার জল না এলেও পুরনিগম তৎপর থাকায় শহরে কোনও সমস্যা হয়নি। আমরা শনিবারও শহরের সব ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহের আগাম ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। কিন্তু জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর শুক্রবার রাতের মধ্যেই তাদের কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এদিন সকালে শহরে জল এসেছে।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশব কুমার বলেছেন, 'দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের কাজ শেষ করে শুক্রবার রাত থেকেই জল তোলার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।'

পুলিশের জালে বাংলাদেশি তরুণী সহ তিন

প্রেমের টানে ভারতে এসে বিপদে

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৩ নভেম্বর : দুজনের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৪০০ কিমি। তার মধ্যে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার। ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও কলের মাধ্যমে কথাবার্তা চললেও দুজনের কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। ভিনরাজ্যে কাজ করলেও প্রেমিকার বারবার অনুরোধে কিছুদিন আগে উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির লালচাঁদ সরকার বাড়ি চলে আসেন। এরপর বাংলাদেশের ফরিদপুরের বাসিন্দা প্রেমিকা স্বপ্না রানির সঙ্গে দেখা করতে সপ্তাহখানেক আগে স্থানীয় সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন প্রেমিক।

এরপর ভারতে এসে বিয়ে করে সংসার করার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। প্রেমের টানে ভারতে এসে বিপদে পড়েন তাঁরা। দালালকে টাকা খাইয়ে মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ির খোলা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকলে পুলিশের জালে ধরা পড়ে যান তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন লালচাঁদের বন্ধু আপন বর্মন। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। শনিবার তিনজনকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে পাঠিয়ে তিনদিনের পুলিশি রিমান্ডের দাবি করা হয়েছে।

তবে, ওই বাংলাদেশি তরুণীর কাছে পরিচয়পত্র পাওয়া গেলেও দুই তরুণের কাছে কোনও পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। তাঁরা সত্যিই ভারতীয় কি না তার তদন্ত করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, প্রেমের টানে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে ওই তরুণী। আর

> প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, প্রেমের টানে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে ওই তরুণী। আর ওই তরুণ ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে আবার ভারতে আসে। এই ঘটনার পিছনে অন্য কিছু কারণ আছে কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
>
> **ভাস্কর রায়**
> ওসি, কুচলিবাড়ি থানা

ওই তরুণ ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে আবার ভারতে আসে। এই ঘটনার পিছনে অন্য কিছু কারণ আছে কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ঘটনার সূত্রপাত একবছর আগে। ফরিদপুরের ওই তরুণীর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে লালচাঁদের। প্রেমিক পরিযায়ী শ্রমিক। প্রেমিকার কথা মতো সপ্তাহ খানেক আগে বাংলাদেশে তাঁরা দেখা করলে দুজনে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

সেই মতো বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন। তারপর খোঁজ পান মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ির খোলা সীমান্তের।

শুক্রবার রাতে ওই সীমান্ত দিয়ে দালালকে টাকা দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেন প্রেমিক-প্রেমিকা। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে কোচবিহারের শীতলকুচির বাসিন্দা লালচাঁদের বন্ধু সেখানে আসেন। এরপর তাঁদের তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

শুরু হয় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ। স্বপ্নার কথায়, 'একবছরের সম্পর্ক। বাড়িতে না জানিয়েই প্রেমিকের হাত ধরে ভারতে প্রবেশ করি। আমাদের ভালোবাসা মেনে নিয়ে ভারতে থাকার সুযোগ করে দিক প্রশাসন।' এদিকে প্রেমিক বলেন, 'স্বপ্নাকে বিয়ে করতে চাই। তাই বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই সীমান্ত টপকে সেদেশে গিয়েছিলাম তাকে আনতে।'

মহারাষ্ট্রের খবরে ফাঁকা কংগ্রেস কার্যালয়

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর : তিনি কি রাজনীতিতে আসবেন? নাকি আসবেন না? হাজার হাজার জল্পনার পর অবশেষে শনিবার সংসদীয় রাজনীতিতে অভিষেক হল প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার। বছরের পর বছর সমস্ত জল্পনাকল্পনার শেষে কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা লোকসভায় প্রবেশ করছেন ওয়েনাড থেকে জয়লাভ করার পর। এবং বর্তমানে সংসদে এক পরিবারের তিন সদস্যের থাকার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন হতে চলেছে।

প্রায় চার লাখ ভোটের ব্যবধানে জিতে সংসদীয় রাজনীতিতে ডেবিউ করলেন প্রিয়াংকা। যদিও মহারাষ্ট্রের হার ফিকে করে দিল তাঁর জয়কে।

শনিবার সকাল থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের ২৪ আকবর রোডে আগমন হতে থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র হাতছাড়া হওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট হতে হতেই ফাঁকা হতে শুরু করল কংগ্রেসের জাতীয় কার্যালয়। হরিয়ানার পর মহারাষ্ট্র, একের পর এক ধাক্কা। ফলে রাজনীতির ডেবিউতে প্রিয়াংকা গান্ধি চার লক্ষের বেশি ভোটে জেতার পরও দিনের শেষে শুনসান থেকে গেল দলীয় কার্যালয়।

অসমে মেইতেই-কুকি ভাই-ভাই

গুয়াহাটি, ২৩ নভেম্বর : মণিপুরের জনজাতি হিংসার আঁচ অসমের হমারখাওলিয়েনে পৌঁছোয় না। কাছাড় জেলার এই গ্রামে একান্নবর্তী পরিবারের মতো সুখে শান্তিতে বাস করেন কুকি ও মেইতেইরা।

প্রায় দেড় বছর হতে চলল, কুকি-মেইতেই গোষ্ঠী সংঘর্ষে জর্জরিত মণিপুরের জিরিবাম জেলা। ৬ জুন জিরিবামে ফের সংঘর্ষ হয়। সম্পত্তি নষ্টের পাশাপাশি একাধিক দোকানপাট ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে।

বছর বত্রিশের তরুণী লালরুতমইয়ের দু'টি দোকানও মাটিতে মিশিয়ে দেয় হামলাবাজরা। ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে ওই তরুণীর পরিবার সীমানা পেরিয়ে পালিয়ে হমারখাওলিয়েনে আশ্রয় নেয়।

লালরুতমই জানিয়েছেন, 'এখানকার মানুষজন এত ভালো যে আমাদের আর একটুও ভয় করছে না। এঁরা সাহস জোগাচ্ছেন, সাহায্যও করছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় একটা দোকানও খুলতে পেরেছি। তা থেকেই আমাদের সংসার চলে যাচ্ছে।'

মণিপুরে নেট বন্ধই থাকছে

ইম্ফল, ২৩ নভেম্বর : মণিপুরে এখনও স্বাভাবিক হল না ইন্টারনেট পরিষেবা। শনিবার রাজ্যের অশান্ত সাতটি জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা আরও দু'দিনের জন্য বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে রাজ্য প্রশাসন।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শান্তি ও জনস্বার্থে ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব, কাকচিং, বিষ্ণুপুর, থৌবল, চূড়াচাঁদপুর এবং কাংপোকপি জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা আরও দু'দিনের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে।' ১৬ নভেম্বরের হিংসায় তিনজন মহিলা এবং তিনজন শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের পর ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়। তারপর থেকেই এই ইন্টারনেট বন্ধের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মণিপুরে মন্ত্রী ও বিধায়কদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শনিবার আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ধৃতরা হলেন খুমুকচাম রমণ সিং (৪৫) এবং কিতেল্লাকপাম রবি সিং (২৯)। অন্যদিকে রাজ্যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকার আরও ২০ কোম্পানি আধাসেনা পাঠাচ্ছে।

একেই হয়তো বলে ঝোপ বুঝে কোপ মারা। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শনিবার বোল্লাকালীমেলায় আরও বেশি ভিড় হয়। ট্রেনে উঠতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় সকলকে। আর ভিড়ের সুযোগ নিয়ে পকেটমারি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ৪০ জন পকেটমার। দুষ্কৃতীদের মধ্যে ১২ জন মহিলা ও ২৮ জন পুরুষ। শুধু তাই নয়, মেলায় চরম অব্যবস্থা। যা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভক্তরা। ছবি : মাজিদুর সরদার

হুড়োহুড়িতে জখম ভক্তরা

বোল্লাকালীপুজোয় চূড়ান্ত অব্যবস্থা

ভাস্কর বাগচী ও সাজাহান আলি

পতিরাম, ২৩ নভেম্বর : পতিরামের বোল্লাকালীপুজোয় দেখা গেল চূড়ান্ত অব্যবস্থার ছবি। মন্দিরে প্রবেশের সময় হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কিতে অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা পুণ্যার্থী। এর পাশাপাশি ভিআইপি পাস দেওয়ার ক্ষেত্রেও উঠেছে বিস্তর অভিযোগ। ভিড় সামাল দিতে আয়োজক কমিটি ব্যর্থ, এমনই বলছেন পুণ্যার্থীরা। অবশ্য আয়োজকরা তা মেনেও নিয়েছেন। বাকি দিনগুলিতে পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

বোল্লাকালীপুজোয় লক্ষ লক্ষ ভক্তের আগমন ঘটে। শিলিগুড়ি সহ বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে পুণ্যার্থীরা এখানে পুজো দিতে আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুক্রবার রাতে পুজো শুরু হয়েছে। চলবে রবিবার পর্যন্ত। ভক্তদের অভিযোগ, সুশৃঙ্খলভাবে পুজো দেওয়ার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি মন্দির কমিটি। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। এমনকি ভিআইপি পাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভক্তদের লাইনেও হয়েছে ধাক্কাধাক্কি। শনিবার এমন ছবিই দেখা গেল। হুড়োহুড়িতে জখম হন ভক্তরা। কারও হাত কেটেছে, কারও আবার বুকে চোট লেগেছে। একটা সময় পদপিষ্ট হওয়ার মতোও পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সবকিছু চোখের সামনে ঘটলেও পুজো কমিটির তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকি স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ ঝোলানো তরুণদের দেখা গেলেও ভিড় নিয়ন্ত্রণে তাঁদের এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

শুক্রবার রাত থেকেই হাজার হাজার পুণ্যার্থী মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় করেন। শনিবার বেলা যত গড়িয়েছে, তত বাড়তে থাকে ভিড়। ভিড় সামাল দিতে কমিটির স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশকর্মীরা থাকলেও বাস্তবে তাঁরা কাজের কাজ কিছুই করে উঠতে পারেননি, এমনই বলছেন ভক্তরা। তাঁদের বক্তব্য, আগাম পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট। অভিযোগ, সাধারণের জন্য একটি লাইন থাকলেও, কমিটি এবং পুলিশের একাংশ বিকল্প পথ দিয়ে তাঁদের পরিচিতদের মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করিয়েছেন। ভিআইপি পাস দেওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে অভিযোগ। অনেকেই বলছেন, কেউ ২০০, কেউ আবার ৫০০ টাকা দিয়ে ওই পাস পুজো কমিটির অফিস থেকে নিয়ে এসেছেন ঠিকই। কিন্তু ভিআইপি গেটের সামনে কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না।

শিলিগুড়ি থেকে পুজো দিতে আসা নারায়ণ গোস্বামীর বক্তব্য, 'ভিআইপি পাস নিয়ে সস্ত্রীক গেটের সামনে দাঁড়ানোর পরও মন্দিরে প্রবেশ করতে লেগে যায় দেড় ঘণ্টা। হুড়োহুড়িতে আমার স্ত্রী পায়ে চোট পান।' মালদার বাসিন্দা সুকন্যা চৌধুরীর কথায়, '৩০০ টাকা দিয়ে ভিআইপি পাস কিনে আনি। কিন্তু চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার কারণে ভালোভাবে পুজো দিতে পারলাম না। উলটে মন্দিরে ঢোকার সময় ধাক্কাধাক্কিতে আমার হাত কেটে যায়।'

তবে মন্দির কমিটি অব্যবস্থার বিষয়টা মেনে নিয়েছে। কমিটির পক্ষে মানসরঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'আমরা তরুণদের স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি বলেই এমনটা ঘটেছে। তবে আগামীদিনগুলিতে যাতে সুশৃঙ্খলভাবে সবকিছু সম্পন্ন হয়, সেটা আমরা দেখব।'

গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী

কিশনগঞ্জ, ২৩ নভেম্বর : আরারিয়ার ভরগামা থানার খুতহা বৈজনাথপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন মঞ্জিত কুমার। তিনি প্রেমিকার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে না পেয়ে একটি ঘরে ঢুকে মাথায় গুলি চালান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। ঘরের দরজা ভেঙে মারাত্মক জখম মঞ্জিতকে উদ্ধার করে পূর্ণিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার রাতে সেখানে মঞ্জিতের মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শনিবার সন্ধ্যা অবধি কোনও পরিবার থেকে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন আরারিয়ার পুলিশ সুপার অমিত রঞ্জন। শনিবার পুলিশ মঞ্জিতের দেহ আরারিয়া সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনাস্থল থেকে পিস্তলটি উদ্ধার হয়। পুলিশ সুপার জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে ঘটনার তদন্ত করা হবে।

সচেতনতা শিবির

চোপড়া, ২৩ নভেম্বর : চোপড়া থানার উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক একাধিক গ্রামে সচেতনতামূলক শিবির করা হচ্ছে। চোপড়ার আইসি সুরজ থাপা জানিয়েছেন, শনিবার হাপতিয়াগছে সাইবার প্রতারণা, বাল্যবিবাহ রোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয় গ্রামবাসীদের।

চালক হত

কিশনগঞ্জ, ২৩ নভেম্বর : দুই ট্রাকের সংঘর্ষে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে কিশনগঞ্জের কুরলীকোট থানার ৩২৭ইই জাতীয় সড়কে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মহম্মদ দানিশ রাজা(২৫)। বাড়ি কোচাধামন থানার কনহইয়াবাড়ি গ্রামে। তিনি মালবোঝাই ট্রাক নিয়ে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। অন্য ট্রাকটি খড়িবাড়ির দিক থেকে ঠাকুরগঞ্জে যাচ্ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কুরলীকোট থানার আইসি সিদ্ধার্থ দুবে দেহটি উদ্ধার করে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠান। অন্য চালক ও খালাসিদের ঠাকুরগঞ্জ হাসপাতালে পাঠান। পুলিশ দুটি ট্রাকই বাজেয়াপ্ত করেছে। এর জেরে জাতীয় সড়কে যানজট তৈরি হয়েছিল। এ ব্যাপারে মৃতের পরিবার থেকে কুরলীকোট থানায় অভিযোগ জানানো হয়। আইসি জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে।

জখম প্রৌঢ়

কিশনগঞ্জ, ২৩ নভেম্বর : নিউ জলপাইগুড়ি থেকে পাটনাগামী চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর জখম হলেন এক প্রৌঢ়। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে কিশনগঞ্জ স্টেশনের অদূরে। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, বছর ষাটের ওই প্রবীণকে উদ্ধার করে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন বলে আরপিএফ আধিকারিক হৃদয়কান্ত শর্মা জানান। ওই যাত্রীকে শনাক্ত করা যায়নি। রেল পুলিশ সামাজিক মাধ্যমে তাঁর ছবি ছড়িয়ে দিয়ে পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

গোরু বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ২৩ নভেম্বর : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের দিঘলব্যাংকে এসএসবি'র ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডুব্বাটোলী সীমান্ত চৌকির জওয়ানরা শুক্রবার ভোরে সাতটি গোরু বাজেয়াপ্ত করেছেন। পাচারকারীরা নেপাল থেকে গোরু পাচারের সময় টহলরত জওয়ানরা পাচারকারীদের দেখে গুলি ছোড়েন। পাচারকারীরা নেপালের দিকে পালিয়ে যায়। এসএসবি'র অতিরিক্ত কমান্ডান্ট প্রিয়রঞ্জন চাকমা জানান, গোরুগুলিকে এইদিন সন্ধ্যার পর দিঘলব্যাংক পুলিশের হেপাজতে তুলে দেওয়া হয় বলে আইসি সুমেশ কুমার জানান।

এক সপ্তাহ ধরে চলবে শেষ পর্যায়ের কাজ

লুপ পুলের রাস্তায় নিষেধাজ্ঞা

অনুপ সাহা

সিকিমগামী নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কে লুপ পুলের কাজ শেষ পর্যায়ে।

ওদলাবাড়ি, ২৩ নভেম্বর : সিকিমগামী নির্মীয়মাণ নতুন জাতীয় সড়ক ৭১৭ এ-এর মুখ্য আকর্ষণ লুপ পুলের জরুরি নির্মাণকাজের জন্য এই পথে যানবাহন চলাচলের ওপর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা জারি হল। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক টি বালাসুব্রহ্মণিয়াম এক নির্দেশ জারি করে শুক্রবার ভোর ৬টা থেকে আগামী ২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়েছেন।

একমাত্র জরুরি প্রয়োজনে যানবাহনকে ডাইভারশন ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক নির্দেশে জানানো হয়েছে। নির্দেশ বলবৎ করার জন্য নিষেধাজ্ঞায় সড়কের উল্লিখিত অংশের দু'পাশে পুলিশের নজরদারি চালু করারও নির্দেশ দিয়েছেন কালিম্পংয়ের জেলা শাসক।

বস্তুত, বাগ্রাকোটের জিরো কিলোমিটার থেকে শুরু হয়ে কালিম্পং পাহাড়ের চুইখিম গ্রামের আগে ৭ কিলোমিটার থেকে ১০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে লুপ পুলের নির্মাণকাজ প্রায় শেষের পথে। নতুন এই জাতীয় সড়কের সেরা আকর্ষণ এই লুপ পুলের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে বলে নির্মাণকারী ঠিকা সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার আমানউল্লাহ খান জানিয়েছেন। আগামী ২৯ নভেম্বরের মধ্যে বাদবাকি কাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে নির্মাণকারী সংস্থার।

ঘটনা হল, পাহাড়ের কোলে অসংখ্য মজবুত পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই লুপ পুল ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। নির্মাণকাজ শেষের আগেই প্রায় প্রতিদিনই সোশ্যাল মিডিয়ার কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের ভিড় লেগে থাকে এখানে। যে কারণে পাহাড়ি গ্রামগুলোর সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সমতলের বাসিন্দাদেরও ভিড় বাড়ছে এখানে। জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিন লুপ পুলের বাদবাকি অংশের নির্মাণকাজ শেষ করতে ভারী মেশিন ব্যবহার করা হবে। সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার কারণেই প্রশাসনিক স্তর থেকে যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের এক পদস্থ আধিকারিক।

হাটশেডে আবর্জনা

নকশালবাড়ি, ২৩ নভেম্বর : আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেরামত হয়েছিল হাটশেড। সাফসুতরো করা হয় চারপাশ। সেই জায়গা এখন ফের জঞ্জালে ভরে উঠেছে। হচ্ছে দৃশ্য দূষণ। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটশেডে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সপ্তাহে একদিন করে হাট বসে। অভিযোগ, নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ায় সেখানকার অবস্থা শোচনীয়।

প্রতি শনিবার হাটে ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আসেন কৃষিজ ফসল, হাঁস ও মুরগি কেনাবেচার জন্য। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের পেছনের দিকে হাটশেডটি। এর আগেও জমা জঞ্জালের কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হত ক্রেতা-বিক্রেতাদের। হাল ফেরাতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। সাফাই করা হয় চারপাশ। পুরোনো টিনের বদলে লাগানো হয় নতুন। ফের যাতে আবর্জনা না ফেলতে পারে কেউ, সেজন্য দু'দিকে লোহার গ্রিল আর টিন দিয়ে ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি পেভার্স ব্লক বসিয়ে হাটশেডের রূপে আমূল বদল আনা হয়। এই কাজের জন্য আট লক্ষ টাকার টেন্ডার করা হয়েছিল পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ফান্ড থেকে।

সরকারি তরফে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার পরও হাল ধরে রাখা গেল না। ব্যবসায়ীদের দাবি, কিছু মানুষের অসচেতনতার কারণে হাটশেডটি পুনরায় অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এখানে ৫০টিরও বেশি দোকান বসে। সবজি বিক্রেতা চন্দন শা বলছেন, 'আমরা সপ্তাহে একদিন দোকান করি। তারপর সারা সপ্তাহে আবর্জনা পড়ে থাকে। সাফাই হয় না। পেভার্স ব্লকের ওপর শৌচকর্ম করছেন অনেকে। আমরা সেগুলো পরিষ্কার করে আবার দোকান সাজাই।'

এপ্রসঙ্গে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ জানালেন, হাটশেডে দ্রুত লোহার গেট বসানো হবে। আবর্জনা সাফাইয়ের জন্য সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তাড়াতাড়ি চালুর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অন্দরে ষড়যন্ত্র দেখছেন গৌতম

প্রথম পাতার পর

অভিযোগকারীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি সচিবকে বলেন, 'কেন এভাবে একজন মহিলাকে বারবার দৌড়াতে হবে? অভিযোগের সত্যতা ছিল বলেই আপনারা নোটিশ করেছেন। তাহলে কেন এতদিনেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? আমি এসব আর বরদাস্ত করব না।'

১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ার দেবু সরকারের অভিযোগ, তাঁর বাড়ির সামনে দেড় বছর ধরে পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে। পাইপলাইন ফেটে প্রতিদিন জলের অপচয় হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সব শুনে পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিক মেয়রকে জানান, ওখানে বিদ্যুতের খুঁটি নিয়ে সমস্যা। ওই খুঁটি টানা দেওয়ার তার সরাতে হবে। মেয়র তাঁকে পালটা বলেন, 'একটা বিদ্যুতের খুঁটির টানা সরাতে এতদিন সময় লাগে? বছরের পর বছর ধরে পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে। দ্রুত রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্তাদের ফোন করে ব্যবস্থা নিতে বলুন। অথবা আমাকে ফোন ধরিয়ে দিন।'

এভাবেই এদিন প্রতিটি কাজের নিয়মিত নজরদারির জন্যও আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র। কিন্তু সেই কাজ আদৌ হবে কি! সন্দেহ কিছুতেই কাটছে না গৌতমের।

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে শাসকেই

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আদিবাসী অস্মিতায় ভর করে বাজিমাত করলেন হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ডের ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাহুল। তিনিই আবার মহারাষ্ট্রের জনাদেশকে অপ্রত্যাশিত মনে করছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা এই অপ্রত্যাশিত ফলের বিশ্লেষণ করব।'

জিতলেও মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে মহাযুতিতে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ফের ওই পদের দাবিদার। তাঁর যুক্তি, লোকসভা ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর মাত্র ৫ মাসে মহাযুতির ঘুরে দাঁড়ানোর নেপথ্যে তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত 'লড়কি বহিন যোজনা'। তবে মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় ধাক্কা উদ্ধব ঠাকরের। তিনি আক্ষেপ করছেন, 'করোনার মতো চ্যালেঞ্জিং সময়ে মহারাষ্ট্র আমার কথা শুনেছিল, আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই রাজ্য এমন আচরণ করবে ভাবতেই পারছি না।'

তাঁর দলের আরেক নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, 'বিজেপি কিছু গোলমাল করেছে। তারা আমাদের কিছু আসন চুরি করেছে। এটা মানুষের সিদ্ধান্ত হতে পারে না।' ১৫টি রাজ্যের ৪৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি ২১টি, কংগ্রেস ৭টি, তৃণমূল ৬টি, সপা ২টি এবং আপ ৩টি আসন জিতেছে। প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা ওয়েনাড লোকসভা আসনে জয়ী হয়েছেন।

দ্রোহের ঝাঁঝ

প্রথম পাতার পর

সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা এই ফলাফলকে 'বিজেপির জমিদারি প্রথা'-র বিরুদ্ধে মানুষের রায় বলে নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের পর শাসক বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল রাজ্যে। শুধু বিরোধী দলগুলি নয়, সাধারণ নাগরিকরা তাতে শামিল হওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছিল তৃণমূল। পরিস্থিতি দেখে উচ্ছ্বসিত ছিল বিরোধী শিবির।

কিন্তু ওই আন্দোলন যে একেবারে শহরকেন্দ্রিক ও উচ্চমধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা প্রমাণিত হয়ে গেল বাংলার ৬ কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফলে। বরং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পেই আস্থা রাখল গ্রামবাংলা, এমনকি মফসসল শহরগুলি। প্রত্যন্ত নির্বাচনি কেন্দ্র কোচবিহারের সিতাই ও কলকাতার কাছে হাড়োয়া কেন্দ্র দুটি লক্ষাধিক ভোটে দখলে রাখল তৃণমূল।

সিতাইয়ে জয়ের ব্যবধান ১ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি। হাড়োয়ায় ১ লক্ষ ৩১ হাজারের বেশি। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটে এই প্রথম তৃণমূলের জয়ের মুখ দেখার অর্থ চা বলয়ের ভোট পদ্মের দিক থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে এই জয় নিঃসন্দেহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুকুটে আরেকটি পালক।

বিরোধীদের ব্যর্থতা তৃণমূলের জয়কে মসৃণ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। উপনির্বাচনের প্রচারে সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি বিরোধীরা। দ্রোহের ঝাঁঝকে বরং ঠেকিয়ে দিল তৃণমূল।

হামলার চেষ্টা

প্রথম পাতার পর

মাটিগাড়ার শপিং মলটিতে গভীর রাত পর্যন্ত পানশালা, পাব চলে। যেখানে বিহার এমনকি নেপাল থেকেও অনেকে আসে। মদ্যপ অবস্থায় মলের সামনে একাধিকবার মারামারির ঘটনা হয়েছে। তার ওপর শপিং মলে স্পায়ের আড়ালে রমরমিয়ে দেহব্যবসা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। শপিং মলগুলিতে অনৈতিক কাজ নিয়ে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হতেই পুলিশ বাড়তি নিরাপত্তায় জোর দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো গেল না।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'শপিং মল এলাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য থানার পিসি পার্টি রাতে ওই জায়গাতে থাকে। পিঙ্ক পেট্রল টিম রাতে শপিং মলগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। পাশাপাশি মাটিগাড়ার শপিং মলটিতে গত একমাস ধরে পুলিশের আলাদা কিয়স্ক চলছে। চব্বিশ ঘণ্টা শপিং মলে কিয়স্ক থেকে নজরদারি চালানো হয়।'

মাদারিহাটে উচ্ছেদ পদ্ম

প্রথম পাতার পর

বিজেপির দীপককুমার রায়ের ঝুলিতে গেল ৩৫ হাজার ৩৪৮টি ভোট। ব্যবধান ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৩৬। জামানত রাখতে ৩৬ হাজারের বেশি ভোট প্রয়োজন ছিল বিজেপি প্রার্থীর।

চা বলয়ে তৃণমূল সাফল্য পেল বিজেপির ভোটব্যাংকে থাবা বসিয়ে। বিজেপি প্রার্থী রাহুল অবশ্য বুথ জ্যাম, রিগিং এবং ছাপ্পা ভোটে তৃণমূল জয়ী হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন। সিতাইয়ের বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার রায়ের অবশ্য কোনও অভিযোগ নেই। তিনি বলেন, 'ফলাফল যা হওয়ার, তাই হয়েছে। এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

জয়ী সংগীতার কথায়, 'সিতাইয়ের মানুষ ঢেলে আমাকে ভোট দিয়েছেন।' তাঁর স্বামী সিতাইয়ের বিধায়ক ছিলেন। তিনি সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় তৃণমূল সংগীতাকে প্রার্থী করেছিল। তিনি স্বামীর আসন ধরে রাখলেন। জগদীশ বলেন, 'আমরা এবং আমাদের সরকার সবসময় মানুষের পাশে থেকেছি বলে জয় হওয়ারই ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন আর তৃণমূল কর্মীদের পরিশ্রমের ফসল এই জয়।'

মাদারিহাটে হেরে যাওয়ার জন্য তৃণমূল ও প্রশাসনকেই দুষছেন বিজেপি মনোজ টিগ্গাও। তিনি আবার দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি। ফলে এই হারের দায় তাঁরও। কিন্তু মনোজের সাফাই, 'নির্বাচনের নামে প্রহসন করেছে প্রশাসন। পুলিশ ও প্রশাসন শাসকদলের সঙ্গে মিশে ভোট করেছে।' মাদারিহাটেও জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে বাম ও কংগ্রেসের।

বড় ব্যবধানে জেতার পর রিগিংয়ের অভিযোগ পাত্তা দিচ্ছেন না জয়প্রকাশ। তাঁর যুক্তি, 'বিধায়ক থাকাকালীন মনোজ টিগ্গা ৮ বছরে কোনও কাজ করেননি। বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গ্রাম, শহরের পাশাপাশি চা বাগানে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। চা শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন হয়েছে। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে ঝুঁকেছেন চা শ্রমিকরা।'

(তথ্য সংগ্রহ : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন, অসীম দত্ত, শুভঙ্কর সাহা ও প্রসেনজিৎ সাহা)

রংদার রোববার

ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট। একটা সময় স্বাধীনতা দিবসের দুপুর শুনসান হয়ে যেত, দূরদর্শনে দেখানো হত শোলে। ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনী, অমিতাভ-জয়া-- বাস্তবের দুই স্বামী-স্ত্রী সেখানে অভিনয় করেছেন প্রেমিক-প্রেমিকার। মারকাটারি সংলাপ, দুর্দান্ত গান ইতিহাস করে দিয়েছে শোলেকে। এবার পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ওই ছবি নিয়ে লেখালেখি প্রচ্ছদে।

শোলে ৫০

কার্টুন : অভি

বাণিজ্যিক ছবির সংবিধান

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়

একবার সত্যজিৎ রায়ের কাছে কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসে হাজির। সবাই পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রী। কথায় কথায় সত্যজিৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তারা কী ধরনের ছবি দেখে। ছাত্রছাত্রীরা বলেছিল, এই যেমন কুরসওয়া, ত্রুফো অবশ্যই গদার ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনে সত্যজিৎ বলেছিলেন, দেশীয় বাণিজ্যিক ছবি করতে গেলে, তোমাদের অনেকবার করে 'শোলে' দেখতে হবে।

সাংবাদিকতার গোড়া থেকে এই কথাটা শুনে এসেছি। কে বলেছে, কাকে বলেছে, কখন বলেছে সেসব খেয়াল নেই। তবে ঘটনাটা হাওয়ায় ভাসত। এবং 'শোলে' নিয়ে আলোচনায় অবধারিতভাবে উঠে আসত। সত্যজিৎ আদৌ এই কথা বলেছিলেন কি না তা তাঁর জীবদ্দশায় নিশ্চিত করা যায়নি। এই এতগুলো বছর পেরিয়ে 'শোলে'র পঞ্চাশ বছরে হঠাৎই সন্দীপ রায়কে জিজ্ঞেস করলাম বিষয়টা। ঘটনাটা কি সত্যি!

সন্দীপ বললেন, 'এরকম কোনও ঘটনা মনে করতে পারছি না। বাবার কাছে দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক আসতেন। বহু কথাই হত। সব সময় তো থাকতাম না। ঠিক এই রকম কোনও কথা আমার অন্তত জানা নেই। সম্ভবত হয়নি। তবে...'

তবে কী! সন্দীপ বললেন, ''বাবা 'শোলে' দেখেছিলেন। বাবার খুব পছন্দের ছবি ছিল। বলতেন, পুরোনো হলিউড ছবির প্রভাব রয়েছে এই ছবিতে। সেগুলো সুন্দর এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যাকশন দৃশ্য তো বাবার খুব ভালো লেগেছিল। ওই ছবির সাউন্ড অবিশ্বাস্য, অন্তত সেই সময়! মঙ্গেশ দেশাই ছিলেন রিরেকর্ডিস্ট। লন্ডনে রিরেকর্ডিং হয়েছিল। ছবির সিনেমাটোগ্রাফি ছিল অসাধারণ। দ্বারকা দিবেচা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। বিশেষ করে জয়াদির ওই দৃশ্য তো চোখে ভাসে। যেখানে অমিতাভ মাউথঅর্গান বাজাচ্ছে আর জয়াদি এক-এক করে বাতিগুলো জ্বালাচ্ছে। সেই সময় ফিল্মে কালার কারেকশনের চল ছিল না। একে বলে 'টাইম শট'। একটা নির্দিষ্ট সময় দিনের পর দিন ওই শুট করা হয়েছিল। আকাশের আলো কমে গেলেই শুটিং প্যাকআপ হয়ে যেত। পরের দিন আবার ওই একই সময়ে শুটিং হত। আর একটা কথা আমার ঠিক মনে নেই, ছবির প্রিন্ট সম্ভবত বিদেশেই করা হয়েছিল! আমাদের দেশে 'শোলে'ই প্রথম ৭০ মিলিমিটারের ছবি।''

একটা প্রশ্ন মনে উঁকি মারছিল। সুযোগ যখন পাওয়া গেল তখন আর হাতছাড়া হয় কেন! সত্যজিৎ রায় হলিউড ছবি খুব দেখতেন। ইউরোপিয়ান ছবিও দেখতেন। নিউ এম্পায়ার, লাইট হাউসে বিজয়া রায়কে নিয়ে প্রায়শই যেতেন। ভালো ভারতীয় ছবি তো দেখতেনই। হঠাৎ পুরোপুরি বাণিজ্যিক ছবি 'শোলে' দেখতে গেলেন কেন?

সন্দীপের ব্যাখ্যা, ''সেই সময় বাবা 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' ছবির কথা ভাবছিলেন। সঞ্জীবকুমার, আমজাদ খান এই সব কাস্টিংগুলো মাথায় ঘুরছিল। সেই কারণে আরও দেখেছিলেন। তাছাড়া টেকনিকালি ওই ছবি তো দুর্দান্ত! লাইট, ক্যামেরা, সাউন্ড, গান পিকচারাইজেশন, এডিটিং প্রায় প্রতিটা বিভাগই দুর্ধর্ষ। অমিতদাকে দিয়ে তো শতরঞ্জে ন্যারেশনও করিয়েছিলেন বাবা।''

এরপরেই যে প্রশ্নটা ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তার জন্য আমি দায়ী নই। মন দায়ী। 'শোলে' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট। ঠিক তার পরের বছর '৭৬-এর পুজো সংখ্যায় বেরোয় সত্যজিৎ রায়ের 'সেলিং লাইক হট কচুড়িস' উপন্যাস 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'।

হেসে ফেললেন সন্দীপ রায়। ''কী বলতে চাইছ, বাবা ইনফ্লুয়েন্সড কিনা! অবশ্যই! ওই ট্রেনের শট। পাশ দিয়ে ঘোড়া

এরপর ষোলোর পাতায়

শুধুই কি ছবি?

পরাগ মিত্র

'জান পে ভি খেলেঙ্গে/ তেরে লিয়ে লে লেঙ্গে / সব সে দুশমনী'

'মুভিজ' যখন 'ফিললিম' বা 'বই' সেই মান্ধাতার আজও বন্ধুযাপনের অবিসংবাদী সিগনেচার টিউন। শুধু গান? ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের বিচারে ভারতের সর্বকালের টপার 'শোলে'। প্রথমে একটিমাত্র 'ফিল্মফেয়ার' জোটা 'শোলে'ই ফিল্মফেয়ারের সুবর্ণ জয়ন্তীতে 'অর্ধশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের' তাজ জয়ী। বাড়ন্ত সময়ের বর্তমানেও সাড়ে তিন ঘণ্টার এই ছবি চল্লিশ বছরে ডিজিটাইজড হয়, উনপঞ্চাশের 'স্পেশাল স্ক্রিনিং'-এ টেকনো স্যাভি প্রজন্মের উচ্ছ্বাসে বিস্ময়াপ্লুত জাভেদ আখতার।

বদলা, গান, হাসি, কান্না... বলিউডের মশলা প্যাকেজ, শোলে'র আগেও ছিল, পরেও। তবুও হাজার কোটির 'দঙ্গল', 'আরআরআরে'র বর্তমানেও শোলে শোলেই- ব্লকবাস্টারের একমেবাদ্বিতীয়ম মাইলস্টোন। শেখর কাপুর বলিউডকে ভাগ করেছেন 'প্রি শোলে' আর 'পোস্ট শোলে'র যুগে। রিলিজের দশ বছর পরেও টানা দু'মাস হাউসফুলের মৌতাত অমলিন অলিম্পিক পিকচার্সের প্রাক্তন কর্মী সনৎ সরকারের। দেখাটা নয়, ইম্পরট্যান্ট ক'বার দেখেছে...

বিদেশি ছবির প্রভাব, কৃৎকৌশল, স্টিরিওফোনিক সাউন্ড, প্লট, মিউজিক, অভিনয়, স্টারকাস্টেই শোলে ব্লকবাস্টার? সব থাকলেও গুচ্ছের ছবি মুখ থুবড়ে পড়ে কেন?

মঞ্চের অভিঘাত দর্শককে দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করানোর লক্ষ্যে জরুরি অবস্থায় উৎপল দত্ত 'ম্যাকবেথ' মঞ্চস্থ করতেন। শোলেও পঁচাত্তরের। 'আংরেজোঁ কি জমানার' জেলারের নাস্তানাবুদপনা দর্শক কি 'রাষ্ট্রীয় দাপ' বা 'অতীত বিলাসীদের' কমিক রিলিফে দেখে?

'ইতনা সন্নাটা কিউ!' মৌলভীর সঙ্গে 'তিমিরের ছিন্ন শির তুলে নেওয়া' শঙ্খ ঘোষের দূরত্ব কতটা? হাহাকারেও যুক্তির কথা বলা আসানসোলের ইমামের মধ্যে বর্তমান কি হাঙ্গলকে দেখে? আজও গোত্র ম্যাটার্স। 'ঠাকুর' নিছক পদবি নয়, শোণিতে লালিত জাত্যভিমানও। শুধু পোয়েটিক জাস্টিস নয়, বহমান সামন্ততান্ত্রিক বিশ্বাসের স্বার্থেই ঠাকুর গব্বরকে পায়ে পিষবে। নিঃস্বর চরাচরে নিভু লন্ঠনের আবহে সি শার্পের মাউথ অর্গান আবহমানের আর্তি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সংস্কারের ক্লাস ডিভিশনেই কি বাসন্তী-বীরু আর রাধা-জয়ের পরিণতির ভিন্নতা!

লভি মোক্ষ যে কোনও কৌশলে- সফল হলে নিকুম্ভিলায় লক্ষ্মণ, দ্বৈপায়নে ভীম, জলের ট্যাংকে বীরু- সবাই সিকন্দর। মুৎসুদ্দি শ্রেণির সুরমা ভুপালিরাই ভাবী বনস্পতি, জয়-বীরুও টাকা পাওয়ার প্রশ্ন নেই।

হেড কল অলওয়েজ উইনার জয়। জীবনকে ভালোবেসে মৃত্যুবরণ করে দণ্ডকারণ্য থেকে করোনার ত্রাণে...।

লেভিয়াথান 'শোলে'র পরানভোমরা গব্বর। খৌফ ছেয়ে থাকে মহল্লায়, অফিস, রাজনীতি, সংসারে...। আত্মা অবিনাশী। যুগে যুগে সর্দার শাম্ভারা আসে নতুন পোশাকে। গব্বরের হাতকড়াতেই 'দ্য এন্ড'। প্রশ্ন ওঠে না- এত পুলিশ কোথায় ছিল? পাবলিক জানে, এরপর আদালত... তারিখ... ভোটে জেতা... বায়োপিক... সুতরাং আপসেই শরণং ব্রজ।

ডরের ফেরিওয়ালার 'যো ডর গয়া, সমঝো উও মর গয়া' আয়রনিক্যাল হল প্রতিস্পর্ধার অনুরণনে। রামগড়বাসীও গব্বরের ডেরায় পৌঁছাল, দেশ দেখল এমারজেন্সির বিরুদ্ধে তর্জনী... কপিলের ১৭৫... চিপকো... নন্দীগ্রাম... রাতজাগা...

'নেহি ইয়ার, গয়ি, পিকচার ফ্লপ হো গয়ি' শশী কাপুরকে বলেছিলেন অমিতাভ। ঋণগ্রস্ত সিপ্পিদের দেশান্তরীর গুজব, ম্যাগাজিনে বিঘোষণা - 'মৃত অঙ্গার', রি-শুটের ভাবনার মধ্যেই জনতা-জনার্দনের ভালো লাগাতেই মিনার্ভার অদূরে 'শোলে স্টপেজ', ছবিও তুঙ্গিয়ান। সেদিনের ক্রিটিকদের মতোই আজকেও সেফোলজিস্টরা ব্যর্থ হয়।

ক্যাথারসিস না সময়ের প্রতিফলন- শোলের ট্রাম্প কার্ড কী?

'ইয়ে দোস্তি হম নেহি তোড়েঙ্গে...' গাইতে গাইতে সেই আইকনিক বাইকে ছুটে চলেছেন জয়-বীরু। হলজুড়ে তখন চিলচিৎকার।

সংলাপেই অমর

দীপ সাহা

'ইয়ে দোস্তি হম নেহি তোড়েঙ্গে...' গাইতে গাইতে সেই আইকনিক বাইকে ছুটে চলেছেন জয়-বীরু। হলজুড়ে তখন চিলচিৎকার। সিটিতে মুখরিত দিনহাটার ভবানী সিনেমা। পর্দায় অমিতাভ-ধর্মেন্দ্রর খুনশুটি দেখে লজ্জায় লাল মেয়েরাও। যেন দিলের ভেতর ওঁদের তড়িৎস্পন্দন হচ্ছে মুহুর্মুহু।

সাড়ে চার দশক আগের গল্প শোনাতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন বাহাত্তরের রূপেশ দত্ত। শোলে দেখতে গিয়ে পরপর চারদিন 'হাউসফুল' বোর্ড দেখে ফিরে আসা, বাবার ব্যবসা ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ব্ল্যাকে টিকিট কেনা এবং একই টিকিটে ব্যাক টু ব্যাক দুটো শো দেখে ফেলা। 'সেইসব কিছু দিন ছিল। সিনেমা দেখার জন্য কতকিছুই না করতে হত। কিন্তু সত্যি বলতে শোলে'র মতো সিনেমা আর পাইনি', এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে ফেললেন তিনকাল পেরিয়ে এককালে গিয়ে ঠেকা রূপেশ।

গিন্নি জবা প্রয়াত হয়েছেন বছর দশেক হল। এক ছেলে, বৌমা, নাতিকে নিয়ে সংসার। সারাদিন টিভি আর খবরের কাগজেই মুখ গুঁজে থাকেন। আজও টিভিতে শোলে'র শো থাকলে কিছুতেই মিস করা চলবে না তাঁর। এখনও পর্যন্ত কতবার দেখেছেন? মুচকি হাসছেন রূপেশ, 'প্রথম পাঁচ বছরে সিনেমা হলে গিয়ে দেখেছি মোটামুটি দশবার। তারপর যখন বাড়িতে ভিসিডি, ডিভিডি এল তখন তো ফাঁকা পেলেই আমি আর গিন্নি বসে পড়তাম। সবিমিলিয়ে বার ৮০ তো হবেই।'

বেঙ্গালুরু থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে রামনগর। সেখানেই গল্পের রামগড়। ডাকাতদলের সর্দার গব্বর সিংয়ের ভয়ে সিঁটিয়ে গোটা গ্রাম। সরকারের কাছে মৃত অথবা জীবিত গব্বরের মাথার দাম তখন 'পুরে পঁচাশ হাজার'। এদিকে, ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে গব্বরকে জীবিত চাই প্রাক্তন পুলিশকর্তা ঠাকুর বলদেব সিংয়ের। অগত্যা ডাক পড়ল দুই দাগি অপরাধী জয় আর বীরুর। দেওয়া হল পঁচিশ হাজারের সুপারি। তারপরের গল্পটা সকলেরই জানা। বাসন্তীর সঙ্গে বীরুর প্রেম, রাধার সঙ্গে জয়ের চুপিচুপি মন দেওয়া-নেওয়া, ফুল কমেডি এবং শেষে ট্র্যাজেডি। এককথায় বিনোদনের ভরপুর প্যাকেজ।

ফ্লপ হতে হতে হঠাৎ ব্লকবাস্টার হয়ে যাওয়া শোলে যে কারণেই হয়ে উঠল ভারতীয় সিনেমার অন্যতম মাইলস্টোন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সিনেমায় গল্প বলার ভঙ্গি, সংলাপে মুনশিয়ানা, ক্যামেরার কারসাজি, আইকনিক চরিত্র, স্টার পাওয়ার চিরস্মরণীয় করে রেখেছে শোলেকে। তাই তো পাঁচ দশক পরও শোলে'র নাম শুনলে মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসরণ বেড়ে যায় প্রবীণদের। আজকালকার তরুণ সিনেমাপ্রেমীরাও বা কম যায় কীসে!

একটা মজার কথা বলি। বছর বারো আগে কলকাতায় একবার একটি সিনেমার ওয়ার্কশপে হাজির হয়েছিলাম পরিচালকের সঙ্গী হিসেবে। আমার মতো উঠতিদের অনেকেই তখন ফিল্ম দুনিয়া কাঁপানোর স্বপ্ন নিয়ে সেখানে হাজির। বছর উনিশের এক তরুণ সেখানে অডিশন দিতে এসেছিল। পরিচালক প্রথম দর্শনেই তাকে বলেছিলেন, 'শোলের যে কোনও একটি চরিত্রের সংলাপ বলে দেখাও'। তরুণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আমরা ভাবছিলাম, বোধহয় চরিত্রে ঢোকার জন্য সময় নিচ্ছে। ওমা! মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' ঢংয়ে সে বলে উঠল, 'আসলে আমি না শোলে দেখিনি।' কথাটা শুনেই চমকিত পরিচালক মাথা ঠান্ডা করে ছেলেটিকে বলেছিলেন, 'সিনেমায় অভিনয় করতে এসেছ, আর এই আইকনিক সিনেমা দেখোনি!

এরপর ষোলোর পাতায়

কবিতা

যেভাবে রাত্রির
শংকর চক্রবর্তী

রাত্রি ভুল করে পথে নেমে পড়েছিলে দ্রুত
তোমার একটা ডানা ছিল নকশা-কাটা
সেটা নিয়ে উড়ছিলে গাছপালার ওপর দিয়ে
কোনও গণ্ডগ্রামে নয়
হঠাৎ-ই পোশাক ছেড়ে দেখছি উড়ন্ত হলে খুব
আশপাশে কেউ নেই— দু'একটা কাকপক্ষী
তারাও ঘুমোচ্ছিল তখন
রক্তমাংসে গড়া কোনও সদ্য যুবতীও নও তুমি
তোমার শ্রাবণ-বন্ধু বোলপুর থেকে আর ফেরেনি কখনও
ভাঙচুর হল ওই জীবন ভঙ্গিমা—
প্রাচীন গাছেরা আজ হা-হুতাশ করে ঝড় নামিয়েছে ফের
তোমাকে নামাতে চায় আরও আরও নীচে
দূরপাল্লার ছাউনি পেরিয়ে নখের দাগ মুছে
তুমি তো একাই আজ নির্জনতম জঙ্গলে নেমে
কখন যে লুকিয়ে পড়েছ— রাত্রিও জানে না।

বুদবুদ
পার্থ চৌধুরী

সময়ের রোজনামচায় ভাসে
অক্ষর-দুর্ভিক্ষের মানচিত্র

মগজ কবন্ধ দখলে

পাতার শিরায় শিরায়
রক্তাল্পতা ফিশফাশ করে

আতশ কাচের মায়ায়
জেগে থাকে সময়ের আঁচ

কূট তর্কের ওম টেনে চলে
যাপনের যাবতীয় ভার

খোলা চোখের বিচার
পাবে কি আকাঙ্ক্ষার উড়ান

রোজকার গল্প
অদীপ ঘোষ

ভোরের গা থেকে তাজা রক্ত হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে নামছে
ঘনরাতে খুন হওয়া নক্ষত্রের লাশগুলো দলবেঁধে রাস্তার দু'পাশে শুয়ে
নিঃশব্দ অপেক্ষা ছাড়া কারও হাতে কোনও কাজ নেই
শুধুই অপেক্ষা
এ অপেক্ষা আকাশের সমান বয়সি
তবুও কোথাও তার বার্ধক্যের কোনও চিহ্ন নেই
ফলত কখনও তার রং লাল কখনও বেগুনি
কখনও সবুজ বুকে খয়েরি ঘোড়ারা
কোথায় যে যেতে হবে না জেনেই ছোটে
আমাদের ছোটা শুধু ভেতর ভেতর
যেখানে অজস্র লোভ প্রেম ও ঘৃণার ঘন ভিড়

অনির্বেদ
মৈনাক ভট্টাচার্য

সফরের দলে বাকিরা বড় সবাই,
আমি তো ছোটই ছিলাম;
তাই, সেই মেয়েটাই
কাছে ডেকেছিল -'এস সত্যকাম'

বাসের সিটে গায়ে গায়ে বসা, জঙ্গমের ওম ঘষা
শরীর বারুদে ঠাসা ছিল তাঁর,
সুগন্ধী মিলনের ঢেউ থেকে সেই প্রথম অনির্বেদ,
আমার অলিন্দে জন্ম নিল কেউ।
আমি তো তাকেই, প্রেম বলে জেনেছিলাম

নিরুদ্দেশ
সমরেশেন্দু বৈদ্য

পৃথিবীকে খাঁচায় পুরে রেখেছে কে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

দিনগুলো ক্রমশ ভারী হচ্ছে, রাতের সঙ্গে তার দূরত্ব কমে এসেছে, কম্পাস আজও অধরা।

একতারার গান শুনে শান্ত হতে চেয়েও ক্রমবর্ধমান
চাপে পাঁজরের ব্যথা বাড়ছে।

মতান্তর ঘটছে। মাখনের হাঁড়ি নিয়ে পলাতক হয়ে বেলুন ওড়াচ্ছে।

অন্ধকারে তার বুক ও হৃৎপিণ্ড কে চুরি করেছে কেউ বুঝতে পারছে না।

মন
সুব্রতা ঘোষ রায়

পাওয়া এবং হারিয়ে ফেলার
অঙ্ক তো নেই খাতায়,
নিভৃতে তার ঠাঁই দিয়েছি
দু'টি হাতের পাতায়!

নদীর ভাঙন সৃষ্টি চেনায়
বয়ে চলাই ধারা...
পথ খুঁজেছি, চলছি সবাই
হচ্ছি দিশেহারা!
ঘর-বারান্দা, তবুও যেন-
একটি আকাশ ঠাঁই!
আকাশে ঝড় হলে-
বাবুই - ডানাই ঝাপটাই...

ডানার ঝাপট, উড়াল পাখির...
আগল ভেঙে যায়...
বিন্দুতে তাই সিন্ধু মেলে
খাপছাড়া ভাবনায়!

সাধনা
আখেরুল রহমান

নির্দ্বিধায় নেমে এসো ভূমিতলে,
মেখে নাও অমূল্য ধূলিকণা ঘ্রাণ,
অশেষ চাহিদার সীমা বাঁধা শুধু মনে,
যদি মনে হয় অপরের ভালো কিছু নিতে
অপারগ,
জেনো, জমে থাকা ঈর্ষার চেয়ে ধূলিকণা
মহান!

যদি পারো দৃঢ়ভাবে উঠে আস তীরে,
ভালোবাসো যাঁকে, ভালো চাও তাঁর,
কাঁটা ভুলে তুলে আনো প্রণয়-পদ্মফুল,
নাইবা থাকুক সদা পাশে প্রিয়জন,
ব্যথাগুলো ভেবে নাও প্রেম উপহার!

নির্বিবাদে মিশে যাও তৃণদের দলে,
ভুল ত্রুটি স্বীকারে জেনো নেই কোনও লাজ,
শিক্ষা মিটিয়ে দেবে ব্যর্থতার ভার,
করপুটে পান করো সংশোধন রস,
নমনীয় তৃণদলই পাবে সফলতার তাজ!

যদি পারো করে যাও মঙ্গলের ধ্যান,
হতে পারে কৃতঘ্ন কেউ বিষ দেবে মেখে,
ফলাফল ছেড়ে দাও সময়ের হাতে,
প্রতিদান ফিরে পাবে কতশত রূপে,
দিন শেষে জেনো, কেউ কেউ মনে রাখে!

ছবির সংবিধান

পনেরোর পাতার পর

দৌড়োচ্ছে। অ্যাকশন সিন। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'তে ঢুকেছিল তো নিশ্চয়ই। তবে...''

তবে সেটা সত্যজিৎ রায়ে মতো করে। প্রভাবিত কিন্তু টুকলি নয়। যেমন 'শোলে' বহু হলিউড ছবির মতো বটে, নকল নয়। 'ম্যাগনিফিশিয়েন্ট সেভেন', 'ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ওয়েস্ট', সামুরাই সিরিজের ছবি আরও অনেকগুলো হলিউড ছবির সরাসরি প্রভাব ছিল। সেটাকে অসম্ভব দক্ষতায় ভারতীয়করণ করেছিলেন চিত্রনাট্যকার সেলিম খান আর জাভেদ আখতার। মুম্বইয়ের সান অ্যান্ড সাউন্ড হোটেল তখন ছিল সিনেমাওয়ালাদের আস্তানা। সেখানে টানা তিন মাস চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় সহ থানা গেড়েছিলেন সেলিম আর জাভেদ সাহেব। বেরিয়েছিলেন 'শোলে' হাতে।

সিনেমা শিল্পে এমন কোনও বিভাগ নেই যা 'শোলে'তে নেই। যা নেই ভারতে তা নেই মহাভারতে গোছের ব্যাপার। বিনোদনের যাবতীয় মালমশলায় ঠাসা। নাচ গান অ্যাকশন কমেডি ড্রামা মেলোড্রামা। ওদিকে টেকনিকাল দিক থেকে ক্যামেরা লাইট সাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এফেক্ট ফলি এফেক্ট এডিটিং প্রতিটা বিভাগ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। শুধু তাই নয়, মশলাপাতি মেশালেই রান্না ভালো হয় না। থাকতে হয় হাতের মাপ, পরিমাপ। 'শোলে' তারও একটা উদাহরণ। এক চিমটে কমবেশি নেই।

ছবিটা আগের শতাব্দীর সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে তৈরি। তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল যথেষ্ট গড়বড়ে। বাংলাদেশের '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব এই দেশের অর্থনীতিতে পড়েছিল। ইন্দিরা গান্ধির শাসনে রাজনৈতিক মহলে চরম অস্থিরতা। বেকারত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সাক্ষরতা হার থমকে গিয়েছে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে, অপরাধ প্রবণতা হু-হু করে বেড়েছে। জনগণের আক্রোশ ঊর্ধ্বগতি। সেখানে প্রান্তিক দুটি যুবক, যাদের সামাজিক কোনও মানমর্যাদা নেই। সেই সময়কার জনপ্রিয় শব্দে সর্বহারা গোত্রের। সহায় সম্বলহীন, বেরোজগেরে, আত্মীয়স্বজনহারা। আত্মীয় থাকলে তো বাসন্তীর মা প্রথমেই বীরুর সঙ্গে তার মেয়ের বিয়েতে রাজি হয়ে যেত। ল্যাটা চুকে যেত।

সেই দুই যুবক প্রতিনিধিত্ব করল কাদের, দিশাহারা নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তদের! যাদের দিনগুজরান হত সমাজ সরকারের ওপর আস্ফালন করে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে, সিনেমা হলে। এক উচ্চবিত্তর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দুই স্বীকৃত অপরাধীর সঙ্গে গব্বরের জব্বর লড়াই জমে গেল। এই সমাজে 'হ্যাভ'দের পক্ষে 'হ্যাভ'রাও দাঁড়ায় না। 'হ্যাভ নটস'দের পাল্লা ভারী। সে অনুকম্পায় হোক বা হাড়কাঁপানিতে।

আর তারা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। ঠাকুর সাহেবের পুত্রবধূ প্রতি সন্ধ্যায় বাংলোতে বাতি জ্বালায়। বেলবটম পরে দূরে বারান্দায় বসে অমিতাভ হারমোনিকা বাজায়, ট্যারা চোখে চায়। জয়া ভাদুড়ী বাতি জ্বালায় কেন? নিশ্চয়ই সেখানে কারেন্ট নেই। তাই যদি হয় তো হেমার বিরহে ধর্মেন্দ্র জলের ট্যাংকে উঠে যে 'সোসাইট' করতে যায়, সেই ট্যাংকে জল ওঠে কী করে!

এখন খুব একটা দেখা যায় না। দশক তিনেক আগেও শহরের ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিসে এক ধরনের বাইক ছিল। ইঞ্জিনিয়ার সেই বাইক চালাতেন। পাশে একটা নৌকার মতো বসার জায়গা ছিল। সেখানে বসতেন অধঃস্থ স্টাফ। সেই নৌকায় একটা চাকা। নড়বড় করতে করতে চলত। বেশ মজার। 'ইয়ে দোস্তি হাম নেহি ছোড়েঙ্গে' সুপারডুপার হিট গান। কিশোরকুমার-মান্না দে ডুয়েট। সঙ্গে দুর্ধর্ষ দৃশ্যায়ন। ওরকমই একটা বাইকে সওয়ারি অমিতাভ-ধর্মেন্দ্র। মাঝে হঠাৎই ধাক্কা লেগে বাইক থেকে নৌকা গেল ছিটকে। ধর্মেন্দ্র লাফ দিয়ে উঠে পড়ল অমিতাভর বাইকে। নৌকা দিব্বি গড়গড়িয়ে চলে গেল। বহুদূর গিয়ে আবার দেখা মিলল তার। তখনও সে গড়াচ্ছে। এক চাকায় চলল কী করে! ধুততেরিকা, অত ভাবার ফুরসত কোথায়! দৃশ্যটা দেখুন। তোড়েঙ্গে দম মগর, তেরা সাথ না ছোড়েঙ্গে। এটাই সিনেমার ম্যাজিক। দৃশ্য ও চিত্রনাট্য ভুলিয়ে দেবে সব, গুলিয়ে দেবে মগজ। গোলতিসে একটু আধটু মিসটেক হতেই পারে!

সত্যজিৎ রায় বলুন বা নাই বলুন, 'শোলে' হল দেশীয় বাণিজ্যিক ছবির সংবিধান। ইহাই ধ্রুব সত্যি। সে আপনি মানুন বা না মানুন।

শোলে

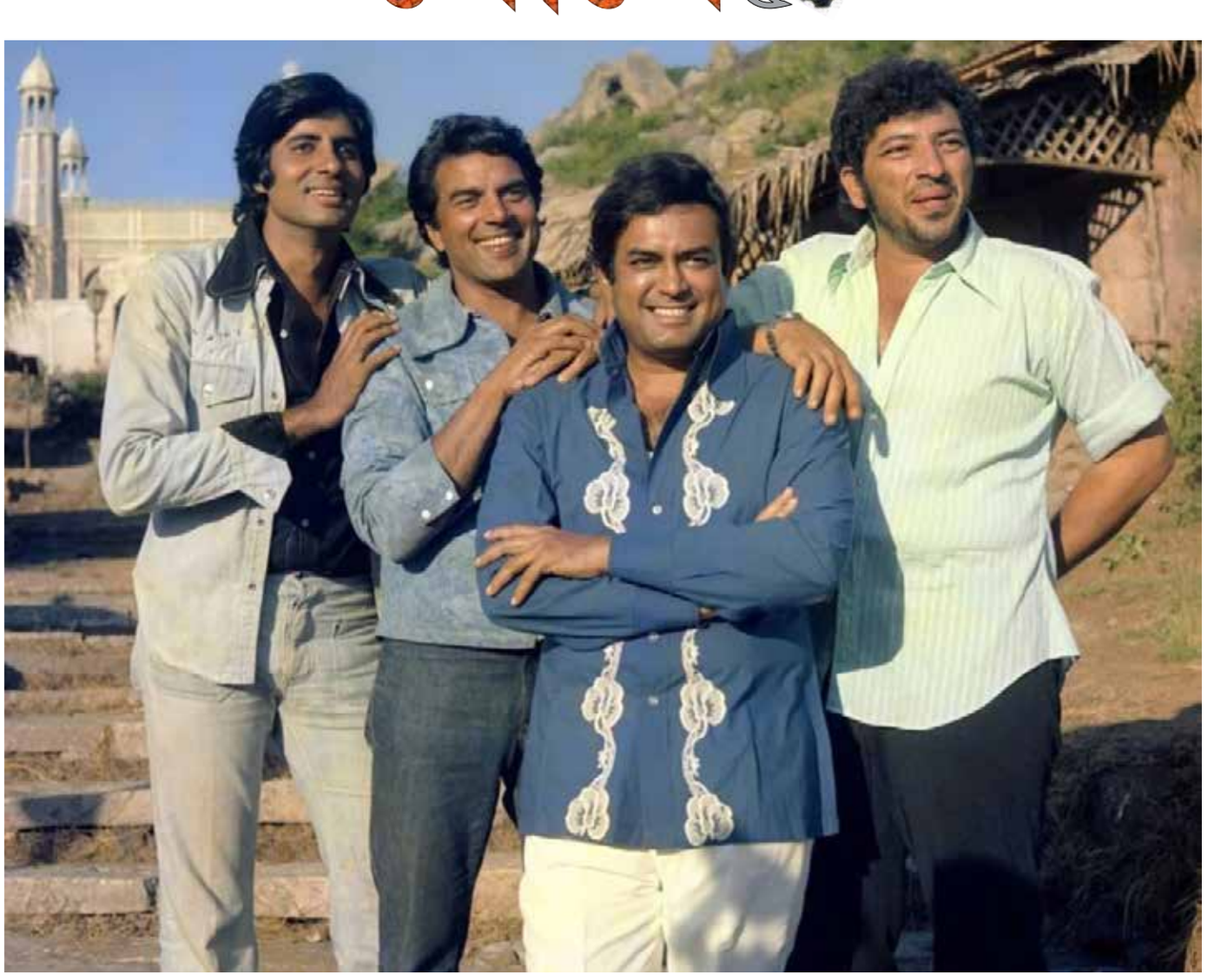

সংলাপেই অমর

পনেরোর পাতার পর

তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে আসা উচিতই না।'

ঘরভরা অট্টহাসিতে লজ্জিত সেই তরুণ সেদিন কথা দিয়েছিল, শোলের প্রতিটা সংলাপ সে মুখস্থ করে তবেই অডিশন দিতে আসবে। হয়েছিলও তাই। দিন তিনেক পর তরুণ নিজের দেওয়া কথা রেখে পরিচালকের সামনে এসে অডিশন দিয়েছিল। গব্বরের চরিত্রের প্রতিটা সংলাপ তাঁর মুখে স্পষ্ট। অভিনয়ও বেশ নজর কেড়েছিল। পরে ছেলেটি বলেছিল, 'সেদিন অপমানিত হয়েছিলাম ঠিকই। পরে বুঝলাম, সত্যিই ভয়ংকর অপরাধ করেছিলাম। শোলে'র মতো সিনেমা দেখিনি, এটা আমার লজ্জা। তাই গত দু'দিনে পাঁচবার দেখলাম সিনেমাটা। একটাবারের জন্য এতটুকুও নজর ঘোরানোর ইচ্ছে হয়নি।'

হালের 'বাহুবলী' হোক বা 'আরআরআর' কিংবা তারও আগের 'থ্রি ইডিয়টস' বা 'ডিডিএলজে' -অলটাইম হিট হলেও কোনওটাই ছাপিয়ে যেতে পারেনি শোলেকে। আসলে, ভালো রান্না করতে হলে যেমন পরিমাণমতো নুন, মশলা দরকার তেমন একখানা ভালো সিনেমা তৈরি করতে হলে তার সংলাপ হওয়া চাই দমদার। শোলে প্রথম শর্তেই চূড়ান্ত বাজিমাত করেছে। ডজনেরও বেশি আইকনিক সংলাপ তাই তো আজও ঘুরে বেড়ায় বাচ্চা-বুড়োর মুখে মুখে।

'ইহাঁ সে পঁচাশ পঁচাশ কোস দূর গাঁও মে যব বাচ্চা রাত কো রোতা হ্যায়, তো মা কহতি হ্যায় বেটে সো জা.. সো জা, নেহি তো গব্বর সিং আ জায়েগা'- গব্বর সিংয়ের এই ডায়ালগ যে শুধু পর্দায় বন্দি হয়ে থাকেনি, তা বড়দের কাছে শুনেছি ছোটবেলাতেই। শোলে মুক্তির পর অনেক মা-ই সন্তানদের নাকি ভয় দেখাত গব্বর সিংয়ের নামে। একটা সিনেমা কতটা জনপ্রিয় হলে এটা সম্ভব, সেটা আশা করি বোঝানোর দরকার নেই।

আজও বন্ধুদের মধ্যে খুনশুটি, মারপিট করতে করতে আমরা বলে উঠি, 'ইয়ে হাত হামকো দে দে ঠাকুর' কিংবা 'তেরা ক্যায়া হোগা কালিয়া'। একটা নেগেটিভ চরিত্র যে এত জনপ্রিয়তা পেতে পারে সেটাও কিন্তু গব্বর সিংই বুঝিয়েছে। আর তার কৃতিত্ব অবশ্যই সেলিম-জাভেদ জুটির।

দ্বিতীয়ত, অভিনয়। শোনা যায়, জয়ের চরিত্রে অমিতাভের বদলে শত্রুঘ্নকে প্রথম পছন্দ ছিল নির্মাতাদের। কিন্তু শেষমুহূর্তে জোড়া নায়কের চরিত্রে জায়গা পান ধর্মেন্দ্র ও অমিতাভ। অনস্ক্রিন জুটিতে দর্শকদের মন কেড়েছিলেন দুজনই। অবশ্যই অভিনয় দক্ষতা দিয়ে। শত্রুঘ্ন নাকি একবার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি গর্বিত যে ওই চরিত্রটি অমিতাভ করেছিলেন।' তাঁর এই কথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় জয়-বীরু জুটির মাহাত্ম্য। গব্বর, বসন্তী, ঠাকুর চরিত্রে আমজাদ খান, হেমা মালিনী, সঞ্জীব কুমার এতটাই সপ্রতিভ লেগেছেন যে খোদ সিনেমা সমালোচকরাও স্পিকটি নট।

রান্না ভালো হলে যেমন তার কৃতিত্ব রাঁধুনির, তেমনই সিনেমার ক্ষেত্রে পরিচালকের। ভারতীয় সিনেমার নির্মাণশৈলীতে বিপ্লব এনেছিলেন পরিচালক রমেশ সিপ্পি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দর্শককে বারবার হলমুখী করেছে। চলন্ত ট্রেনে জয়-বীরু এবং ঠাকুরের সঙ্গে ডাকাতদলের লড়াই যেভাবে দৃশ্যায়িত করা হয়েছে, তা বলিউডের ইতিহাসে অন্যমাত্রা যোগ করেছে। সঙ্গে গোটা সিনেমায় যোগ্য সংগত দিয়েছে আরডি বর্মনের পরিচালনায় একাধিক হিট গান।

সাতের দশকে উত্তাল ভারতীয় রাজনীতি। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে একেবারে অন্যরকম গল্প বলেছে শোলে। এ এক নিখাদ বন্ধুত্ব, আনুগত্যের গল্প। সঙ্গে যৌন আবেদনহীন নিটোল প্রেমের। যা সেই সময়ের দর্শক তো বটেই, আজকের দিনে দাঁড়িয়েও সমানভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই তো তিনশো কোটির বাজেটের কাছেও কোনওদিনও হার মানবে না তিন কোটির শোলে। বরং এই সিনেমার সংলাপ চির অমর করে রাখবে জয়-বীরু কিংবা গব্বরদের।

ছোটগল্প

স্থায়ী ঠিকানা

সুতপন চট্টোপাধ্যায়

দমদম বিমানবন্দরে নামল অনুপম।

লিপি মেসেজ পাঠিয়েছিল। দাদা, এবার টিকিট কেটে চলে আয়। প্রোমোটারের সঙ্গে প্রাথমিক কথা শেষ। পড়তির বাজারে মোটামুটি একটা দাম পেয়েছি। এলে সামনাসামনি ফাইনাল কথা হবে। খুব দেরি করিস না। রিয়েল এস্টেটের বাজার খুব খারাপ। যা ইঙ্গিত পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে এটাই বেস্ট ডিল।

গত বৈশাখে পৃথিবীর সব মায়া ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছেন সুচেতনা। পড়ে আছে সত্যেন রায় রোডের উপর দোতলা বাড়ি। বিজনের নিজে হাতে তৈরি বাড়ির সামনে একফালি বাগান। বিজন চলে গেছেন আগে।

লিপি থাকে জামশেদপুরে। বরের বিরাট বাংলো ও বাগান নিয়ে সারাদিন সে ব্যস্ত। সপ্তাহান্তে বরের নানা পার্টি। বিমান সারাদিন অফিস নিয়ে ব্যস্ত। এইটুকু জানে অনুপম। এখন হয়তো অনেক বদলে গেছে। প্রায় দশ বছর জার্মানির ডেটমল্ড শহরের বসবাসে তার জীবন সত্যেন রায় রোডের থেকে বদলে গেছে আমূল।

সুচেতনা পৃথিবীর একটুকরো জমি আগলে ছিলেন এতদিন। তাঁর জীবিতকালে কারও খুব একটা যাতায়াত ছিল না। ফোন ও ভিডিও কল করেই কাজ সেরে নিত দুজনেই।

প্রোমোটার প্রতাপ লোকটি দেখতে সাদাসিধে, মাথায় পাকা চুল, গায়ের রং কালো, একটি চোখ ছোট। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় সে হালকা ট্যারা। মুখে ঝোলানো মাটির মানুষ মার্কা নিরামিষ হাসি।

বৈঠকখানার ঘরে লিপি ও অনুপমের সামনে বসে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা ছাড়া আর কোনও দাবিদার আছে? লিপি বলল, না। আমরা দুজন। প্রতাপ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দলিলটা একবার দেখি? লিপি দলিল এগিয়ে দিলে প্রতাপের গুলি গুলি চোখ দ্রুত দলিলের আনাচে-কানাচে বনবন করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অনুপমের মনে হল, প্রতাপ শুধু দলিলটি দেখছে না, গন্ধ নিচ্ছে। যেভাবে সে মুখের কাছে ধরে দেখছে, তাতে পারলে দলিলটা চেটে দিতেও পারে। তা দেবে নাই বা কেন? কর্নার প্লট, সাড়ে পাঁচ কাঠা জায়গা। মেইন রাস্তা থেকে দু'মিনিটের পথ।

প্রতাপ হাসতে হাসতে বলল, বুঝলেন, আসতে আসতে দেখছিলাম, বাড়িটা পিছনে অনেকটাই ড্যামেজ।

লিপি বলল, ভালোই তো, আপনি তো ফ্ল্যাট তুলবেন, নতুন করে ভাঙতে হবে না।

আসলে মার অত দেখাশোনা করা সম্ভব ছিল না। বয়স হয়েছিল তো।

প্রতাপ বলল, সেটা তো একশোবার সত্যি। বলে সে উঠে পড়ল। বাড়ির চারপাশ নতুন করে দেখল যেন সে এই প্রথম দেখছে। আসলে সে অনেকবার দেখে গেছে আগেই। দেখার শেষে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘনঘন টান দিল তিনবার।

তারপর অনুপমের সামনে এসে বলল, আমি কাল ফাইনাল অফার নিয়ে আসব। আপনাদের সব ডকুমেন্টের একটা ফোটোকপি করে রাখবেন। আমার লাগবে। কোনও পিছনের লিটিগেশন থাকলে আমাকে জানান। না হলে ভবিষ্যতে আমি বিপদে পড়ব।

অনুপম বলল, না। কোনও লিটিগেশন নেই।

২

লিপিকে বলা দামের থেকে অনেক কম প্রস্তাব দিল প্রতাপ। অনুপম অবাক হয়ে বলল, এ তো অনেক কম বলছেন? লিপির কথার সঙ্গে মিলছে না তো?

কারণ হিসেবে উল্লেখ করল প্রতাপ, একদিকটা ভাঙা, জমিতে টারমাইটও করা নেই। দোতলার ভিত ভেঙে চারতলার ভিত তুলতে হবে। আর বাইরে থেকে দেখা আর ভিতর থেকে দেখার ফারাক আছে বৈকি। এ সব অনুপম ও লিপির ধরাছোঁয়ার বাইরে। দুজনে হাঁ করে কিছুক্ষণ শুনল।

তারপর অনুপম বলল, ঠিক আছে আমরা আলোচনা করেই জানাব।

প্রতাপ তির্যক চোখে অনুপমের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসল। যাবার সময় বলল, একবার যখন আমাকে ডেকেছেন, অন্য কাউকে তো আর বিক্রি করতে পারবেন না। সেটা মাথায় রেখে মতামত জানাবেন।

লিপি বলল, কেন আপনাকেই বিক্রি করতে হবে কেন?

প্রতাপ শান্ত গলায় উত্তর দিল, এই এলাকায় অন্য কেউ প্রোমোটিং করতে ঢুকবে না। খোঁজ করে দেখতে পারেন।

প্রতাপ চলে গেলে লিপি অনুপমের দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলি কিছু? দেখলি, ঠান্ডা মাথায় আমাদের কী স্মার্টলি চমকে গেল।

অনুপম বলল, দেখলাম। কিন্তু করবি কী? কথা শুনে মনে হচ্ছে ওকেই দিতে হবে, উনি যা দাম বলবেন তাতেই দিতে হবে, ওঁর কথামতো আমাদের নাচতে হবে!

লিপি বলল, একদম তাই। আমার সঙ্গে কথা বলল এক। এখন কেমন পালটি খেয়ে গেল। ও বুঝে গেছে আমরা কেউ থাকি না। থাকবও না। পড়শিরা কেউ আমাদের সাহায্য করতে আসবে না। আর ওর তো সব চেনাজানা। ইশারায়

সব কাজ করিয়ে দেবে। খবর নেবে। ওকে না দিলে ঝামেলা করবে। আমাদের কি ঝামেলা সামলানোর সময় আছে? কত দিন আগে এই পাড়া ছেড়ে গেছি, বন্ধুবান্ধব কেউ কাছেপিঠে নেই। আমাদের পাশে কে আছে বল?

-তাছাড়া আবার কে আসবে? অনুপম বলল।

৩

আলোচনা শেষ। দিন দশেকের মধ্যে বাড়ি খালি করে দিতে হবে।

অনুপম বলল, বড্ড অল্প সময় প্রতাপবাবু। সময়টা একটু বাড়ান। অনেক দিনের জমা জিনিস। বুঝতেই পারছেন, বাবার আমলের জিনিস। মায়ের ফেলে যাওয়া কত জিনিস। আমরা তো সব নিয়ে যেতে পারব না। আমাদের লোক ঠিক

করতে হবে।

প্রতাপ বলল, বিক্রি করলে বলবেন। আশ্রমে দান করলেও বলবেন। আমাদের কাছে সব ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছেটা খালি আপনাদের। কাজের জন্য চিন্তা করবেন না।

প্রতাপ চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, ঠিক আছে আর পাঁচদিন এক্সট্রা নিন, তবে তার বেশি নয়।

বাইরে মোটর সাইকেলের স্টার্ট করার শব্দ। ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল।

আসবাবগুলোর একটা লিস্ট করল অনুপম। পুরোনো ফার্নিচারের দোকানের সঙ্গে কথা বলে তাদের দেখিয়ে দিল একদিন। কত দিনের পুরোনো সব আসবাব এখন নতুনের মতো। কাঠের আলমারি শুধু পালিশ করলে নতুন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

ডাইনিং টেবিলটা মা'র বিয়ের। সেটাও সুচেতনা শেষ দিন অব্দি নতুনের মতো রেখেছিলেন। বিজনের সব কিছু মূল্যবান স্মৃতি ভেবে পরম যত্নে আগলে রেখেছিলেন। দেখতে এসে ফার্নিচারের দোকানের লোক দুটো যেভাবে টানাটানি করল যেন তারা বিজন ও সুচেতনাকেই হিঁচড়ে এক দিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা-মার ফেলে যাওয়া জিনিসের মধ্যে কোথায় যেন মায়া লুকিয়ে আছে। পানের বাটা স্পর্শ করলে সুচেতনার পান চিবানো মুখটির কথা মনে পড়ল অনুপমের। দু'হাত দিয়ে গাল ধরে আছে মা। আর সে বলছে, বাইরের অফারটা এসে গেছে, তোমাকে খুব মিস করব মা। বুকের মধ্যে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিলেন সুচেতনা। তখনই সুচেতনার মুখ থেকে মিষ্টি বাংলাপাতা পানের গন্ধ এসেছিল নাকে আর গাল গড়িয়ে চোখের জল টপটপ করে পড়েছিল অনুপমের কপালের উপর।

পুরোনো বাসনকোসনের দোকানের লোকটির কথাবার্তাই আলাদা।

-ফেলে দিলেও কেউ নেবে না দাদা। এইসব বাসনকোসন কেউ আর ব্যবহার করে না। কিছু কিছু জিনিস কাজে লাগতে পারে, বাকি সব কাবাড়।

এ যেন জোর করে গছিয়ে দিচ্ছে অনুপম।

বাইরের নার্সারি থেকে লোক আনিয়ে বাড়ির সব গাছের টবগুলো দিয়ে দিল লিপি।

কাঠের মিস্ত্রি ডেকে এনে লিপি দেওয়ালজোড়া কাঠের আলমারি খুলে ফেলল। আলমারির ভিতর বছরের পর বছরের জমা শাড়ি, জামা, বাবার প্যান্ট-শার্ট। উপহার পাওয়া শাড়ি সব একে একে ঘরের একপাশে নামাল। অনুপম বলল, দেখ এ সব শাড়ি পরেনি কোনওদিন মা।

লিপি বলল, পরবে কখন? বাবা চলে যাবার পর বাড়ির থেকে বেরোত না।

সমস্ত জামাকাপড় চলে যাবে এক সমাজসেবী সংস্থার আস্তানায়।

রান্নাঘরের অনেক জিনিস নিয়ে গেছে শান্তামাসি। সুচেতনার দীর্ঘদিনের সঙ্গী। সুচেতনার যে স্টিলের আলমারি, তার ভিতর থেকে কিছু গয়না লিপি রাখল নিজের কাছে। বাকি অনুপমকে দিয়ে দিল।

বাড়ির মধ্যে এইসব কাণ্ডকারখানা চলছে বলেই মনে হয় টিকটিকিটি আগে দেওয়ালে ঘুরে ঘুরে চোখ তুলে বারবার দেখছিল। এখন আর তাকে ত্রিসীমানায় চোখে পড়ছে না। ও বোধহয় বর্তমানের ছক বদল বুঝতে পেরেছে!

৪

দোতলার ঘরটি অনুপমের। এই ঘর তার শৈশব, কৈশোর ও বড় হয়ে ওঠার একমাত্র সাক্ষী। ভিতরে সোঁদা গন্ধ। প্রবল বৃষ্টির দিনে জানলার ফাঁকফোকর দিয়ে জল ঢুকেছে, মেঝেতে তার দাগ। এই ঘরে তার জীবনের অনেক বছর কেটেছে। দু'দিকের দেওয়ালজুড়ে দুটো কাঠের আলমারি। ভর্তি বই।

কোথায় দান করা যায়?

ঘরের একদিকে তার গিটার। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় চেহারা বেশ ফুলে উঠেছে। ধুলো ঝেড়ে একবার দেখল অনুপম। টেবিলের উপর ছিল নেতাজির ছবি, সেটাও ধুলো জমে ধূসর, বর্ণহীন। ঘরের কোণের টেবিলে নিজস্ব একটি ড্রয়ার। চাবিটা ঝুলছে। জং ধরে গেছে। কিছুতেই খুলছে না। অনেক টানাটানি করতে তালা সমেত সামনের অংশটি ভেঙে বেরিয়ে এল।

অনুপম দেখল একটি সবুজ খাম। খামটির ভিতর পারমিতার দশটি চিঠি।

পকেটে পুরে নিল অনুপম। আজ কোথায় আছে পারমিতা? তার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই দীর্ঘ এক দশক। তবু কেন তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করল তার!

লিপি এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। বলল, দাদা, চল প্রতাপ এসেছে। রেজিস্ট্রেশন ডেট নিয়ে কথা বলবে।

নীচে নেমে এল দুজনে। একটি প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে প্রতাপ। সিগারেটটা সবে ধরিয়েছে। ওরা আসতেই টেবিলের একটা কাগজে দুটো তারিখ লিখে প্রতাপ বলল, দেখুন দুটো ভালো দিন আছে। আমি পাঁজি দেখে খবর নিয়ে বলতে এলাম।

যে কোনও একটাতে করতে পারেন। আমার

অনুপমের মনে হল, প্রতাপ শুধু দলিলটি দেখছে না, গন্ধ নিচ্ছে। যেভাবে সে মুখের কাছে ধরে দেখছে, তাতে পারলে দলিলটা চেটে দিতেও পারে। তা দেবে নাই বা কেন? কর্নার প্লট, সাড়ে পাঁচ কাঠা জায়গা। মেইন রাস্তা থেকে দু'মিনিটের পথ।

উকিলকে সেইমতো টাইম দিতে বলতে হবে।

দিন দুটো প্রায় কাছাকাছি।

অনুপম চুপ করে শুনছিল। তাকিয়ে ছিল তারিখ দুটোর দিকে। লিপি কোনও কথা বলছে না। দাদার উত্তরের আশায় তাকিয়ে দেখছে।

প্রতাপ বলল, কী হল, কিছু বলছেন না যে। মন খারাপ লাগছে?

এবার অনুপম বলল, ঠিক ধরেছেন। অনেক দিনের স্মৃতি, ছেলেবেলা, কৈশোর, যৌবন সব এই বাড়িটা ঘিরে। মনটা খুব খারাপ লাগছে।

প্রতাপ একটু মোলায়েম গলায় বলল, হবারই কথা। বাড়িটা না হয় লোক ডেকে খালি করে দিলেন। কিন্তু স্মৃতিগুলো কী করবেন? ওটাই তো সমস্যা। স্মৃতিগুলো তো আর হস্তান্তর করা যায় না!

- কী যে ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছে কী বলব? লিপি বলল।

-হবেই তো। বলে প্রায় একশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে দূরের দিক দেখিয়ে প্রতাপ বলল, ওই যে, দেখছেন, চারদিকে বাড়ি। আমি ভেঙে প্রোমোটিং করেছি। নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে, পুরোনো বাড়িগুলোর পিছনে অনেক স্মৃতি জমা ছিল। কত ছেলেমেয়ে বাইরে চলে গেছে। দেশের বাইরেও চলে গেছে। আপনাদের মতো বাবা-মা মারা গেছে। দেখভাল করার কেউ নেই।

ঘাড় নাড়ল অনুপম।

আমি সবাইকে একটা কথাই বলেছি, খুব কষ্ট হলে এক বছর পরে একবার এসে দেখে যাবেন। দেখবেন, আপনাদের বাড়ির জায়গায় একটা ঝাঁ চকচক করছে ব্র্যান্ড নিউ বাড়ি। বাড়ির নাম বদলে গেছে, নতুন নাম হয়েছে। কোথাও তো রাস্তার নামও বদলে গেছে। দেখবেন, তখন সব স্মৃতি ধুয়েমুছে সাফ। কিছুই মেলাতে পারবেন না।

বলে বিজ্ঞের হাসি হাসল প্রতাপ। একটু পরে হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তারিখটা এবার তো ফাইনাল বলুন?

৫

প্রতাপ চলে গেল। লিপি হতাশ গলায় বলল, দাদা, কী বুঝলি? ভবিষ্যতে আমাদের স্থায়ী ঠিকানাটাও থাকবে না। ভেবে দেখেছিস?

অনুপম শান্ত গলায় বলল, থাকবে, থাকবে, কেবল পাসপোর্টে থাকবে।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

কৃষ্ণেন্দু দাস, চতুর্থ শ্রেণি, জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল।

অনুষ্কা বসু মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

অভিজয়া চক্রবর্তী, পঞ্চম শ্রেণি,
ইলা ঘোষ স্মৃতি সরস্বতী শিশু মন্দির, বালুরঘাট।

কৃতী সাহা, অষ্টম শ্রেণি,
বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার।

অদ্বিতীয়া দাস, অষ্টম শ্রেণি, রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দির (সিবিএসই)।

সুপর্ণা বণিক, দ্বিতীয় শ্রেণি, রাজকুমার নিম্নবুনিয়াদি বালিকা বিদ্যালয়, দিনহাটা।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

করুণাময়ীতে কোথাও যেন মিশে যায় কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর

পূর্বা সেনগুপ্ত

করুণাময়ী কালী। ছবি : প্রবীর রায়চৌধুরী

পর্ব - ২২

নন্দদুলাল তিন পুত্রের পিতা হলেও তাঁর মনের মধ্যে একটি কন্যাসন্তান লাভের বাসনা সুপ্ত ছিল। তিনি দেবীর কাছে একটি কন্যাসন্তানের জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করতেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে একসময় একটি অতুলনীয়া কন্যার জন্ম হল। কন্যার জন্মগ্রহণে আনন্দিত নন্দলাল তাঁর নাম রাখলেন করুণাময়ী।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির সম্বন্ধে আমরা সকলেই অবহিত আছি। রানি রাসমণির প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির, গর্ভগৃহে বিরাজ করছেন দেবী ভবতারিণী। দেবী ভবতারিণীকে আমরা রানি রাসমণির গৃহদেবী রূপে চিহ্নিত করি না। কিন্তু তিনি গৃহদেবী তো বটেই। রানি রাসমণি, সুন্দর উদ্যান সহ এই অসাধারণ মন্দির তৈরি করার জন্য এত কষ্ট সাধন করেননি। তিনি দেবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সেবা করার জন্য এই মন্দির ও উদ্যান তৈরি করেন।

এখানে উল্লেখ করতেই হবে যে, এই মন্দিরের গঠনশৈলী তৎকালীন সমাজের আঙিনায় একটু অভিনব ছিল। কারণ, একই প্রাঙ্গণের মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব আরাধনার জন্য বিগ্রহস্থাপন করেছিলেন তিনি। এই মন্দিরের গঠনশৈলী কি রানি রাসমণির নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত ছিল? এই সমন্বয় ভাবনার চিন্তা কি মৌলিক চিন্তা রূপে রানি রাসমণিই প্রতিষ্ঠা করতে সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন? কিন্তু মন্দির ও গৃহদেবতার ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা দেখি, এই ধাঁচের মন্দির আরও কয়েকটি বঙ্গভূমিতে বিরাজিত।

শুধু তাই-ই নয়, এই মন্দিরগুলির ইতিহাস বর্ণনায় বলা হয়েছে, সেই মন্দিরের অনুপ্রেরণায় রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরি করেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রায় তিন-চারটি মন্দিরের কথা আমরা আলোচনা করতে পারি। এদের মধ্যে প্রথম অধুনা টালিগঞ্জ এলাকায় বিরাজিত করুণাময়ী মায়ের মন্দির। এই মন্দির প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ কলকাতার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের একটি অংশের গৃহদেবতা।

সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পারিবারিক ইতিহাস আমাদের জানায়, ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাটের কাছ থেকে 'রায়চৌধুরী' উপাধি পেয়েছিলেন এই পরিবারের সদস্য কেশবরাম মজুমদার। উপাধি প্রাপ্তিতে খুশি কেশবরাম কালীঘাট মন্দির থেকে আদিগঙ্গা পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করে দিয়েছিলেন। এই কেশবরামের একটি মাত্র পুত্র নন্দদুলাল জন্মগ্রহণ করেন ১৭২২ সালে। এই নন্দদুলাল তাঁর পুরাতন গৃহ ছেড়ে টালিগঞ্জ এলাকায় নতুন বসবাস করতে থাকেন।

নন্দদুলালের তিন পুত্র- রাঘবেন্দ্র, রামচরণ ও জগন্নাথ। নন্দদুলালের কাকা শিবদেব, যিনি কালীঘাট মন্দির নির্মাণকার্যে ব্রতী হয়ে সন্তোষ নাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মন্দির গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন আর শেষ করেছিলেন তাঁরই উত্তরপুরুষ রাজীবলোচন। যে সময় থেকে কালীঘাটের দেবী মন্দির গঠনের সূচনা হল তখন থেকেই পরিবারের সকলেই দেবীভক্ত হয়ে উঠলেন। সন্তোষের দেবীভক্তিতে নন্দদুলালও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনিও কালীর আরাধনায় জীবনপাত করেন। তাঁর করুণাময়ী কালীর প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই মন্দিরের নির্মাণকাল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ।

নন্দদুলালের এই মন্দির গঠনের পিছনে একটি অলৌকিক কাহিনী আছে। নন্দদুলাল তিন পুত্রের পিতা হলেও তাঁর মনের মধ্যে একটি কন্যাসন্তান লাভের বাসনা সুপ্ত ছিল। তিনি দেবীর কাছে একটি কন্যাসন্তানের জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করতেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে একসময় একটি অতুলনীয়া কন্যার জন্ম হল। কন্যার জন্মগ্রহণে আনন্দিত নন্দলাল তাঁর নাম রাখলেন করুণাময়ী। আশা পূর্ণ করে কন্যার জন্ম হল বটে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে অন্ধকার নেমে এল নন্দলালের জীবনে। মাত্র সাত বছর বয়সে নন্দলাল তাঁর আদরের নিধি একমাত্র কন্যা করুণাময়ীকে চিরতরে হারিয়ে ফেললেন।

দেবী যখন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণই করলেন তখন তিনি আবার কেড়ে নিলেন কেন? এই দুর্বিষহ প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল নন্দলালের অন্তর। কন্যার অকাল মৃত্যুর কষ্ট তাঁকে এতটাই দগ্ধ করল যে, তিনি শোকের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলেন, গৃহত্যাগ করে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়ানোই শ্রেয়। এইভাবেই কেটে যাক বাকি জীবনের দিনগুলি। এই সিদ্ধান্তে যখন স্থির হয়েছেন তখন একদিন তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর কন্যা করুণাময়ী তাঁর কাছে এসে বলছেন, 'বাবা, তুমি আমার জন্য এমনভাবে কেঁদো না। আমি তোমায় কোনওদিনই ছেড়ে যেতে পারব না। কাল ভোরে তুমি আদি গঙ্গার ঘাটে যেও, সেখানে এক প্রাচীন বট গাছের তলায় দেখতে পাবে একটি কালো কষ্টিপাথর। সেই পাথরটি দিয়ে তোমার ইষ্টদেবীর মূর্তি গড়ে প্রতিষ্ঠা করো। আমি ওই মূর্তির মধ্যেই চিরদিন চিন্ময়ী হয়ে বিরাজ করব।'

এরপর স্বপ্নে তাঁর কন্যা করুণাময়ীর রূপ অন্তর্হিত হয়ে গেল, তার পরিবর্তে 'তাঁদের বংশের ইষ্টদেবী দক্ষিণাকালী'র এক অপূর্ব করুণাময়ী রূপ প্রকটিত হল তাঁর সম্মুখে। নন্দদুলাল আপ্লুত হলেন।

এখন নন্দদুলালের স্বপ্ন থেকে বাইরে এসে আমরা কয়েকটি বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝতে চাইব। বংশের ইতিহাসে বলা হয়েছে, নন্দদুলাল তাঁদের বংশের ইষ্টদেবী দক্ষিণাকালীকে করুণাময়ী রূপে দেখেছিলেন। এই ইষ্ট দেবী কে? সাবর্ণদের প্রাচীন দেবী হলেন দেবী চণ্ডী। যার মেলা এখনও বেহালা অঞ্চলে সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়।

এখানে শুধু এটাই উল্লেখ্য, এই দেবীকে দক্ষিণাকালী বলা হয়েছে। আমরা এও উল্লেখ করেছি কালীঘাটের মা, তিনিও দক্ষিণাকালী এবং তিনি একান্নটি সতীপীঠের মধ্যে একটি পীঠের দেবী। এই সতীপীঠের মন্দির গঠনে এই পরিবারের অবদান ছিল। অর্থাৎ শিবনিধি, যিনি কালীঘাটের মন্দির গঠন করে সন্তোষ নামে পরিচিত হন, তিনি ছিলেন নন্দদুলালের কাকা। শুধু মন্দির গঠন নয়, এই কালীঘাটের মাতাকেও তাঁরা বংশের ইষ্টদেবী রূপে চিহ্নিত করেছিলেন।

এখানে স্মরণে রাখা দরকার, কালীঘাটের দেবী কিন্তু সতীপীঠের দেবী হলেও সেবায়েত হালদার পদবিধারী পরিবারের গৃহদেবী রূপে এখনও পূজিত হন। তিনি তাই সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের এই অংশের কেবল ইষ্টদেবী অর্থাৎ আরাধ্যা দেবী মাত্র। সেই আরাধ্যা দেবী রূপে তিনি করুণাময়ী কালীর রূপটি দর্শন করেছিলেন। এখানে আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, কালীঘাটের দেবী আর করুণাময়ী কালী স্বরূপত এক। কিন্তু একজন হালদারদের গৃহদেবী আর করুণাময়ী সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের গৃহদেবী রূপে পূজিতা।

আমরা দেখেছি, নন্দদুলাল স্বপ্ন দেখলেন। সেই স্বপ্ন দর্শনে আনন্দে চোখ খুললেন তিনি। না তাঁর আর ঘুম এল না। সবে প্রত্যুষের আলো ফুটেছে কি ফোটেনি নন্দদুলাল ছুটলেন দেবীর নির্দিষ্ট করা স্থানটিতে। সেই আদিগঙ্গার তীরে। যে স্থানটি স্বপ্নে দেখেছেন সেই স্থান খুঁজে বের করার পর আশ্চর্য হয়ে গেলেন নন্দলাল, সত্যই সেখানে এক বট গাছের নীচে পড়ে আছে তাঁর স্বপ্ন নির্দিষ্ট একটি কৃষ্ণ শিলা। চোখের জলে অভিষিক্ত করে সেই শীলা গৃহে নিয়ে এলেন নন্দদুলাল। কেবল শিলারূপ তো নয়, তার মধ্যে তিনি কন্যার রূপও দেখতে ব্যাকুল, আস্বাদ করতে আগ্রহী তাঁর ইষ্টদেবীকেও। তাই একজন নিপুণ ভাস্করকে দিয়ে তৈরি করালেন তাঁর স্বপ্নাদিষ্ট সেই দেবীমূর্তি, নাম দিলেন মা করুণাময়ী।

শোনা যায়, যে ভাস্করটি দেবী মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন তাঁকেও নাকি দেবীই স্বপ্নদান করে মূর্তি নির্মাণের আদেশ দেন। দৈবাদিষ্ট হয়ে কারিগর যে অপূর্ব মূর্তিটি গঠন করেছেন তা নিঃসন্দেহে এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। মাতৃমূর্তিকে দর্শন করলে মনে হয়, এক বালিকা তাঁর আনন্দ প্রকাশের জন্য বিহ্বল হয়ে আছে, আপনি তাঁকে কোলে নিলেই সেই কন্যাটি ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনারই কোলে! দেবী লোল জিহ্বাধারী হয়েও কী করে বালিকাভাবে রঞ্জিত হলেন তা আমাদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে বৈকি? একটি কষ্টিপাথর কেটে শিবের উপর দণ্ডায়মান দেবী মূর্তি নির্মিত হয়েছে, বিগ্রহ নির্মাণে এত নিপুণ ও সূক্ষ্ম কাজ সত্যিই বিরল। যাক, আমরা আবার কাহিনীতে ফিরে যাব।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের কার্তিক মাসে অমাবস্যার দিন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এই দেবীর। সেইসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল নয়টি চূড়া সংবলিত নবরত্ন মন্দির। দেবীর এই মন্দিরের সম্মুখে বিস্তৃত আঙিনা, সেই আঙিনার দু'পাশে ছয়টি ছয়টি করে বারোটি শিবের মন্দির। পারিবারিক ইতিহাস বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই মন্দির ১৭৬০ সালে তৈরি হয়েছিল, আদিগঙ্গা তখন ছিল স্রোতস্বিনী নদী। সেই নদীপথ ধরে যাতায়াত ছিল মানুষের। একবার বজরায় করে এই নদীপথ অতিক্রম করার সময় রানি রাসমণি এই নবরত্ন মন্দির দর্শন করেন এবং তার সঙ্গে বারোটি শিবালয়।

এই মন্দির প্রাঙ্গণ দেখে রানি অভিভূত হন এবং গৃহে ফিরে গিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরির নকশা তৈরি করান। কিন্তু রানি নির্দেশিত সেই নকশাটি এখন পাওয়া যায় না। আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই জানিয়েছি, রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অভিনব গঠনভঙ্গি তাঁদের গৃহদেবীর মন্দিরের প্রভাবে গঠিত হয়েছে এই দাবি পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি পরিবার করে থাকেন এবং মন্দিরগুলি অত্যন্ত খ্যাতনামা বলেও চিহ্নিত। ঠিক কোন মন্দিরটির মাধ্যমে রানি প্রভাবিত হয়েছেন এবং তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দির সেই মন্দিরের প্রভাবে গড়ে তুলেছেন কি না তা কিন্তু সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। আমরা প্রায় তিন-চারটি মন্দিরের দেখা পেয়েছি, সেই মন্দিরগুলির প্রতিটিই আমরা ধীরে ধীরে তুলে ধরব।

১৭৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত মন্দির কিন্তু ধীরে ধীরে কালের গর্ভে চলে যায় এবং মূল মন্দিরের চূড়া বিনষ্ট হয় ও মন্দিরটি ভেঙে পড়ে। তার সঙ্গে শিব মন্দিরগুলিও ভগ্নপ্রায় হতে হতে কয়েকটি ধুলায় মিশে যায়। তথ্য বলে, এই মন্দিরগুলির গাত্রে খুব সুন্দর টেরাকোটার কাজ করা ছিল। মন্দিরের সঙ্গে সেগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দেবী কোনওরকমে আরাধিত হতে থাকেন। নন্দদুলালের পুত্র দুর্গাদাসের তৃতীয় পুরুষ মণিমোহনের আমলেই নাকি নবরত্ন মন্দির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং দেবী পূজার জন্য নির্মিত হয় আটচালা মন্দির। কিন্তু কাল এক বিষম বস্তু! এই আটচালার মন্দিরও ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই সময় ছয়টি শিব মন্দির চিরতরে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। বাকি ছয়টি মন্দিরও ভেঙে পড়তে থাকে। মণিমোহনের চতুর্থ পুত্র অসিত রায়চৌধুরী মন্দির সংস্কারের কার্যে ব্রতী হলে কিছু ধনী ভক্তের সহায়তায় তা শিব মন্দির সহ নতুন করে গঠিত হয়েছে। ১৯৮৫ থেকে এই নবকলেবরের শুভ যাত্রা শুরু।

গৃহদেবী কেবল গৃহের আরাধ্যা হয়ে থাকেন না যখন তাঁর মাহাত্ম্য জনসমাজে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এই অলৌকিক ক্ষেত্র নিয়ে অনেক কাহিনীই চারপাশে গুঞ্জরিত হয়, এরমধ্যে আমরা দুটি কাহিনীর উল্লেখ করব। দেবী মন্দিরের পিছনে প্রবাহিত ক্ষীণকায়া আদিগঙ্গার স্রোত আজও বহমান, যে স্রোত আজ পুকুরের আকার ধারণ করেছে। একদিন সেই পুকুর ঘাটে এক ভদ্রমহিলা এক জোড়া সোনার নূপুর কুড়িয়ে পেলেন। সোনার নূপুর দেখে মহিলার কিছু সন্দেহ হওয়ায় তিনি নূপুর দুটি কুড়িয়ে সেবায়েতের হাতে দিলেন। এই নূপুর যে মায়ের পায়ে শোভা পায় তা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেবায়েত ভেবে পেলেন না, মায়ের পায়ের নূপুর নদীর ঘাটে গেল কী করে? রাত্রে দেবী তাঁকে স্বপ্ন দিয়ে বললেন, 'দেখ আমি পুকুরে স্নান করে আসার সময় ভুল করে নূপুর দুটো ফেলে এসেছি। এই ঘটনায় কাউকে চোর বলে অপবাদ যেন দেওয়া না হয়।'

এই কাহিনী খুব বেশিদিনের নয়। দ্বিতীয় কাহিনীটি প্রাচীন।

এক সময় সেই অঞ্চলে অধর নামে এক ঢুলি বাস করতেন। সেই অধরই মায়ের মন্দিরে যাবতীয় অনুষ্ঠানে নিয়মিত ঢাক বাজাতে আসতেন। অধর অত্যন্ত সৎ ও ভক্তিমান ছিলেন। একবার তিনি স্থির করেন, কলা গাছের প্রথম ফলন যখন হবে তখন তার এক কাঁদি পাকা কলা তিনি কালীঘাটের মাকে নিবেদন করবেন। একদিন ভোরবেলা, তখন কাকপক্ষীও ডাকেনি এমন সময়ে অধর ধামায় করে এক কাঁদি পাকা কলা মাথায় চাপিয়ে কালীঘাটের উদ্দেশে রওনা হলেন। হাঁটতে হাঁটতে অধর করুণাময়ী মায়ের মন্দিরের পাশ দিয়ে আদিগঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বাঁধানো ঘাটে বসে নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল সাত–আট বছরের এক ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে করুণাময়ী কালী মন্দিরের পাশ থেকে অতি দ্রুত তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। অধর ভাবতে লাগলেন, এই মন্দিরের ভিতর থেকে এই অন্ধকারে মেয়েটি এল কী করে? আর তার দিকেই বা এগিয়ে আসছে কেন? শ্যামবর্ণা মেয়েটির পরিধানে লাল রঙের শাড়ি। মেয়েটি তার কাছে এসে ধামায় রাখা গামছা দিয়ে ঢাকা পরিপুষ্ট কলার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওগো আমার বড় কলা খেতে ইচ্ছা করছে, তোমার ওই কাঁদি থেকে এক ছড়া কলা দাও না!'

মেয়েটির কথা শুনে অধর বিরক্ত হলেন। ফলনের প্রথম ফল তিনি দেবীকে দিতে চলেছেন পথেই একজন তা চেয়ে বসল। তিনি বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, 'সাতসকালে কলা খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে? এই কলা কালীঘাটে আমার মা কালীকে নিবেদনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি! তোকে দেওয়ার জন্য নয়! যা সর এখান থেকে।' এই বলেই তিনি দেখলেন একটি নৌকা যাত্রীর জন্য তীরের দিকে আসছে। তিনি আর কথা না বাড়িয়ে নৌকায় উঠে বসলেন। নৌকায় বসে পিছনে ফিরে তাকাতেই বেশ আশ্চর্য হলেন। ঘাটে সেই বাচ্চা মেয়েটি নেই তো! এত দ্রুত কোথায় গেল? হঠাৎ তার মনে হল, এত সকালে মেয়েটি এল কোথা থেকে, আর কার মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু কেউ জানলে না! আশ্চর্য তো!

এরপর অধর ঢুলি নিজের রূঢ় ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হলেন। ভাবলেন, আহা মেয়েটি বড় সতৃষ্ণনয়নে কলাগুলো দেখছিল। সকালে সে কলা খেতে চাইল আর আমি তাড়িয়ে দিলাম! অনুশোচনা এমন আকার নিল যে, কালীঘাটে মাকে মানত করা কলাগুলি নিবেদন করেই বাড়ি চলে এলেন অধর। মনটা খুবই খারাপ, খেতে ইচ্ছা করল না এতটুকু। প্রায় অভুক্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তেই এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন তিনি। তিনি দেখলেন, করুণাময়ী ঘাটের মেয়েটি তাঁকে বলছেন, 'ওরে, আমি নিজ হাতে তোর কাছে কলা চাইতে গেলাম খাব বলে, আর তুই কিনা তাচ্ছিল্য করে আমায় তাড়িয়ে দিলি? ওরে মূর্খ! আমি কি শুধু তোর ওই কালীঘাটের মন্দিরে আছি? আমি যে এই মন্দিরেও যুগ যুগ ধরে বিরাজ করছি!'

অধর সেই স্বপ্নের মধ্যেই দেখতে পেলেন, সেই সকালে দেখা মেয়েটি এই কথা উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে নতুন অবয়ব ধারণ করলেন। সেই রূপ হল করুণাময়ী কালী মাতার রূপ।

পাঠক, প্রবন্ধের মধ্যে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কালীঘাটের দেবী এই পরিবারের ইষ্টদেবী ছিলেন। কিন্তু তিনিই পরবর্তীকালে করুণাময়ী রূপে তাঁদের গৃহদেবী রূপে বিরাজ করছেন। এই দেবী করুণাময়ীর বিশেষত্ব এখানেই। সতীপীঠের দেবী ভিন্নরূপে গৃহদেবী রূপে পূজিতা হন মন্দিরের গর্ভগৃহে। একজন রাজরাজেশ্বরী রূপে জগৎ উদ্ধার করেন, অন্যজন বালিকা রূপে ভক্ত মনের ক্ষতে প্রলেপ লাগান। মহাশোক থেকে মুক্ত করেন। দুই রূপেই ভক্ত তাঁর চরণে আনত হয়।

সপ্তাহের সেরা ছবি

তুষারে ঢাকা দুই চাকা। প্যারিসের মমার্তে এখন চূড়ান্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া।

আয় মন বেড়াতে যাবি

সমরকন্দ, বুখারা এবং চেঙ্গিজ খান

সৈয়দ তনবীর নাসরিন

'দাই ডন, আ মাস্টার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড— দাই ডন।'

আইকনিক লাইনগুলো এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা বিড়বিড় করে বলছেন দেখে ফিরে তাকালাম। আমার মতোই দলে দলে বিদেশি দাঁড়িয়ে আছে 'শাহ-ই-জিন্দা'য়, ইসলামধর্মের দিক থেকে যেটা সমরকন্দ শহরের পবিত্রতম স্থান, কারণ এই পুরো চত্বরটাই উৎসর্গীকৃত কাশিম ইবন আব্বাসের নামে, যিনি হজরত মহম্মদের তুতো ভাই ছিলেন। আর তিনিই মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ধর্মকে নিয়ে এসেছিলেন। আমার ভালোই লাগল সমরকন্দের সেই ঐতিহাসিক জায়গায় দাঁড়িয়ে এক শ্বেতাঙ্গ মহিলার ওই লাইনগুলোর উচ্চারণ! যাঁরা জেমস বন্ডের ভক্ত, তাঁদের হয়তো মনে আছে ১৯৬৯-এর আইকনিক সিনেমা 'অন হার ম্যাজেস্টিস সিক্রেট সার্ভিস'-এ ওই লাইনগুলোই উচ্চারণ করেছিলেন প্রথম 'বন্ড গার্ল' ট্রেসি বন্ড। আসলে ওই পংক্তিগুলো জেমস এলফ্রয় ফ্লেকারের বিখ্যাত নাটক 'হাসান'-এর অংশ। জেনে রাখা ভালো, ফ্লেকারের হাসান নাটকের বিখ্যাত কবিতা 'দ্য রোড টু সমরকন্দ' পশ্চিমের দেশগুলোর কাছে মধ্য এশিয়ার এই শহরকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছিল, তা এখনও গোটা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ফ্লেকার, ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচকদের মতে, যাঁর মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু, কিটসের পরে ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ক্ষতি, সেই তরুণ লেখক গত এক শতাব্দী ধরে কিংবদন্তি সব লেখককে প্রভাবিত করেছেন। আগাথা ক্রিস্টি'র লেখায় তাঁর বারবার উল্লেখ, জো লুই বোরহে ফ্লেকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। অকালে প্রয়াত সেই ব্রিটিশ কবি ১৯১৩ সালে লিখেছিলেন 'দ্য রোড টু সমরকন্দ'। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯২২ সালে যখন 'হাসান' নাটক মঞ্চস্থ হল, তখন জানা গেল কী অদ্ভুত পেলব রোমান্টিকতায় ফ্লেকার মধ্য এশিয়ার এককালের সবচেয়ে বিখ্যাত শহরে পৌঁছোনোর গল্পকে শব্দের মালায় গেঁথেছিলেন। 'দ্য রোড টু সমরকন্দ' এমন এক কুহকী বাস্তবতা তৈরি করে, যা হলিউডের বন্ডের ছবির নায়িকাকেও তার থেকে সংলাপ ধার করতে বাধ্য করে। আবার এই ২০২৪-এও এক বিদেশিনীকে সমরকন্দের সবচেয়ে বিখ্যাত স্মৃতি-স্কোয়ারের ওই লাইনগুলোর উচ্চারণে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

কেন সমরকন্দকে নিয়ে এত স্মৃতিমেদুরতা? পুবের এবং পশ্চিমের এত আবেগের স্ফুরণ? এই অক্টোবরে, আজকের উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ হয়ে সমরকন্দ যেতে যেতে সেই কথাগুলোই বারবার ভেবেছি। চিনাদের শাসন থেকে সপ্তম শতাব্দীতে সমরকন্দ মুসলিমদের দখলে যায়। সেই সময় থেকেই মধ্য এশিয়ার এই শহর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। চিনের সঙ্গে আরব দেশগুলির বাণিজ্য হোক কিংবা ইউরোপের ব্যবসায়িক আদানপ্রদান, অর্থাৎ 'সিল্ক রুট'-এর কেন্দ্রস্থলে ছিল সমরকন্দ। সেই সময়ই এখানে বহু নজরকাড়া স্থাপত্য তৈরি হয়। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে দুর্দম সেনানায়ক চেঙ্গিজ সমরকন্দ আক্রমণ করে একেবারে মাটিতে গুঁড়িয়ে দেন। পরের একশো বছরে আবার সমরকন্দ দাঁড়াল বটে কিন্তু তার বিশ্বজোড়া খ্যাতি হল যখন তৈমুর তাঁর রাজধানী হিসেবে এই শহরকে বেছে নিলেন। বিরাট বিরাট বাগান তৈরি হল, বিরাট চওড়া রাস্তা আর তার দু'পাশে অসংখ্য বিপণি। বুদ্ধিমান তৈমুর জানতেন 'সিল্ক রুট'-এর কেন্দ্রস্থল হওয়ার জন্য তাঁর রাজধানী বাড়তি সুবিধা পাবে। সম্পদ এবং সংস্কৃতির দিক থেকে 'নিউক্লিয়াস' হয়ে উঠবে। কার্যত হয়েওছিল তাই। যাঁর সাম্রাজ্য মস্কো থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যিনি পারস্য থেকে, দিল্লি থেকে সেরা শিল্পীদের সমরকন্দে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি তো দূরদর্শী হবেনই। আজও যখন সমরকন্দের আর এক বিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তি, 'বিবি খানম মসজিদ' দেখছিলাম, তখন বুঝতে পারছিলাম কেন ইতিহাসবিদরা বারবার বলেছেন, নয়াদিল্লির জামে মসজিদ দেখে কখনও যুদ্ধে হার না মানা তৈমুর এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তার অনুকরণে সমরকন্দে ওই বিখ্যাত মসজিদ তৈরি করিয়েছিলেন।

সমরকন্দ গেলে যেতেই হবে রেগিস্তান স্কোয়ারে, যা আসলে তৈমুরের নাতি উলুঘ বেগের হওয়া স্থাপত্যকীর্তিকে আজও পর্যটকদের সামনে মেলে ধরে। চতুর্দশ শতাব্দীতে উলুঘ বেগ, যিনি রণকৌশলের পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চার জন্য খ্যাত ছিলেন, তিনি সমরকন্দে জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র থেকে এমন সব আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন, যা পূর্ব ভূখণ্ডে আলোড়ন ফেলে দিল। রেগিস্তান স্কোয়ারের পাশে তার ফলকে লেখা একটা বাক্য আমার মনে হয় সমরকন্দের গুরুত্ব বোঝাবে। ওই লাইনটায় লেখা রয়েছে, "এই যে 'মিনারেট'-এর কাজ, এই স্থাপত্যকীর্তি তা ১৪১৭-১৪২০'র মধ্যে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু পরের দীর্ঘসময়ে স্থাপত্যের এই ধারা প্রাচ্যের পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছিল।" ইতিহাসের ছাত্রী হিসেবে মধ্য এশিয়া বা দক্ষিণ এশিয়ায় আমার যতটুকু ঘোরাঘুরি, তাতে আমার মনে হয় না রেগিস্তান স্কোয়ারে লেখা ওই শব্দগুলো সমরকন্দ সম্পর্কে খুব অতিশয়োক্তি করে।

দুরন্ত বিমানবন্দর, বিরাট চওড়া রাস্তা, সোভিয়েত মডেলের হোটেল, হাইস্পিড ট্রেন সমরকন্দকে গোটা পৃথিবীর সঙ্গে জুড়ে রেখেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর উজবেকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যেখানে দারিদ্র্য থাকলেও তুলো আর সোনা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। তৈমুরের বংশধররা দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরে রাজধানী সরে গিয়েছিল বুখারায়। যে শহর আবার ২৫০০ বছরের ইতিহাসকে বহন করে। ইউনেসকোর বিচারে বুখারা শহরের অধিকাংশ স্থাপত্যই এখন 'হেরিটেজ সাইট'। আর 'আর্ক অব বুখারা' খ্রিস্টপূর্ব সময়ের থেকে সোভিয়েত শাসন পর্যন্ত ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। বুখারার পরিচিতির আর একটা কারণ মোল্লা নাসিরউদ্দিনের শহর বলে। মধ্য এশিয়ার আরও ছ'টি দেশের মতো উজবেকিস্তানও দাবি করে 'মিথ' হয়ে যাওয়া এই চরিত্রটি আদতে তাদেরই 'ভূমিপুত্র' ছিলেন। এই শহরে মোল্লা নাসিরউদ্দিনের সেই বিখ্যাত ভঙ্গিতে মূর্তি আছে অর্থাৎ গাধার পিঠে তিনি উলটো হয়ে বসে আছেন আর শহরের প্রাণকেন্দ্র 'ল্যাবি স্কোয়ার'-এর চারদিকের পাথুরে গলিতে তাঁর নামাঙ্কিত 'চায়খানা'রও অভাব নেই।

বুখারা যেমন পরিচিত ইমাম বুখারির শহর হিসেবে, তেমনই বহু সুফি সাধনারও সূচনা হয়েছে মধ্য এশিয়ার এই প্রাচীনতম শহর থেকে। সন্ধে নামার আগে সুফি সাধনার জন্য বিখ্যাত কোনও কোনও মসজিদে যখন আলো জ্বলে ওঠে, পাখিরা উড়ে যায়, এক অনির্বচনীয় উপলব্ধি ঘিরে ধরবেই। 'স্পিরিচুয়ালিটি' আর 'মিস্টিজম', এই দুটি ইংরেজি শব্দের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ সবসময় আমি পাই না, কিন্তু বুখারার বিকেল, সন্ধেকে বোঝাতে বোধহয় ওই শব্দগুলোই যথার্থ। সমরকন্দের মতোই বুখারাও অত্যন্ত আধুনিক শহর, শহরের পুরোনো এলাকার পাশাপাশি নতুন নগরায়ণের ছাপও চোখ এড়ায় না। আর মোল্লা নাসিরউদ্দিনকে যে শহর নিজেদের আপনজন মনে করে, সেই শহরে তো জীবনের উদযাপন, খানাপিনার অঢেল আয়োজন থাকবেই। বুখারাতে উদযাপন চলে মধ্যরাত পর্যন্ত, মধ্য এশিয়ার কনকনে শীতকে উপেক্ষা করা যায় হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে। আজকের বুখারা হয়তো তেল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত, শহরে সেইজন্যেই বিদেশিদের আনাগোনার অভাব নেই, কিন্তু তার বাইরেও পুরোনো ইতিহাস আর ফেলে আসা গৌরবময় অতীত পর্যটকদের জন্য অবশ্য দ্রষ্টব্য করে রেখেছে।

টিপস— ভারতীয়দের জন্য জেনে রাখা ভালো উজবেকিস্তান অত্যন্ত সস্তার দেশ, অথচ পরিষেবার দিক থেকে ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দেয়। অর্থাৎ ইউরোপের এক তৃতীয়াংশ খরচে মধ্য এশিয়ার এই দেশ ঘুরে আসা যায়।

রাহুল-যশে পারথ জয়ের স্বপ্ন

ভারত-১৫০ ও ১৭২/০
অস্ট্রেলিয়া-১০৪

পারথ, ২৩ নভেম্বর : হনহন করে ব্যাট হাতে করে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আর তারপরই মাঠের ধারে থ্রো ডাউন নেওয়া শুরু করলেন বিরাট কোহলি।

দ্বিতীয় দিনের খেলা তখন সবে শেষ হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল (অপরাজিত ৯০) ও লোকেশ রাহুলরা (অপরাজিত ৬২) তখনও সাজঘরের মধ্যে প্রবেশ করেননি। এমন সময় আচমকাই টিভি ক্যামেরা কোহলিকে অনুসরণ করা শুরু করেছিল। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট, রাহুল-যশস্বী জুটি আজ ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে অবিচ্ছেদ্য ১৭২ রানের জুটির মাধ্যমে

বুমরাহর পাঁচ উইকেট ২১৮ রানে এগিয়ে ভারত

২১৮ রানের লিড নিশ্চিত করলেও কাল তৃতীয় দিনে কোহলির ফর্মের উপরই হয়তো নির্ভর করবে পারথ টেস্টের ভাগ্য।

ধৈর্য, স্কিল, ইনটেন্ট, শৃঙ্খলা।

লাল বলের টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় সফল হতে হলে এই কয়েকটি বিষয় থাকতেই হবে একজন ক্রিকেটারের মধ্যে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম দিন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ে কোনওটারই নিদর্শন ছিল না। ১৫০ রানে প্রথম ইনিংসে অলআউট হওয়ার পর অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ (১৮-৬-৩০-৫) তাঁর সতীর্থদের চৈতন্যদয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর ছন্দ টিম ইন্ডিয়ার মুডটাই বদলে দিয়েছিল। ঠিক কেমন ছিল সেই বদল? আজ টের পেল ক্রিকেট দুনিয়া। যার সামনে পড়ে ঘরের মাঠে নিতান্ত অসহায়ের মতো লাগছিল প্যাট কামিন্সদের। এমন অবস্থা হয়েছিল অজিদের যে, মার্নাস লাবুশেন, ট্রাভিস হেডদের মতো অনিয়মিতদের দিয়ে বোলিংও করাতে হল। তাতেও লাভ হয়নি।

গতকালের ৬৭/৭ থেকে শুরু করে আজ মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউড জুটি ২৫ রানের পার্টনারশিপ গড়ে হতাশা বাড়িয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার। শেষ পর্যন্ত হর্ষিত রানার (৪৮/৩) দাপটে তাঁদের ৮৯ মিনিটের লড়াই শেষ হতেই ভারতের ৪৬ রানের লিড নিশ্চিত হয়। তার আগে হর্ষিতের ডেলিভারি স্টার্কের হেলমেটে লাগে। কেকেআরের প্রাক্তন দুই ক্রিকেটারের মধ্যে পারস্পরিক সৌজন্য বিনিময় ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জিতে নেয় দ্রুত।

আর তারপরই শুরু হয় রাহুল-যশস্বীর ধ্রুপদি ব্যাটিং শৈলী। ১৫০ রানে একটি দলের প্রথম ইনিংস শেষের পর প্রতিপক্ষ দল ১০৪ রানে অলআউট হয়ে যাচ্ছে, টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় গতি বনাম গতির এমন যুদ্ধের ঘটনা রোজ ঘটে না। শুধু তাই নয়, প্রথম দিনের অপটাস স্টেডিয়ামে পড়েছিল মোট ১৭ উইকেট। ইতিহাসের পাতায় নাম ঢুকে গিয়েছিল ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্টের প্রথম দিনের। রহস্যজনকভাবে দ্বিতীয় দিনে পড়ল মাত্র তিন উইকেট। অদ্ভুত, আজব উলটপুরাণ। সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বাইশ গজের চরিত্র বদল! শুধু তাই নয়, স্লেজিং করেও রাহুল-যশদের ধৈর্যে চিড় ধরাতে ব্যর্থ স্টার্করা।

অপটাসের বাইশ গজে ঘাসের সবুজ রং এখন অনেকটা ধূসর। উইকেটের বাউন্সও সামান্য কমেছে। সারাদিনে অল্প সংখ্যক ডেলিভারি প্রত্যাশার তুলনায় নীচুও হয়েছে। কিন্তু তারপরও স্টার্ক-কামিন্স-হ্যাজেলউডদের জন্য সহায়তা নিয়ে হাজির ছিল অপটাসের বাইশ গজ। বাধ সাধলেন রাহুল-যশস্বী জুটি। প্রথম ইনিংসে রাহুলের আউট নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। আর যশস্বী বলের লেংথ বুঝতে ভুল করেছিলেন। দুজনই আজ গতকালের যাবতীয় 'ভুল' শুধরে নিলেন। রাহুলের তুলনায় একটু বেশিই আগ্রাসী ছিলেন যশস্বী। অপরাজিত ৯০ রানের ইনিংসে জোড়া ছক্কা হাঁকিয়ে টেস্টে এক বছরে সবচেয়ে বেশি (৩৪টি) ছক্কা হাঁকানোর নজিরও গড়লেন। দেখালেন, কঠিন পিচে বাড়তি বাউন্সের চ্যালেঞ্জ সামলে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়। ইনটেন্ট কেমন হওয়া উচিত। মারার বল মারবই। অনিশ্চয়তার সরণিতে থাকা বল দেখে খেলব। প্রয়োজনে স্টেপআউট করব। আবার ভালো ডেলিভারকে সম্মান দিতেও ভুলব না।

এমন ভাবনা ও পরিকল্পনায় ডুবে ব্যাটিংয়ের বেসিক ঠিক রেখে যশস্বী-রাহুল জুটি প্রমাণ করে দিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটাররা রোজ ১৫০ রানে অল আউট হবে না। শুধু তাই নয়, প্রথম ইনিংসের ৪৬ রানের লিডের পাশে দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ১৭২ রান সহ মোট ২১৮ রানের লিড পাওয়ার মাঝেই অপটাস টেস্ট জয়ের ইঙ্গিতও রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার পজিটিভ ও আগ্রাসী ক্রিকেটে। অপটাস টেস্টের এখনও তিনদিন খেলা বাকি। কিন্তু কত রানের লিড অপটাসের বাড়তি বাউন্সের বাইশ গজে নিরাপদ হতে পারে? আলোচনা চলছে ক্রিকেটমহলে। ভারতীয় শিবিরও নিশ্চিত নয়। আপাতত লক্ষ্য একটাই, যত বেশিক্ষণ সম্ভব সময় বাইশ গজে কাটাও। আরও রান কর। কামিন্সরা এখনই যে ব্যাকফুটে চলে গিয়েছেন, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

এভাবেও ফিরে আসা যায়। গতকালই অপটাসের সবুজ উইকেট রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল ভারতীয় ব্যাটারদের। ১৫০ রানে শেষ হয়েছিল ইনিংস। আজ সেখানেই বিনা উইকেটে ১৭২। এমনটা তো চলচ্চিত্রের পর্দায় হয়। রাহুল-যশস্বীর ব্যাটে সেটাই বাস্তব। তাঁদের ধ্রুপদি ব্যাটিং শৈলী বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির রিংটোনও সেট করে দিয়ে গেল আজ।

দ্বিতীয় ইনিংসেও ভরসা জোগালেন লোকেশ রাহুল।

নজরে পরিসংখ্যান

৩০/৫ পারথে জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং ফিগার। যা কপিল দেবের (১০৬/৮) পর ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে সেরা।

৯ এশিয়ার বাইরে নয়বার টেস্টে এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট পেলেন জসপ্রীত বুমরাহ। যা ভারতীয়দের মধ্যে কপিল দেবের সঙ্গে যুগ্ম সর্বাধিক।

১ ভারতীয় বাঁহাতি ওপেনারদের মধ্যে এক বছরে সর্বাধিক রান হয়ে গেল যশস্বী জয়সওয়ালের (১১৫৬)। টপকে গেলেন গৌতম গম্ভীরকে (১১৩৪)।

১০৪ পারথে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের স্কোর ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে তাদের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন।

৩ প্রথম ইনিংসে ১৫০ বা তার কম রান করার পরও বিদেশে তৃতীয়বার লিড নিতে সক্ষম হল ভারত।

৩৭ পারথে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ছয় ব্যাটারের মিলিত স্কোর। যা তাদের সর্বনিম্ন।

২ সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) দেশে যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল দ্বিতীয় ভারতীয় জুটি যারা টানা দুই সেশন ব্যাটিং করলেন।

১ অ্যান্ড্রু স্ট্রস-অ্যালিস্টার কুকের (১৫৯, মেলবোর্ন ২০১০) পর যশস্বী জয়সওয়াল-লোকেশ রাহুলের এদিনে ১৭২ অস্ট্রেলিয়ায় সফরকারী দলের প্রথম ১৫০ প্লাস ওপেনিং জুটি।

এক বছরে সর্বাধিক ছক্কা (টেস্টে)

ছয়	ব্যাটার	সাল
৩৩	ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম	২০১৪
৩৩*	যশস্বী জয়সওয়াল	২০২৪
২৬	বেন স্টোকস	২০২২
২২	অ্যাডাম গিলক্রিস্ট	২০০৫
২২	বীরেন্দ্র শেহবাগ	২০০৮

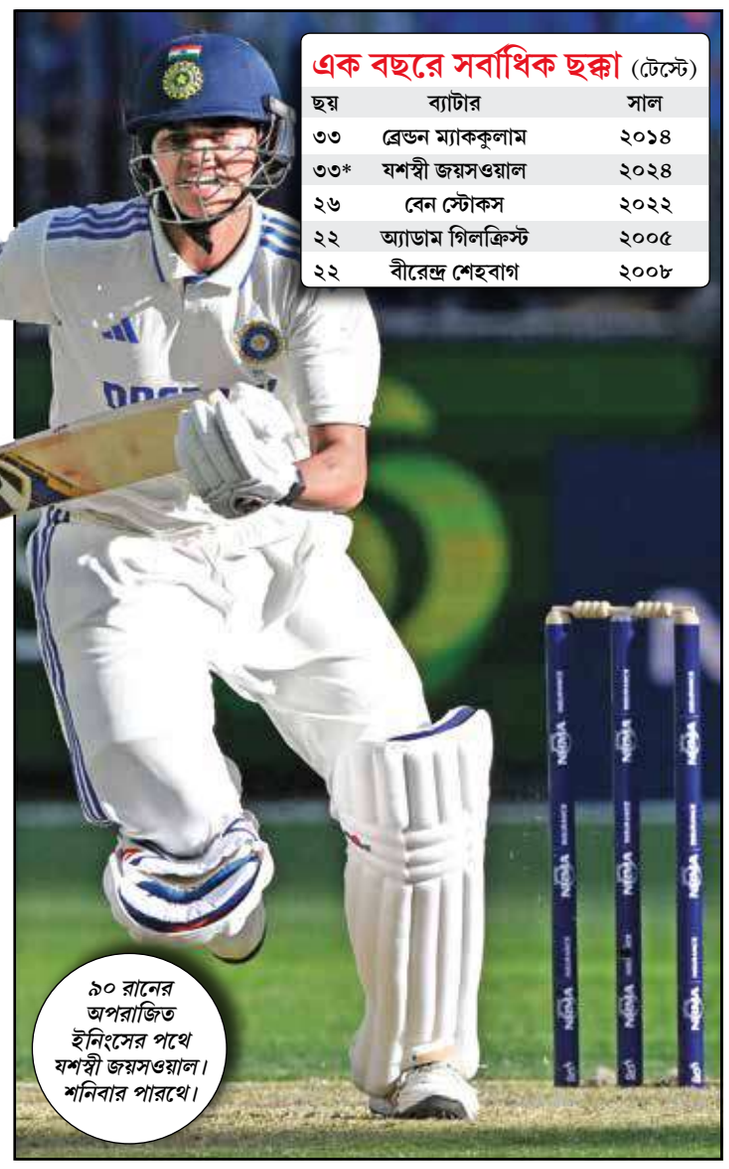

৯০ রানের অপরাজিত ইনিংসের পথে যশস্বী জয়সওয়াল। শনিবার পারথে।

ভারতের দুই ওপেনারের এক ইনিংসে অর্ধশতরান
(অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে)

ব্যাটার	স্থান	সাল
সুনীল গাভাসকার (৭০) ও চেতন চৌহান (৮৫)	মেলবোর্ন	১৯৮১
সুনীল গাভাসকার (১৬৬*) ও কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত (৫১)	অ্যাডিলেড	১৯৮৫
সুনীল গাভাসকার (১৭২) ও কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত (১১৬)	সিডনি	১৯৮৬
যশস্বী জয়সওয়াল (৯০*) ও লোকেশ রাহুল (৬২*)	পারথ	২০২৪

সফরকারী ওপেনারদের ৫০ প্লাস ওভার টিকে থাকা
(অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে ২০০০ সাল থেকে)

ওভার	ওপেনার	স্থান	সাল
৫৩.৩	শেরউইন ক্যাম্পবেল ও ওয়াভেল হাইন্ডস	সিডনি	২০০১
৬৬.২	অ্যান্ড্রু স্ট্রস ও অ্যালিস্টার কুক	ব্রিসবেন	২০১০
৫৭.০	যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল	পারথ	২০২৪
৫১.১	অ্যান্ড্রু স্ট্রস ও অ্যালিস্টার কুক	মেলবোর্ন	২০১০

অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের সর্বাধিক ওপেনিং জুটি

স্কোর	ব্যাটার	সাল
১৯১	সুনীল গাভাসকার ও কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত	১৯৮৬
১৭২*	যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল	২০২৪
১৬৫	চেতন চৌহান ও সুনীল গাভাসকার	১৯৮১
১৪১	আকাশ চোপড়া ও বীরেন্দ্র শেহবাগ	২০০৩
১২৪	ভিনু মানকড় ও চাঁদু সারওয়াতে	১৯৪৮

খেলায় আজ

১৯৮৯ : ফয়সালাবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে প্রথম অর্ধশতরান করলেন শচীন তেন্ডুলকার (৫৯ রান)। ১৬ বছর ২১৪ দিন বয়সে পঞ্চাশে পৌঁছে কনিষ্ঠতম হিসেবে শচীন নজির গড়লেন।

সেরা অফবিট খবর

আমি তোমার চেয়ে জোরে বল করি

অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ৩০ তম ওভার। হর্ষিত রানার শর্ট পিচ বল কোনওরকমে ব্যাট নামিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন মিচেল স্টার্ক। বোলিং রান আপের দিকে ফিরে যাওয়া হর্ষিতের উদ্দেশে এরপর স্টার্ককে বলতে শোনা যায়, 'এটা আমি মনে রাখছি। আমি কিন্তু তোমার চেয়ে জোরে বল করি।'

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. প্রথম আইপিএল নিলামে মহার্ঘতম ক্রিকেটার কে ছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. নীতীশ কুমার রেড্ডি,
২. ইউরোপ।

সঠিক উত্তরদাতারা

সবুজ উপাধ্যায়, রাজবীর মজুমদার।

চিরকাল লড়াকু, দাবি কোচের

খেলব শুনেই কেঁদে ফেলেছিলাম : হর্ষিত

পারথ, ২৩ নভেম্বর : হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের কোটার প্লেয়ার?

অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় দলে তাঁর নাম দেখে অনেকেই ভ্রূ কুঁচকেছিলেন। আইপিএলের পারফরমেন্স দেখে টেস্ট টিমের নির্বাচিত বলেও সমালোচনা শোনা গিয়েছিল। যদিও অভিষেক ইনিংসেই নিন্দুকদের মুখের ওপর জবাব দিয়েছেন হর্ষিত রানা। জসপ্রীত বুমরাহর যোগ্য সতীর্থ হয়ে ওঠার যে প্রয়াস তারিফ কুড়িয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের শেষে যে খুশির ঝলক হর্ষিতের কথায়। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে ভোরবেলায় উঠে টিভির সামনে বসে পড়তেন ভারতের অজি সফরের ম্যাচ দেখতে। আসমুদ্রহিমাচলের চোখ এখন টিভিতে হর্ষিতদের দেখার জন্য। অভিষেক টেস্ট, তাও আবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। প্রথম যখন খেলার খবর শোনেন কান্নায় ভেঙে পড়েন।

সাংবাদিক সম্মেলনে হর্ষিত বলেছেন, 'আমাকে যখন বলা হয়, পারথে অভিষেক করছি, তখন কেঁদে ফেলেছিলাম। ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনা হচ্ছিল। আগের রাতে দুই চোখ এক করতে পারিনি। ম্যাচের দিন সকালে অবশ্য অনেকটা হালকা বোধ করছিলাম। তবে চাপ একেবারেই ছিল না, তা বলব না। অস্ট্রেলিয়ায় খেলা হলে বাবার সঙ্গে ভোরে উঠে ম্যাচ দেখতাম। সেই আমি-র কাছে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলা বিশাল-ব্যাপার।'

টেস্ট কেরিয়ারের খাতা খোলেন ট্রাভিস হেডের উইকেট ছিটকে দিয়ে। তারপর আরও দুই শিকার। সবমিলিয়ে ১৫.২ ওভারে ৪৮ রানে ৩ উইকেট। গম্ভীরের প্রিয় ছাত্র হর্ষিত সবথেকে খুশি হেডকে পেয়ে। বলেছেন, 'হেডের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা ছিল স্টাম্প লক্ষ্য করে বোলিং। জানতাম উইকেটের সোজা বল রেখে হালকা মুভ করাতে পারলেই কাজ হবে। পরিকল্পনা সফল।'

কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ, সিনিয়ার সতীর্থ বিরাট কোহলিরা উৎসাহিত করেছেন। বুমরাহ বুঝিয়ে দেন, তিনি কী চাইছেন, হর্ষিতকে কী করতে হবে। অভিষেককারী পেস তারকার মতে, দুইজনের সাহায্য তাঁকে যেমন উজ্জীবিত করেছে, তেমনই ম্যাচ প্রস্তুতিতে সাহায্যও করেছে।

কাজ এখনও শেষ হয়নি। ভারতের ১৫০ রানের জবাবে অস্ট্রেলিয়া ১০৪-এ শেষ। বোলারদের তৈরি মঞ্চে যশস্বী জয়সওয়াল-লোকেশ রাহুলের দাপট। দ্বিতীয় দিনে অবিচ্ছিন্ন ওপেনিং জুটিতে ১৭২ রান তুলে ম্যাচে জাঁকিয়ে বসেছেন। লিড ২১৮-তে। হাতে দ্বিতীয় ইনিংসের ১০ উইকেট। লিডটাকে অজিদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা শোনালেন হর্ষিত। বলেছেন, 'এদিন সকালে পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য তুলনায় ভালো ছিল। আমরা এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোনও লিডের কথা ভাবছি না। লক্ষ্য ইনিংস যথাসম্ভব দীর্ঘ করা, ব্যাটিং চালিয়ে যাওয়া।'

ছাত্রের সফল অভিষেকে গর্বিত হর্ষিতের কোচ এনএস নেগি। প্রথম দিনে মিচেল স্টার্কের সঙ্গে মৌখিক যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে নেগির দাবি, 'হর্ষিত বরাবরের যোদ্ধা। বাউন্স আর পেস ওর অস্ত্র, যা ওকে বিশেষ করে তুলেছে। এটা সবে শুরু মাত্র। বিশ্বাস, দেশের হয়ে অন্তত ৭০-৮০টি টেস্ট খেলবে।'

তিন উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন হর্ষিত রানা। শনিবার।

বুমরাহকে ভিভের পাশে রাখছেন শাস্ত্রী

পারথ, ২৩ নভেম্বর : আগে ছিলেন কিং ভিভিয়ান রিচার্ডস। এখন বিরাট কোহলি।

তালিকায় পরবর্তী নাম হতে চলেছে জসপ্রীত বুমরাহ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সফরকারী ক্রিকেটারদের রাজকীয় উপস্থিতির বিচারে রিচার্ডসদের এলিট তালিকায় বুমরাহকে রাখছেন রবি শাস্ত্রী। গত শতাব্দীর সাত-আটের দশকে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে রাজত্ব চালিয়েছেন রিচার্ডস। বিরাটের সেখানে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হাফডজন সেঞ্চুরি রয়েছে। ব্যাটিং গড়ও ৫০ প্লাস।

এবার বুমরাহ-শো। ১৫০ রানের পুঁজি নিয়েও অস্ট্রেলিয়াকে দুমড়ে দিয়েছেন। 'আনপ্লেয়েবল' বলের ডালি সাজিয়ে স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লাবুশেনদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানাদের নিয়ে কোমর ভেঙে দেন অজিদের। ৩০ রান দিয়ে ৫ শিকার, যার সুবাদে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৫ ইনিংসে বুমরাহর পকেটে ৩৭ শিকার।

শাস্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের সময়ে রিচার্ডস ছিল। চোখধাঁধানো ব্যাটিং, বোলারদের ওপর আধিপত্যে অস্ট্রেলিয়াতেও পছন্দের ক্রিকেটার হয়ে ওঠে। প্রতিপক্ষের থেকেও সম্মান আদায় করে নিয়েছিল। বিরাটও তার ব্যাটিং-সাফল্যের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় জনপ্রিয়। সফরকারী কোনও ক্রিকেটার সাফল্য পেলে তাঁকে সেই সম্মান, ভালোবাসা দেয় অজিরা। তালিকায় পরবর্তী নাম হতে চলেছে বুমরাহ।'

জসপ্রীতে মজেছেন হেডেনও

নিজেই কারণ ব্যাখ্যা করলেন শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, বুমবুম বুমরাহ ক্রিকেট বিশ্বের প্রতি প্রান্তেই রাজত্ব চালাচ্ছেন। বাদ নেই অস্ট্রেলিয়াও। ইতিমধ্যেই নিজের দক্ষতার প্রভাব রেখেছে। চলতি সফরের প্রথম ইনিংসেও (৩০/৫) তার ঝলক। অজি ক্রিকেটপ্রেমীরাও জানে বুমরাহ কত বিপজ্জনক তাদের প্রিয় দলের জন্য। শাস্ত্রী নিশ্চিত, রিচার্ডস, বিরাটরা অস্ট্রেলিয়ায় যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পেয়েছে, তা পাবে বুমরাহও।

অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ব্যাটার ম্যাথু হেডেনও গুণমুগ্ধদের তালিকায় অন্যতম। বুমরাহর আগুনে স্পেল দেখার পর প্রাক্তন ওপেনারের দাবি, প্যাট কামিন্স ব্রিগেডকে মুখের ওপর জবাব দিয়েছে ভারতীয় স্পিডস্টার। আর বুমরাহর কাঁধে চেপে দ্বিতীয় দিনের শেষে দারুণ জায়গায় ভারত। হেডেনের আশঙ্কা, ম্যাচ যে পরিস্থিতিতে রয়েছে, তৃতীয় দিন কঠিন হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার জন্য।

পুরো কৃতিত্বটাই বুমরাহকে দিচ্ছেন হেডেন। ভারতীয় পেসারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে প্রাক্তন অজির মতে, সফরকারী বোলারদের বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়ার বাড়তি বাউন্সে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়ে। কিন্তু বুমরাহ নয়। প্রথম বল থেকে একেবারে লক্ষ্যে স্থির, সঠিক নিশানা। সহকারীর ভূমিকায় সিরাজ, হর্ষিতও দারুণ। পেস ত্রয়ীর মিলিত ফল অজি ব্যাটিংয়ে কাঁপুনি।

৫ উইকেট নেওয়ার উল্লাস জসপ্রীত বুমরাহর। শনিবার পারথে।

প্রাক্তনদের আক্রমণের মুখে কামিন্স-স্টার্করা

পারথ, ২৩ নভেম্বর : সিরিজের দ্বিতীয় দিনের চা-পানের বিরতি সবে।

অথচ সাজঘরে ফেরা প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্কদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন যুদ্ধে পরাজিত একঝাঁক সৈনিক। অজিসুলভ 'শেষ বল পর্যন্ত হাল না ছাড়ার'

চালকের আসনে ভারত, মানছেন অজি কোচও

মানসিকতার বদলে ঝুঁকে পড়া কাঁধ, শরীরী ভাষায় নেতিবাচক প্রতিফলন। দিনের শেষে যা নিয়ে ঘরের সংবাদমাধ্যমের চাঁছাছোলা প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে প্যাট কামিন্সদের।

প্রথমদিন ১৭ উইকেট পড়েছে। সেই পিচে ৫৭ ওভার বল করে উইকেটহীন স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, নাথান লায়োনরা! প্রতিফলন চোখেমুখে। প্রাক্তন ক্রিকেটার গ্রেগ ব্লিউয়েটের যে চাঁছাছোলা প্রশ্নের মুখে অস্বস্তিতে পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। মেনেও নিলেন, 'এই মুহূর্তে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। চালকের আসনে ভারতই।'

মানসিকভাবে দল বিধ্বস্ত, মানতে নারাজ ম্যাকডোনাল্ড। পালটা দাবি, মানসিকভাবে সবাই ভালো জায়গাতেই রয়েছে। ব্যাট-বলের টক্করে দলের মধ্যে কিছু ফাঁকফোকর রয়েছে, ঘুরে দাঁড়াতে যার দ্রুত সমাধান করতে হবে।

প্রাক্তন অজি পেসার ড্যামিয়েন ফ্লেমিং আবার তোপ দেগেছেন, সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ম্যাচে দলের বোলিং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরির (নিলামের জন্য জেড্ডায় রয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কোচ) অনুপস্থিতি নিয়ে। জবাবে ম্যাকডোনাল্ডের সাফাই, 'এখানে না থাকলেও সবসময় যোগাযোগ রয়েছে ভেত্তোরির সঙ্গে। ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডেভেলপমেন্ট কোচও দলের সঙ্গে আছেন। ভেত্তোরি যাওয়ার আগে সমস্ত প্রস্তুতি, পরিকল্পনা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন। ওঁর অন্য দায়বদ্ধতা রয়েছে। তাই যেতে হয়েছে ভেত্তোরিকে। এর জন্য সমস্যা হয়েছে বলা ঠিক নয়।'

বরং দ্বিতীয় দিনে কিছুটা বদলে যাওয়া পিচ এবং ভারতীয় ওপেনিং জুটিকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন। অজি হেডকোচের যুক্তি, 'আমার মতে উইকেট অনেকটাই বদলে গিয়েছে। গতকালের তুলনায় সিম এবং সুইং বেশ কিছুটা কমেছে। পাশাপাশি লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল খুব ভালো খেলল।'

প্রাক্তন তারকা সাইমন কাটিচ সরাসরি আক্রমণ করেছেন মার্নাস লাবুশেনকে। রীতিমতো অবাক লাবুশেনের অতি-রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজি দেখে। বলেছেন, '৯২ শতাংশ বলই হয় লাবুশেন ছেড়েছে কিংবা ডিফেন্ড করেছে। এই পিচে এভাবে টিকে থাকা যায় না। সিরিজ শুরুর প্রাক্কালে লাবুশেন বলেছিল চেতেশ্বর পূজারার মতো খেলবে। লম্বা সময় ক্রিজে কাটাতে চায়। সমস্যা হল, ওভারের প্রতিটি বল রক্ষণ করতে গেলে চাপ তৈরি হবে। শেষপর্যন্ত তা ভেঙে পড়বে। গতকাল যা খেলেছে লাবুশেন, তার চেয়ে অনেক ভালো ব্যাটার ও। মূল সমস্যা মানসিকতার।'

৫৭ ওভার বল করেও ভারতের এক উইকেটও ফেলতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। হতাশায় টুপি কামড়াচ্ছেন মিচেল স্টার্ক।

ক্রিকেট বিশ্বের চোখ আজ জেড্ডায়

লাইট, সাউন্ড, ক্যামেরা, অকশন। রবিবার সৌদি আরবের জেড্ডায় বসছে দুইদিনের আইপিএলের মেগা নিলামের আসর। নিলাম টেবিলে একঝাঁক তারকা সহ ৫৭৪ রান ক্রিকেটারের আইপিএল-ভাগ্য নির্ধারিত হবে। দশ ফ্র্যাঞ্চাইজির সামনে আগামী তিন বছরের জন্য ঘর গুছিয়ে নেওয়ার পালা।

নিলামে: ৫৭৪ জন ক্রিকেটার। দেশি ৩৬৬। বিদেশি ২০৮

মার্কি প্লেয়ার জস বাটলার, শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্থ, কাগিসো রাবাদা, অর্শদীপ সিং, মিচেল স্টার্ক (প্রথম সেট)। যুযবেন্দ্র চাহাল, লিয়াম লিভিংস্টোন, ডেভিড মিলার, লোকেশ রাহুল, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ (দ্বিতীয় সেট)।

নজরে আরও ভারতীয়
ঈশান কিষান, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, ওয়াশিংটন সুন্দর, দেবদত্ত পাডিক্কাল, শার্দূল ঠাকুর

নজরে আরও বিদেশি
ডেভিড ওয়ার্নার, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ডেভন কনওয়ে, কুইন্টন ডি কক, জনি বেয়ারস্টো, জেমস অ্যান্ডারসন

নিলাম প্রক্রিয়া
শুরুতে মার্কি প্লেয়ারদের দুইটি সেট নিলামে উঠবে। পরবর্তী রাউন্ডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাররা (ব্যাটার, অলরাউন্ডার, উইকেটকিপার, ফাস্ট বোলার, স্পিনারদের আলাদা সেট)। তারপর আনক্যাপড খেলোয়াড়দের নিলাম।

নিলামে টিম পাবে
২০৪ জন সর্বাধিক। ৪৬ জন আগেই রিটেইনড।

বয়স্কতম : জেমস অ্যান্ডারসন (৪২ বছর)
কনিষ্ঠতম : বৈভব সূর্যবংশী (১৩ বছর)

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
রিটেইনড
জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, রোহিত শর্মা, তিলক ভার্মা
আরটিএম কার্ড : ১
হাতে : ৪৫ কোটি

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
রিটেইনড
হেনরিচ ক্লাসেন, প্যাট কামিন্স, অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, নীতীশ কুমার রেড্ডি
আরটিএম কার্ড : ১
হাতে : ৪৫ কোটি

চেন্নাই সুপার কিংস
রিটেইনড
রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রবীন্দ্র জাদেজা, মাথিশা পাথিরানা, শিবম দুবে, মহেন্দ্র সিং ধোনি
আরটিএম কার্ড : ১
হাতে : ৫৫ কোটি

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
রিটেইনড
বিরাট কোহলি, রজত পাতিদার, যশ দয়াল
আরটিএম কার্ড : ৩
হাতে : ৮৩ কোটি

দিল্লি ক্যাপিটালস
রিটেইনড
অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, ট্রিস্টান স্টাবস, অভিষেক পোড়েল
আরটিএম কার্ড : ২
হাতে : ৭৩ কোটি

কলকাতা নাইট রাইডার্স
রিটেইনড
রিঙ্কু সিং, বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণ, আন্দ্রে রাসেল, হর্ষিত রানা, রামনদীপ সিং
আরটিএম কার্ড : ০
হাতে : ৫১ কোটি

রাজস্থান রয়্যালস
রিটেইনড
সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল, শিমরন হেটমেয়ার, সন্দীপ শর্মা
আরটিএম কার্ড : ০
হাতে : ৪১ কোটি

গুজরাট টাইটান্স
রিটেইনড
রশিদ খান, শুভমান গিল, বি সাই সুদর্শন, রাহুল তেওয়াটিয়া, শাহরুখ খান
আরটিএম কার্ড : ১
হাতে : ৬৯ কোটি

লখনউ সুপার জায়েন্টস
রিটেইনড
নিকোলাস পুরান, রবি বিষ্ণোই, মায়াঙ্ক যাদব, মহসিন খান, আয়ুষ বাদোনি
আরটিএম কার্ড : ১
হাতে : ৬৯ কোটি

পাঞ্জাব কিংস
রিটেইনড
শশাঙ্ক সিং, প্রভসিমরন সিং
আরটিএম কার্ড : ৪
হাতে : ১১০.৫ কোটি

নিলাম শুরু : দুপুর ৩.৩০ মিনিটে। চলবে রাত ১০.৩০টা পর্যন্ত। **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায় **নিলাম পরিচালনা করবেন** মল্লিকা সাগর

জামশেদপুরকে হারিয়ে শীর্ষে মোহনবাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩
(অ্যালড্রেড, লিস্টন ও ম্যাকলারেন)
জামশেদপুর এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : বিশালাকায় এক টিফো। তাতে দলের বর্তমান ছয় বিদেশির ছবির সঙ্গে তাঁদের পরিবারের মানুষ। স্ত্রী-সন্তান থেকে দূরে থাকা জেমি ম্যাকলারেন-দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের উদ্দেশে লেখা, 'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম, আওয়ার লাভ উইল ব্রিং ব্যাক ইওর লাভলি স্মাইল।'

ঠিক নীচের টিফোতে এই ছয়জনের সঙ্গেই পরপর হোসে রামিরেজ ব্যারেটো, চিমা ওকোরি, কাটসুমি ইউসা, জোসেবা বেইতিয়া, ওডাফা ওনিয়েকা ওকোলি ও সনি নরডিরা। মাঝে লেখা, 'নট ফরেনার, বাট ফ্যামিলি।' সত্যিই দিমিদের মতো বিদেশিরাও এসে হয়তো এই ভালোবাসার জোরেই দলটার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে দেন। সে মোহনবাগান হোক কী মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এখনও নিজের সেরা ছন্দে নেই দিমি। ফর্মে ফিরতে তাঁর ছটফটানি ছিল দেখার মতো। ১৫ মিনিটে দিমির কর্নার ক্লিয়ার হলে দীপক টাংরির শট ফের জামশেদপুর এফসি-র ফুটবলারদের গায়ে লেগে উঠে যায়। আলবার্তো রডরিগেজ হেড করে সেই বল নামিয়ে দিলে টম অ্যালড্রেডের ভলিতে গোল। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে লিস্টন কোলাসোর গোল বছর চারেক আগের ব্রাইট এনুবাখারেকে মনে করাল। মনবীর সিংয়ের পাস ধরে লিস্টন জনাপাঁচেক প্রতিপক্ষ ফুটবলারকে কাটিয়ে ঠান্ডা মাথায় ২-০ করেন। ডুরান্ড কাপের পর এবারের আইএসএলে এদিনই প্রথম গোল পেলেন তিনি। ৮৪ মিনিটে লিস্টনের আরও একটা শট পোস্টে লাগে।

শুধু বিদেশি নয়, রতন টাটা-রুশি মোদিদের নিয়েও মজাদার কার্টুনের টিফোও ছিল গ্যালারিতে। এসব টিফো এবং প্রথমার্ধেই দুই গোল আনন্দ দিলেও দলের খেলা সমর্থকদের খুব খুশি করেছে বলে মনে হয় না। হতে পারে প্রতিপক্ষ সাংঘাতিক জোরালো নয়, বা দ্রুত গোল পেয়ে যাওয়াতেই বাড়তি তাগিদ দেখাননি সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। বিরতির পর বেশ বিরক্তিকরই লেগেছে ম্যাচটা। এদিন দলে দুইটি পরিবর্তন করেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। ফিট হলেও অনিরুদ্ধ থাপাকে খেলানোর ঝুঁকি না নিয়ে তাঁর জায়গায় টাংরি এবং আশিস রাইয়ের পরিবর্তে দীপেন্দু বিশ্বাসকে নামালেন। থাপার থাকা আর না থাকার মধ্যে পার্থক্য এদিন বোঝা গেল। তিনি না থাকায় আপুইয়াও খানিকটা এলোমেলো যেন। তবে জামশেদপুর এফসি শুরুটা দুর্দান্ত করে এখন ক্রমশ পিছিয়েই চলেছে। শুরুর দিকের ১২ পয়েন্টের পর গত তিন ম্যাচে হারের হ্যাটট্রিক খালিদ জামিলের দলের। তাঁর পরিবর্তে ডাগআউটে দাঁড়িয়ে এদিন অবশ্য স্টিভেন ডায়াসেরও বিশেষ কিছু করার ছিল না। জাভিয়ার সিভেরিও মোহনবাগান বক্সে কোনও দাগই কাটতে পারেননি। ৭০ মিনিটে গোলমুখে দাঁড়িয়ে ফাঁকায় পাওয়া বলও তিনি পায়ে লাগাতে পারেননি। ৭৫ মিনিটে তৃতীয় গোল আলবিনো গোমেজের ভুলে। টাংরির তুলে দেওয়া বল মনবীর পেলে তাঁকে তাড়া করে আসেন জামশেদপুর গোলরক্ষক। আলবিনোকে কাটিয়ে মনবীর মাইনাস করলে ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দেন জায়গায় থাকা ম্যাকলারেন।

ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে ড্রয়ের পর জয়ে ফিরে ৮ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে বেঙ্গালুরু এফসি-র থেকে গোলপার্থক্যে এগিয়ে থেকে শীর্ষে উঠে এল মোহনবাগান।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, দীপেন্দু, অ্যালবার্তো, অ্যালড্রেড, শুভাশিস, মনবীর (আশিক), টাংরি (অভিষেক), আপুইয়া (অনিরুদ্ধ), লিস্টন (সাহাল), দিমিত্রি ও ম্যাকলারেন (কামিংস)।

গোলের পাস বাড়ানোর জন্য আলবার্তো রডরিগেজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন টম অ্যালড্রেড। ছবি : ডি মণ্ডল

রোনাল্ডোর গোলেও হার আল নাসেরের

রিয়াধ, ২৩ নভেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো গোল পেলেন। কিন্তু তারপরেও জিততে ব্যর্থ আল নাসের। শুক্রবার সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে রোনাল্ডোরা ২-১ গোলে হেরে গিয়েছেন আল কাদিসিয়ার কাছে। এটি এবারের লিগে তাদের প্রথম পরাজয়।

৩২ মিনিটে অবশ্য পর্তুগিজ মহাতারকা রোনাল্ডোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। এটি পর্তুগাল অধিনায়কের ৯১০তম গোল। তবে আল নাসেরের সেই সুখ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মিনিট পাঁচেক পরেই জুলিয়ান কুইনোনেসের গোলে সমতায় ফেরে কাদিসিয়া। ৫০ মিনিটে কাদিসিয়ার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মেক্সিকান তারকা পিয়েরে এমেরিক-অবামেয়াং। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি আল নাসের। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আল নাসেরে যোগ দেওয়ার পর এখনও পর্যন্ত লিগ খেতাব জেতেননি।

'ঈশ্বরদের' স্কুটার উপহার ঋষভের

পারথ, ২৩ নভেম্বর : ঋষভ পন্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে ক্রিকেট মাঠে প্রত্যাবর্তন ঘটাতেই পারতেন না, যদি রজত-নীশু কুমাররা না থাকতেন সেদিন। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন তিনি। তাঁর বিলাসবহুল গাড়ি দুমড়ে গিয়েছিল। হাইওয়ের উপর ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার পর সাময়িকভাবে জ্ঞানও হারিয়েছিলেন পন্থ। সেই সময় তাঁর কাছে 'ঈশ্বরের' মতো হাজির হয়েছিলেন রজত-নীশুরা। দ্রুত দুর্ঘটনাস্থল থেকে ঋষভকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন হাসপাতালে। অল্প সময়ের মধ্যে পুরো বিষয়টা হওয়ার কারণে প্রাণে বেঁচে যান ঋষভ।

পথ দুর্ঘটনার সময় ঋষভ পন্থকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া রজত ও নীশু কুমারকে স্কুটার তুলে দিলেন ভারতীয় উইকেটরক্ষকের প্রতিনিধি।

তাঁর জীবনের সেই দুই ঈশ্বরকে সম্প্রতি স্কুটার উপহার দিয়েছেন ঋষভ। পারথ টেস্টের মাঝে অস্ট্রেলিয়ার ফক্স স্পোর্টস চ্যানেলে তাঁর জীবনের সম্পূর্ণ অজানা দিকের কথা তুলে ধরেছেন ঋষভ। বলেছেন, 'দুর্ঘটনায় পড়ার কঠিন সময়ে অনেককেই পাশে পেয়েছিলাম। কিন্তু সবার আগে দুইজনের কথা বলতেই হবে। রজত ও নীশু আমার দুর্ঘটনা ঘটার কিছুক্ষণ পর গাড়ি থেকে বের করে দ্রুত নিরাপদে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিল আমায়। ওদের ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা জানা নেই আমার। নিজের মতো করে ওদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি মাত্র।' আগামীদিনেও তাঁদের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন ঋষভ।

অধিনায়ক, ওপেনারের খোঁজে নাইট রাইডার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : ৬৯ কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। হাতে রয়েছে ৫১ কোটি। নেই কোনও রাইট টু ম্যাচ কার্ডের সুযোগও।

কিন্তু তারপরও আগামীকাল সৌদি আরবের জেড্ডায় মেগা নিলামের আসরে ক্রিকেট দুনিয়ার একটা বড় অংশের নজর রয়েছে শাহরুখ খানের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের দিকে। নিলামের টেবিলে নাইটদের সম্ভাব্য স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চলছে জোরদার চর্চা। আপাতত জেড্ডায় থাকা কেকেআরের শীর্ষ কর্তাদের মধ্যে নিলামে কোন ক্রিকেটারকে টার্গেট করা হবে, কাদের জন্য অলআউট ঝাঁপানো হবে- এমন নানা বিষয় নিয়ে বেশ কয়েক দফার আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, শ্রেয়স আইয়ারকে ছেড়ে দেওয়ার পর একজন অধিনায়কের খোঁজে রয়েছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। পাশাপাশি ওপেনারের সন্ধানও চলছে। নাম না লেখার শর্তে জেড্ডা থেকে কেকেআরের এক কর্তা রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'অধিনায়ক ও ওপেনার, এই দুটো বিষয় আমাদের চাহিদার তালিকায় একেবারে শীর্ষে রয়েছে। বাকিটা সময়ের সঙ্গে স্রোতে গা ভাসানো। আমরা মূলত অলরাউন্ডারদের দিকেই বেশি ঝুঁকতে পারি। নিলাম এমন একটা বিষয়, যেখানে টেবিলে অনেক অঙ্ক বদলে যায়। দেখা যাক কী হয়।'

শেষবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কেকেআর। সেই চ্যাম্পিয়ন দলের মেন্টর গৌতম গম্ভীর এখন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ, হর্ষিত রানা, রামনদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী ও রিঙ্কু সিং- মোট ছয়জন ক্রিকেটারকে ইতিমধ্যেই রিটেইন করেছে কেকেআর। নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে এখন শ্রেয়সকে ফের নিলামে তুলে নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রয়েছে নাইটদের। পাশাপাশি ১৪ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা আগামী বছরের আইপিএলে ফিল সল্টের মতো ওপেনারের দিকেও নজর রয়েছে। কেকেআরের এক কর্তার কথায়, 'নিলামে অনেক পরিকল্পনা নিয়েই বসব আমরা। কিন্তু নিলামের টেবিলে পরিস্থিতি কারও নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তাই আমাদের সতর্ক থেকে ভালো দল গঠন করতে হবে।' উল্লেখ্য, শাহরুখ নিলামের টেবিলে থাকবেন কিনা, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। তবে বাজিগরের ছেলে আরিয়ানের থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

কেনের হ্যাটট্রিকে জয় বায়ার্নের

মিউনিখ, ২৩ নভেম্বর : বুন্দেশলিগায় খেতাব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে দুরন্ত গতিতে ছুটছে বায়ার্ন মিউনিখ। ভারতীয় সময় শুক্রবার রাতে অগসবার্গকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল জার্মান জায়েন্টরা। জয়ের কারিগর হ্যারি কেন।

হ্যাটট্রিক করে এদিন জার্মান বুন্দেশলিগায় দ্রুততম ৫০ গোলের নজির গড়লেন বায়ার্নের ইংলিশ স্ট্রাইকার। ভাঙলেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের রেকর্ড। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে বুন্দেশলিগায় ৫০ ম্যাচে ৫০ গোল করেছিলেন হাল্যান্ড। মাত্র ৪৩ ম্যাচে সেই মাইলফলক ছুঁলেন কেন।

বড় জয় পেলেও এদিন প্রথম গোলের জন্য এক ঘণ্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয় বায়ার্নকে। ৬৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোলমুখ খোলেন কেন। সংযুক্তি সময়ের তৃতীয় মিনিটে স্পট কিক থেকে ব্যবধান বাড়ান ব্রিটিশ স্ট্রাইকার। এর কিছুক্ষণ আগেই দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন অগসবার্গের ফুটবলার কেভিন স্কোলটারবেক। নিজেদের বক্সে কেনকে ফাউল করে বায়ার্নকে পেনাল্টি উপহার দেন তিনি। সেই পেনাল্টি থেকেই লক্ষ্যভেদ করেন ইংরেজ স্ট্রাইকার। এরপর দশজনের অগসবার্গকে পেয়ে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে আরও একটি গোল করে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন কেন।

স্ত্রী-সন্তান থেকে দূরে থাকা জেমি ম্যাকলারেন-দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের উদ্দেশে লেখা, 'হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম, আওয়ার লাভ উইল ব্রিং ব্যাক ইওর লাভলি স্মাইল।' শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এই টিফো নিয়েই এসেছিলেন মোহনবাগান সমর্থকরা।

ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে ফিরলেন জিকসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : শনিবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কিছুটা চমকেই দিলেন জিকসন সিং। হিজাজি মাহের, আনোয়ার আলি ও জিকসনকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত ছুটি দিয়েছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ। তবে তার দুইদিন আগেই অনুশীলনে যোগ দিলেন জিকসন। লাল-হলুদ মিডিও মনে করছেন, 'এই সময়টা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরে ছুটি নেওয়ার সুযোগ পাব। এখন খেলার সময়।' এদিকে, এদিন নিজেদের রিজার্ভ দলের বিরুদ্ধেই একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল লাল-হলুদ ব্রিগেড। ম্যাচের ফল ২-২। রিজার্ভ দলের হয়ে গোল দুই করেন জেসিন টিকে।

অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের হয়ে লক্ষ্যভেদ মাদিহ তালাল ও পিভি বিষ্ণুর। যদিও রিজার্ভ দলের হয়ে ব্রুজোঁর দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার খেলেছেন এদিন।

টানা পঞ্চম হার সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ নভেম্বর : দুঃসময় চলছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তারা টানা ৫টি ম্যাচে পরাজয়ের সম্মুখীন হল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার ঘরের মাঠে তারা ০-৪ গোলে টটেনহাম হটস্পারের বিরুদ্ধে হেরে যায়। ১৩ ও ২০ মিনিটে জোড়া গোল করেন জেমস ম্যাডিসন। ৫২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান পেড্রো পোরো। দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে ব্রেনান জনসনের গোলে সিটির লজ্জা আরও বাড়ে। ১২ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে তারা লিগে দুই নম্বর স্থান ধরে রাখলেও শীর্ষে থাকা লিভারপুলের থেকে ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে পড়েছে।

চেলসি ২-১ গোলে হারিয়েছে লেস্টার সিটিকে। শনিবার ম্যাচের ১৫ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসন গোল করেন। ৭৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান এনজো ফার্নান্ডেজ। সংযোজিত সময়ে লেস্টারের গোলটি জর্ডন আওয়ের। আর্সেনাল ৩-০ গোলে জিতেছে নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে। ১৫ মিনিটে বুকায়ো সাকা দলকে এগিয়ে দেন। ৫২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান টমাস পার্টি। এথান ওয়ানেরি ৮৬ মিনিটে গানার্সদের তৃতীয় গোলটি করে জয় নিশ্চিত করেন। চেলসির মতো তারাও ২২ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে চেলসির থেকে কম গোল করায় আর্সেনাল চার নম্বরে রয়েছে।

শাহবাজের অপরাজিত শতরানে জয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : ১০ রানে ৪ উইকেট। কত রানে বাংলা অল আউট হবে? আর কত বড় ব্যবধানে সুদীপ ঘরামিরা (৩১ বলে ৪৩) হারতে চলেছেন, সর্বভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হয়েছিল আলোচনা।

দ্রুত আলোচনা থামিয়ে দিলেন শাহবাজ আহমেদ (৪৯ বলে অপরাজিত ১০০)। দলকে ভরসা দিলেন। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দুর্দান্ত শতরান করলেন। অধিনায়ক সুদীপের সঙ্গে ১১০ রানের পার্টনারশিপের মাধ্যমে টিম বাংলার চার উইকেটে জয়ও নিশ্চিত করলেন। পাশাপাশি আগামীকাল আইপিএল নিলামের আগে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলির জন্যও তাঁর অলরাউন্ড দক্ষতার বার্তা দিয়ে রাখলেন শাহবাজ। মূলত শাহবাজের ব্যাটে ভর দিয়েই মুস্তাক আলির প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাবকে চার উইকেটে হারিয়ে দিলেন মহম্মদ সামিরা (৪-০-৪৬-১)। প্রথমে ব্যাট করে এসসিএ স্টেডিয়ামের পাটা উইকেটে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৭৯ করেছিল পাঞ্জাব। জবাবে দুই বল বাকি থাকতে শাহবাজের ব্যাটে ভর দিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে গেল বাংলা। রাতের দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'দুর্দান্ত জয়। পুরো দলের অবদান রয়েছে সাফল্যে। শুরুতেই দশ রানে চার উইকেট পড়ে যাওয়ার পর চাপে ছিলাম আমরা। সুদীপ-শাহবাজরা চাপ কাটিয়ে জয় আনল।'

টসে জিতে পাঞ্জাবকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন বাংলা অধিনায়ক সুদীপ। অভিষেক শর্মা (৮ বলে ১৮), প্রভসিমরন সিং (১৯ বলে ৩৫), অর্শদীপ সিংদের (১১ বলে অপরাজিত ২৩) দাপটে ১৭৯ রানের বড় স্কোর করেছিল পাঞ্জাব। এসসিএ স্টেডিয়ামের পাটা উইকেটে সামি বল হাতে তেমন সুবিধা করতে পারেননি। যদিও বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি ছন্দেই রয়েছে। ফিটনেসেও কোনও সমস্যা নেই। এমন পাটা পিচে কিছু রান তো হবেই।' খেলা শেষে অবশ্য সামি নন, ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জুড়ে শাহবাজের সাত ছক্কা ও ছয় বাউন্ডারিতে সাজানো অপরাজিত শতরান।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

ম্যাচ জেতানো শতরানের জন্য শাহবাজ আহমেদকে অভিনন্দন। রাজকোটে। ছবি : সিএবি মিডিয়া

নেই আদজেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ নভেম্বর : বুধবার ঘরের মাঠে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচে নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেইকে পাচ্ছে না মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেননি। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করছে, পরের জামশেদপুর এফসি ম্যাচ থেকে হয়তো খেলতে পারবেন এই আফ্রিকান ডিফেন্ডার।